পি. জি. ওডহাউস

ক্যারি অন জীভস্

অনুবাদ : শ্রীমণীন্দ্র দাশগুপ্ত

নবভারতী ৫, শ্যামাচরন দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

ভূমিকা

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য যাঁরা নাড়াচাড়া করেন তাঁদের কাছে ওডহাউসের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে অনেক ওডহাউস-ভক্ত আছেন ও জানি। কিন্তু এ কথা বলা চলে না যে বাঙালী পাঠকসাধারণের নিকট ওডহাউস সুপরিচিত। অথচ, যা দিন কাল পড়েছে, মনের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে, মধ্যে মধ্যে আমাদের সকলের এক আধবার উদ্দেশ্যবিহীন ওডহাউসীয় কল্পজগতে ঘুরে আসা দরকার—চারিদিকের নানাবিধ "ইজমের" সংঘর্ষ আর বিরোধ অন্তত কিছু সময়ের জন্য ভোলা দরকার, মধ্যে মধ্যে দেখা দরকার আমাদের একান্ত কমিক্যাল চেহারাটা। অর্থাৎ ওডহাউসের ভক্ত-সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এই কাজে যদি সামান্য সাহায্য করে, তা হলে আমার এই চেষ্টা সার্থক মনে করবো। আমার নিজের কথা বলতে পারি, পঁচিশ বছর পূর্বে যে আনন্দ পেয়েছি ওডহাউসের সঙ্গে প্রাণ-খোলা হাসি হেসে, পঁচিশ বছর পরে তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম আনন্দ পেলাম না।

একটা কথা বলে রাখি পাছে বিদগ্ধ পাঠক হতাশ হন। ওডহাউসের ভাষার মনোজ্ঞ সরসতা অনুবাদে খুঁজলে হতাশ হবেন। রামধনুর গলিতাভা কি হাতের মুঠোয় ধরা যায়, না কি জীবন্ত প্রোটোপ্লাজম লেবরেটারির টেবিলে বাঁচিয়ে রাখা যায়? সুতরাং সে অসম্ভব চেষ্টা করি নি। তবে চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব ওডহাউসীয় আবহাওয়া এবং প্রকাশ ভঙ্গী বজায় রাখতে এবং ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি অব্যাহত রাখতে। ভাষার পদ্ধতি ও রীতির খাতিরে দু'-এক জায়গায় লিবার্টি নিতে হয়েছে, কিন্তু, মোটের উপর, মূল ইংরেজীর যথাযথ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি।

আর একটা কথা না বলে সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। পাঠকমাত্রেই জানেন যে ওডহাউসের একটা প্রবল আকর্ষণ হচ্ছে জীভ্সের নিখুঁত King's English, ওজন-করা ফরম্যাল ভাষা, এবং বার্টি উস্টারের Cockney স্ল্যাং ও কলোকুউয়ালিজমের ফুলঝুরির অপূর্ব কন্ট্রাস্ট। বাংলায় সে-রকম কিছু সম্ভব নয়, এবং তার কারণ অতি পরিষ্কার। তবে মধ্যে মধ্যে, যেখানে পেরেছি, জীভ্সের ভাষায় একটা শিষ্ট-শালীনতার ছাপ দেবার চেষ্টা করেছি; কতদূর কৃতকার্য হয়েছি জানি নে।

শ্রীমণীন্দ্র দাশগুপ্ত

ক্যা রি অ ন, জী ভ্ স!

3726

॥ ভার অর্পণ ॥

হ্যাঁ, এই জীভ্সের ব্যাপারটা—আমার ভ্যালেট জীভ্সের কথা বলছি—স্পষ্ট করে খুলে বলা দরকার হয়েছে, আমাদের পরস্পর সম্বন্ধটা কি ধরনের। অনেকেরই বিশ্বাস জীভ্স ছাড়া আমি এক পা'ও চলতে পারি নে। আমার আণ্ট আগাথা তো পরিষ্কারই বলেন জীভ্স হচ্ছে আমার অছি। আমি বলি, ক্ষতি কি। লোকটা অদ্ভুতকর্মা —একটা প্রতিভা। আমার কাছে আসার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে প্রায় বছর ছ'য়েক হ'লো—ফ্লোরেন্স ক্রেই, আমার আঙ্কল উইলোবি এবং বয়-স্কাউট এডুইন্ ঘটিত সেই বিতিকিচ্ছি ব্যাপারটার অব্যবহিত পরেই।

ব্যাপারটা স্থরু হয় আমি যখন ঈজ্বিতে ফিরে আসি। শ্রপ্শায়ারের অন্তর্গত ঈজ্বি গ্রামে আমার আঙ্কলের ওখানে সপ্তাহ-খানেকের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলাম, যেমন সাধারণত গরমের দিনে গিয়ে থাকি। কিন্তু দিন দুই পরেই আমাকে লণ্ডনে ফিরতে হয়েছিল নতুন একজন ভ্যালেট যোগাড় করবার জন্য। মেডোজ ব'লে যে লোকটাকে ঈজ্বিতে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম, দু'দিন যেতে না যেতেই দেখলাম তার হাতে আমার রেশমী মোজাগুলো উধাও হয়ে যাচ্ছে। তা'ছাড়া দেখা গেল আরো অন্যান্য অনেক জিনিস ব্যাটা সরিয়েছে। যার শরীরে কিছুমাত্র তাপ আছে সে কোন অবস্থায়ই এই ধরনের ব্যবহার বরদাস্ত করতে পারে না। স্থতরাং, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে, এক রকম বাধ্য হয়ে, ছোটলোকটার পাওনা চুকিয়ে দিলাম এবং সরাসরি

লণ্ডনে চলে গেলাম নতুন ভ্যালেট খুঁজতে। সেখানে এক এম্প্লয়মেণ্ট এজেন্সি জীভ্‌সকে পাঠিয়ে দিল।

সেই সকালবেলাটা আমার চিরদিন মনে থাকবে—যে দিন জীভ্‌স এল। আগের দিন রাত্রে ছোটখাট একটা নৈশ-ভোজে ফুর্তিটা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, এবং সকালবেলা তারই জের চলছিল, মাথাটা কিছুতেই খাড়া রাখতে পারছিলাম না। এর উপর আবার একটা বই পড়বার কসরৎ করেছিলাম। বইটা দিয়েছিল ফ্লোরেন্স ক্রেই। সে-ও ছিল ঈজ্‌বির হাউস-পার্টিতে, এবং লণ্ডনে ফিরে আসার দু'তিন দিন পূর্বে আমরা এন্‌গেজ্‌ড হয়েছিলাম। সপ্তাহান্তেই আমি ফিরে যাচ্ছি, এবং জানতাম ও আশা ক'রে আছে বইটা ইতিমধ্যে আমি শেষ ক'রে ফেলব। ওর প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছেন? তালিম দিয়ে আমার মগজটাকে কয়েক ধাপ উঁচুতে নিয়ে আসা, ওর সমপর্যায়ে—এই আর কি। এই মহৎ কাজে ও'র অধ্যবসায় এবং উৎসাহের অন্ত ছিল না। পাশ থেকে দেখলে ফ্লোরেন্সের মুখ চমক লাগিয়ে দেবার মত। কিন্তু মেয়েটার মাথার মধ্যে গজ্‌গজ্‌ করছে ভারীভারী আইডিয়া—একদম তলিয়ে গেছে ও জীবনের গভীর এবং গম্ভীর উদ্দেশ্যের অতল সলিলে। আমাকে যে বইটা দিয়েছিল—আমার প্রথমপাঠ আর কি—তার নাম ছিল "বিভিন্ন নৈতিক মতবাদ"। বুঝতে পাচ্ছেন অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছিল? তারপর যদৃচ্ছা খুলতেই বইটার যে পৃষ্ঠায় প্রথম নজর আটকে গেল তার আরম্ভটা এই রকম:

"আমরা যখন পরস্পর বাক্য বিনিময় করি তখন প্রমাণ নিরপেক্ষ একটা সাধারণ ধারণাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, নতুবা ভাবের আদানপ্রদান—ভাষার যাহা উদ্দেশ্য—কদাচ সম্ভব হয় না।"

একেবারে খাঁটি, নির্ভেজাল সত্য, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু নৈশ-প্রমোদের প্রতিক্রিয়ায় যে বেচারার মস্তিষ্ক সকালবেলা তখনও গুলিয়ে আছে তার উপর এ একটা বিজাতীয় আক্রমণ নয় কি?

যা হোক, এই শিক্ষাপ্রদ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মোটামুটি প'ড়ে ফেলবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম, এমন সময় ঘণ্টাটা বেজে উঠল। সোফা থেকে কোনমতে গড়িয়ে নেমে এসে দরজা খুললাম। মুখ তুলে দেখি নাত্যুজ্জ্বলবর্ণ ভব্যসভ্য এক মূর্তি চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মূর্তির ভিতর থেকে আওয়াজ এলো: "এজেন্সি পাঠিয়ে দিলে, স্যর। আপনার নাকি একজন ভ্যালেট চাই।"

এর চেয়ে একজন মুর্দাফরাশও যেন ভাল ছিল, মনে হ'লো। কিন্তু, যা হোক, ওকে ঘরের মধ্যে আসতে বললাম। ও নিঃশব্দে দরজার ভিতর দিয়ে যেন ভেসে এলো স্নিগ্ধ মলয়হিল্লোলের মতো। আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। মেডোজের পাদু'টো ছিল চেপ্টা এবং চলতো শব্দ করে। এই লোকটার মনে হ'লো, পা ব'লে কোনও বালাই নেই। ঘরে ঢুকলো না তো যেন বায়ুস্রোতে ভেসে এলো। মুখের ভাব গম্ভীর, মরমী, ও যেন জানে ইয়ারদের সঙ্গে নৈশ-ভোজনের পরিপূর্ণ অর্থ কি।

"দাঁড়ান স্যর, এক মিনিট," অতি মোলায়েম স্বরে লোকটা বললো।

মনে হ'লো তার চোখদুটো যেন একটুখানি চক্‌চক্ ক'রে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তে আর তাকে দেখতে পেলাম না। তার চলাফেরার শব্দ আসতে লাগলো রান্নাঘর থেকে, এবং দেখতে না দেখতে একটা ট্রের উপর একটা গ্লাস বসিয়ে আমার সামনে এনে ধরলো।

"এইটে এক চুমুকে খেয়ে ফেলুন তো, স্যর।" (রাজবৈদ্য যেন রুগ্ন রাজপুত্রের মুখে এক দাগ বলবর্ধক ওষুধ ঢেলে দিচ্ছেন, ভঙ্গীটা সেই

রকম।) "এই ক্ষুদ্র দাওয়াইটি আমার নিজস্ব আবিষ্কার। রঙটা হয়েছে উর্সটার সসের জন্য, আর পুষ্টির জন্য আছে কাঁচা ডিম। একটুখানি ঝাঁজের জন্য দেওয়া হয়েছে লাল লঙ্কা। বাবুলোকেরা নিজমুখে আমাকে বলেছেন রাতজাগার পরে এইটে খাওয়ামাত্র শরীরমন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।"

আমার মনের অবস্থা তখন এমনি যে তাজা হবার জন্য যা' হাতের কাছে পাই তাই গিলতে পারি। এক নিঃশ্বাসে সবটা খেয়ে ফেললাম। মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো আমার পুরনো মগজটার মধ্যে কে যেন একটা বোমা ফাটিয়ে দিল এবং তারপর যেন একটা জলন্ত মশাল নিয়ে আমার গলার মধ্য দিয়ে নেমে গেল। তারপর হঠাৎ সব কিছু যেন ঠিক হয়ে গেল। জানলার মধ্য দিয়ে এক ফালি রোদ এসে ঘরের মধ্যে পড়লো; গাছের মাথায় মাথায় পাখিরা গেয়ে উঠল; এবং, মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, জীবনে আশা ফিরে এলো।

"বাহাল হলে হে!" আমি বললাম, কথা বলার শক্তি ফিরে আসতে না আসতেই।

আমার বুঝতে দেরি হ'লো না লোকটা যাকে বলে কাজের লোক—সেই জাতীয় জীব যাদের না হলে সংসারযাত্রা অচল হয়ে পড়ে।

"ধন্যবাদ, স্যর। আমার নাম জীভ্‌স।"

"তুমি এখুনি লেগে যেতে পার?"

"এই দণ্ডে, স্যর।"

"ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাকে পরশু ঈজ্‌বি যেতে হবে।"

"খুব ভাল কথা, স্যর।" তারপর ম্যাণ্টল্‌-শেলফের দিকে তাকিয়ে বললো, "লেডি ফ্লোরেন্স ক্রেই-র অতি চমৎকার সাদৃশ্য—এই ছবিটা, স্যর। ভদ্রমহিলাকে দেখেছিলাম দু'বছর আগে। এক সময় আমি লর্ড অর্‌প্লেস্‌ডনের কাছে ছিলাম। ডিনারের পোশাক নিয়ে আমাদের

মতের অমিল হ'লো—চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। নাঃ, ড্রেস ট্রাউজারের সঙ্গে ফ্লানেল শার্ট আর শুটিং কোট পরে ডিনার খাওয়া, এ আমার বরদাস্ত হয় না।"

লর্ড অর্প্লেস্ডন অদ্ভুতরকম খেয়ালী লোক। আমার অজানা কিছু নেই। জীভ্স নতুন আর কি বলবে? ফ্লোরেন্স এই লর্ড অর্প্লেস্ডনের কন্যা। লর্ডমশাই ভারী রগচটা লোক। কয়েক বছর পরের কথা...একদিন সকালবেলা প্রাতরাশের টেবিলে এসে একটা প্লেটের ঢাক্না তুলেই ইনি চীৎকার ক'রে উঠলেন "ডিম! ডিম! ডিম! দুত্তোর ডিমের নিকুচি করি!" এবং তারপর রেগেমেগে তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেলেন, থামলেন গিয়ে একেবারে ফ্রান্সে। আর ফেরেন নি পারিবারিক নীড়ে। পারিবারিক নীড়ের পক্ষে অবশ্য এটা সৌভাগ্যের বিষয়ই হয়েছিল। সারা জেলায় বুড়ো অর্প্লেস্ডনের মতো মেজাজওয়ালা লোক জুটি ছিল না।

ছোটবেলা থেকেই এই পরিবারের সঙ্গে আমার জানাশোনা, আর তখন থেকেই এই বুড়োকে যমের মতো ভয় করি। সময়ের প্রলেপে সব দুঃখেরই উপশম হয়, লোকে বলে; কিন্তু সেদিনের কথা আমি কোনও দিনই ভুলতে পারব না। আমার বয়স তখন বছর-পনর হবে। বুড়োর সিগারের বাক্স থেকে একটা সিগার চুরি করে আস্তাবলে বসে টানছি। ভাবছিলাম, আর কিছু না, এখন চাই শুধু নিরিবিলিতে এবং আরামে সিগারটি শেষ করতে, এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে ঢুকলো বুড়ো, ঘোড়ার চাবুক হাতে। চুলোয় গেল আরাম, চুলোয় গেল নিরিবিলি। ছুট্! ছুট্! ছুট্! এক মাইলের উপর ধাওয়া করে নিয়ে গেল উঁচুনীচু গ্রামের রাস্তার উপর দিয়ে। বলতে গেলে, ফ্লোরেন্সের সঙ্গে এন্গেজ্ড হওয়ার বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে যদি কোনও খুঁত থেকে থাকে তো এইমাত্র যে, মেয়েটা মেজাজ পেয়েছে বাপের মতো

—কখন যে অগ্ন্যুদ্গার করবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু মেয়েটার প্রোফাইল—আঃ, সত্যই সুন্দর।

"জীভ্‌স, লেডি ফ্লোরেন্স এবং আমি, মানে আমরা এন্‌গেজ্‌ড," আমি বললাম।

"সত্যি, স্যর ?"

জীভ্‌সের হাবভাব কেমন যেন একটু অদ্ভুত ঠেকল। কিছুই ধরাছোঁওয়ার জো নেই, বাহ্যিক আচরণে কোথাও কোনও ত্রুটি নেই, অথচ কেমন যেন ঠিক দিল খোলা যায় না। কেমন যেন আমার মনে হ'লো ফ্লোরেন্স সম্বন্ধে ওর বিশেষ আগ্রহ নেই। যাক্, ও নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কী দরকার! ভাবলাম, ও যখন বুড়ো অর্‌প্লেস্‌ডনের কাছে ছিল তখন হয়তো ফ্লোরেন্সের কোন ব্যবহারে আহত হয়েছে। ফ্লোরেন্স মেয়েটি ভাল, এবং পাশ থেকে দেখলে অসম্ভবরকম সুন্দরী। তবে চাকরবাকরদের সঙ্গে তার ব্যবহারটা একটু নবাবী ধরনের—এই একটু দোষ।

এই সময় বাইরের দরজার ঘণ্টা আবার বেজে উঠল। জীভ্‌স ঝিক্‌মিকিয়ে বেরিয়ে গেল এবং একটা টেলিগ্রাম হাতে করে ফিরে এলো। আমি টেলিগ্রামটা খুললাম। টেলিগ্রামটা এইরূপ ঃ

"অবিলম্বে ফিরে এসো। ভীষণ জরুরী। প্রথম যে ট্রেন পাও তাইতেই বেরিয়ে পড়। ফ্লোরেন্স।"

"চমৎকার !" অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

"স্যর ?"

"ওঃ, না, কিছু না !"

তখন যে জীভ্‌সকে আমি কত কম জানতাম তা এই থেকেই প্রমাণিত হয়। তা না হলে কি আর এই ব্যাপারটা নিয়ে ওর সঙ্গে আর একটু গভীরভাবে আলোচনা করতাম না ? আজকাল এই

ধরনের অদ্ভুত চিঠিপত্র এলে জীভ্‌সের মতামত না নিয়ে তা' পড়বার কথা ভাবতেও পারি নে। আর এই তারটা ছিল অদ্ভুত বলতে অদ্ভুত! ফ্লোরেন্স জানে পরশুদিন আমি ঈজ্‌বি ফিরে যাচ্ছি; তবে আবার এই জরুরী তার কেন? একটা কিছু অবশ্য হয়েছে; কিন্তু সেটা যে কী আমি আকাশপাতাল ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, আমরা আজ বিকেলেই ঈজ্‌বি যাচ্ছি। সব গোছগাছ ঠিক করে নিতে পারবে তো?"

"কেন পারব না, স্যর?"

"তোমার সব বাঁধাছাঁদা ইত্যাদি হয়ে যাবে?"

"কোন অসুবিধে হবে না, স্যর। পথে কোন স্যুটটা পরবেন?"

"এইটে।"

সেদিন সকালে আমার গায়ে ছিল একটা চেক স্যুট—একটু চক্‌চকেই বলা যায়। এই স্যুটটার উপর, বলতে গেলে, আমার একটু দুর্বলতাই ছিল। হয়তো হঠাৎ চোখে লাগে, অভ্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত; কিন্তু একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর ছাড়তে পারা যায় না। ক্লাবে অনেক বন্ধু, এবং অন্যত্রও অনেকে, জিনিসটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে।

"ঠিক আছে, স্যর।"

আবার ওর হাবভাবে সেই অনির্দেশ্য অদ্ভুতভাব দেখা দিল। যেভাবে কথাটা বললো, মানে ওর গলার স্বরের ক্ষীণ একটু বক্রতার আভাস আমার কানের ঝিল্লি যেভাবে আলগোছে ছুঁয়ে গেল···বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই কি বলতে চাচ্ছি। স্যুটটা তার পছন্দ হয়নি। আমি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলাম। মনে মনে বললাম, এভাবে চলবে না। এখন থেকে যদি সাবধান না হই, এবং অঙ্কুরেই এর মূলোচ্ছেদ না করি, তবে শেষ পর্যন্ত এই লোকটা যখন তখন আমার

উপর ছড়ি ঘোরাতে আরম্ভ করবে। ব্যাটার চেহারায় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একটা ভাঙে-তবু-মচকায়-না ভাব।

নাঃ বাবা, সে হচ্ছে না। বন্ধুদের অনেককে দেখেছি—যেন তাদের ভ্যালেটের কেনা গোলাম ব'নে গেছে। অব্রে ফদারগিল্ তো সেদিন সন্ধ্যায় ক্লাবে বসে কেঁদেই ফেললো। সত্যিই ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল বলতে বলতে, কেমন করে অতি প্রিয় একজোড়া ব্রাউন জুতো তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল শুধু তার ভ্যালেট মিকিনের সেটা অপছন্দ বলে। এই ভ্যালেটজাতীয় জীবগুলিকে কখ্খনো আস্কারা দিতে নেই। এদের সঙ্গে সব সময় সেই প্রাচীন নীতি—ভেলভেট-আচ্ছাদিত লৌহমুষ্টি—অনুসরণ করতে হয়। নাই দিলে এরা মাথায় চড়ে।

নিস্পৃহভাবে বললাম, "জীভ্স্, এই স্যুটটা কি তোমার পছন্দ নয় ?"

"বেশ পছন্দ, স্যর।"

"আচ্ছা, এর কোনখানটা তোমার অপছন্দ ?"

"স্যুটটা তো খুবই চমৎকার, স্যর।"

"হয়েছে, হয়েছে। কোন্খানটায় এর ত্রুটী তাই বল না কেন? বলেই ফেল না, ছাই।"

"আমার মনে হয়, স্যর, একটা সাদাসিদে খয়েরি বা নীল রঙের—"

"কি যাচ্ছেতাই বলছ!"

"ঘাট হয়েছে, স্যর।"

"একেবারে নির্ভেজাল নন্সেন্স, বুঝেছ হে।"

"আপনি যখন বলছেন, স্যর।"

সিঁড়ির শেষ ধাপটা যেখানে থাকা উচিত ছিল, অথচ নেই, সেখানে যেন হঠাৎ পা ফেলেছি—এইরকম মনে হ'লো। ভীষণ রেগেমেগে

একটা কিছু করবার জন্য ক্ষেপে উঠলাম—আমার মনের অবস্থাটা আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি—কিন্তু দেখলাম কিছুই করবার নেই।

"ব্যস্, আর কথাটি নয়", অসহায়ভাবে বললাম।

"হ্যাঁ, স্যর।"

জীভ্‌স চলে গেল কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করতে, আর এদিকে আমি আবার "বিভিন্ন নৈতিক মতবাদ" নিয়ে পড়লাম।

সেদিন অপরাহ্ণে ট্রেনে বসে প্রায় সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে গেলাম ঈজ্‌বিতে হঠাৎ কি এমন অঘটন ঘটেছে যার জন্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে ফ্লোরেন্সকে তার পাঠাতে হ'লো। কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। কী এমন ঘটতে পারে? ঈজ্‌বির হাউস-পার্টি এমন জায়গা নয় যেখানে (নাটক-নভেলে যেমন অনেক সময় পড়া যায়) অপরিণতবয়স্ক মেয়েদের ভুলিয়ে তাসের আড্ডায় বসিয়ে সব সোনাদানা খসিয়ে একবারে সর্বহারা ক'রে ছেড়ে দেবার আশঙ্কা আছে। না, ঈজ্‌বি সেরকম মারাত্মক জায়গা নয়; হাউস-পার্টিতে যারা এসেছে সব আমার মত গোবেচারা।

তাছাড়া আমার আঙ্কল যেরকম কড়া প্রকৃতির লোক, এই ধরনের কিছু তাঁর বাড়িতে কল্পনাও করা যায় না। তাঁর সব কাজ কাঁটা ধরে, নিয়মমাফিক; হই-হৈহুল্লোড় আদপে পছন্দ করেন না। বর্তমানে তিনি একটা পারিবারিক ইতিহাস বা ঐজাতীয় কিছু একটার শেষ অধ্যায় লিখছেন। প্রায় এক বছর ধরে এইটে নিয়ে তিনি ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন, এবং লাইব্রেরি-ঘর থেকে কদাচিৎ বেরুতেন। কথায় বলে না, যৌবনে খানিকটা রাশ-আলগা হওয়া ভাল? আমার আঙ্কল এই প্রবচনের সত্যতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শোনা যায় আঙ্কল উইলোবি বয়সকালে এদিক দিয়ে একটু নামই করেছিলেন। কিন্তু এখন তাঁকে দেখে তা ভাবাও যায় না।

ঈজ্‌বিতে পৌঁছতেই ওক্‌শট, আমার আঙ্কলের বাট্‌লার, বললো ফ্লোরেন্স তার ঘরে আছে—ওর মেইড জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা করছে তাই তদারক করছে। মাইলকুড়ি দূরে সেদিন সন্ধ্যায় একটা নাচের পার্টি ছিল। আমি ভাবলাম সেইজন্যই এই বাঁধাছাঁদা। ঈজ্‌বির একদল মোটরে করে যাচ্ছে সেখানে, এবং কয়েক রাত্রি কাটাবে। ফ্লোরেন্সও এই দলে আছে। ওক্‌শট বললো ফ্লোরেন্স তাকে বলে রেখেছে আমি আসামাত্র যেন সে খবর পায়। সুতরাং পাশের একটা ঘরে ঢুকে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। দু'চার মিনিটের মধ্যেই ও এলো। ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বুঝলাম কোন কারণে ওর মাথাটা বিগড়েছে ; শুধু তাই নয়, মুখে যেন একটু বিরক্তির আভাসও ফুটে উঠেছে। চোখদুটো পাকানো—মোটের উপর, মনে হ'লো, কোনও কারণে ও বিশেষরকম উত্তেজিত হয়েছে।

"ডার্লিং" বলে আমি এগিয়ে যেতেই ও অভ্যস্ত মুষ্টিযোদ্ধার মত চকিতে একপাশে সরে গেল। আমার উদ্যত আলিঙ্গন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো।

"না, এখন নয়!"

"কি হয়েছে?"

"কি না হয়েছে, তাই বলো। বার্টি, মনে আছে, তুমি লণ্ডন যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিলে তোমার আঙ্কলকে একটু খুশি রাখতে?"

"খুব মনে আছে।"

কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তখন পর্যন্ত আঙ্কল উইলোবির মাসোহারা না হ'লে আমার চলতো না ; সুতরাং তাঁর অমতে বিয়ে করা চলে না। যদিও ফ্লোরেন্স সম্বন্ধে তাঁর কোনও আপত্তি হবে না জানতাম—ফ্লোরেন্সের বাবা আর আমার আঙ্কল এক সঙ্গে

অক্স্‌ফোর্ডে ছিলেন—তথাপি এই ব্যাপারে কোনও ঝক্কি নিতে চাই নি। সাবধানের মার নেই, ·কে না জানে! সুতরাং বুড়োকে একটু তোয়াজে রাখতে বলে গিয়েছিলাম ফ্লোরেন্সকে।

"তুমি বলেছিলে ওঁর বইটা থেকে পড়ে শোনাতে বললে উনি খুব খুশি হবেন।"

"খুশি হন নি?"

"বেজায় খুশি! বইটা কাল বিকেলে শেষ করলেন, আর রাত্রিবেলা প্রায় সবটাই আমাকে পড়ে শোনালেন। এত বড় আঘাত আর জীবনে কোনোদিন পাই নি, বার্টি। বইটা সমস্ত শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। একেবারে জঘন্য! বীভৎস!"

"কি যে বলো! পরিবারটা সত্যই সেরকম কিছু জঘন্য ছিল না।"

"এটা মোটেই পারিবারিক ইতিহাস নয় যে। তোমার আঙ্কল লিখেছেন একটা স্মৃতিকথা! বইটার নাম দিয়েছেন 'একটি সুদীর্ঘ জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলী'!"

এইবার বুঝতে পারলাম। আঙ্কল উইলোবি, আগেই বলেছি, যৌবনে বেশ একটু বেপরোয়া ছিলেন, এবং, ফ্লোরেন্সের কথা শুনে বুঝলাম, তাঁর ঘটনাবহুল দীর্ঘজীবনের স্মৃতিরাশি মন্থন করে বেশ রসাল সব সামগ্রী তুলে এনেছেন।

ফ্লোরেন্স বলে চললো, "যা লিখেছেন তার অর্ধেকও যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে তোমার আঙ্কল যৌবনে একটি ভয়ঙ্কর চিজ্‌ ছিলেন। পড়তে বসেই সোজা আরম্ভ করলেন এক নির্লজ্জ কাহিনী, কেমন করে, ১৮৮৭ সালে, ওঁকে এবং আমার বাবাকে এক মিউজিক-হল থেকে বের করে দিয়েছিল।"

"কারণ?"

"সে আমি তোমাকে বলতে পারব না।"

বুঝলাম ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বেশ গুরুতর হয়েছিল। ১৮৮৭ সালে মিউজিক-হল থেকে লোককে বের করে দেওয়া—সামান্য কারণে তা হয় নি।

"তোমার আঙ্কল," ফ্লোরেন্স বলতে লাগলো, "স্পষ্ট লিখেছেন প্রমোদরাত্রির প্রারম্ভেই আমার বাবা আড়াই পাঁইট শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করেছিলেন। বইটা এইধরনের কাহিনীতে ভরা। লর্ড এম্‌স্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে একটা শকিং গল্প আছে।"

"লর্ড এম্‌স্‌ওয়ার্থ? আমাদের এম্‌স্‌ওয়ার্থ? যিনি ব্ল্যাণ্ডিঙ্গসে থাকেন?"

আপনারা সকলেই জানেন কি রকম গণ্যমান্য ব্যক্তি এই লর্ড এম্‌স্‌ওয়ার্থ। আজকাল কোদাল নিয়ে বাগানে খোঁড়াখুঁড়ি করা ছাড়া আর কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না।

"হ্যাঁ গো, তিনিই। তাইতেই তো বইটা পড়া যায় না। জানাশোনা সম্ভ্রান্ত লোকদের বিষয়ে নানা কেচ্ছা ও কাহিনীতে বইটা আগাগোড়া ভরা, এবং যে-সব কীর্তি আজকের এই সব শান্তশিষ্ট নিরীহ বেচারারা করেছেন বলে লেখা হয়েছে তা খালাসীদের খোশগল্পের বৈঠকেও বরদাস্ত করে না। তোমার আঙ্কলের প্রথম যৌবনে যাকে নিয়ে যা কিছু বিশ্রী ঘটনা ঘটেছে, মনে হয় সব তিনি মনে করে রেখেছেন। স্যর স্ট্যানলি জার্‌ভেস-জার্‌ভেস সম্বন্ধে একটা গল্প আছে—খুঁটিনাটি সব এমন সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন যে শুনলে তুমি থ' হয়ে যাবে। মনে হয় স্যর স্ট্যানলি—না, সে আমি উচ্চারণ করতে পারবে না!"

"একবার চেষ্টা করেই দেখ না?"

"না।"

"যাক্ গে, এ নিয়ে মাথা ব্যথা করার কিছু দেখছি নে। তুমি যে

রকম বলছো বইটা যদি সেই রকম অপাঠ্য হয়, কোনও প্রকাশকই ছাপবে না।"

"ঠিক উল্টো। তোমার আঙ্কল বললেন রিগ্স এণ্ড ব্যালিঞ্জার কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেছে, এবং পাণ্ডুলিপিটা উনি কালকেই পাঠাচ্ছেন অবিলম্বে যাতে বইটা ছেপে বেরুতে পারে। এই কোম্পানি বিশেষ করে এইধরনের সব বই-ই ছাপে। লেডি কার্নাবির জীবনস্মৃতির ('উদ্দীপনাময় আশি বৎসরের স্মৃতিকথা'') এরাই প্রকাশক।"

"আমি পড়েছি সে বই!"

"তাহলে, শুনে রাখ, তোমার আঙ্কলের 'স্মরণীয় ঘটনাবলীর' সঙ্গে লেডি কার্নাবির 'স্মৃতিকথার' কোনও তুলনাই চলে না। সুতরাং আমার মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করতে পার। এবং প্রায় সব গল্পেই আমার বাবা আছেন, এবং তিনি যৌবনে যা সব করেছেন বলে লেখা হয়েছে তা রীতিমত স্ক্যাণ্ডেলাস?"

"এখন কি করা যায়!"

"পাণ্ডুলিপিটা রিগ্স এণ্ড ব্যালিঞ্জারের কাছে কিছুতেই পৌছতে দেওয়া হবে না; তার আগেই, পথে, ওটা হস্তগত করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে!"

প্রস্তাবটায় কৌতুকের গন্ধ পেয়ে আমি উঠে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "উপায় কিছু ঠাউরেছ—কি করে কাজটা হাসিল করা যায়?"

"আমি কি উপায় বাতলাবো? তোমাকে বললাম না পার্শেলটা কাল পাঠানো হচ্ছে? আমি মার্গাট্রয়েডদের নাচের পার্টিতে যাচ্ছি আজ সন্ধ্যায়, সোমবারের আগে ফিরছি নে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে, এবং সেইজন্যই তোমাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম।"

"কি মুস্কিল!"

ফ্লোরেন্স একটা ভ্রূভঙ্গী করলো।

"বার্টি, তুমি কি আমার জন্য এই কাজটুকু করতে পারবে না এই বলতে চাও ?"

"না, না ; কিন্তু—আমি ভাবছি—"

"জিনিসটা জলের মতো সোজা ; এতে ভাবাভাবির কি আছে ?"

"কিন্তু ধর আমি—মানে, আমি বলছি—অবিশ্যি তোমার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি—কিন্তু—মানে আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারছ আশা করি—"

"তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও, একথা সত্যি, বার্টি ?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু তবু—"

মুহূর্তের জন্য ওর মুখটা অবিকল ওর বাবার মুখের মতো দেখালো।

"তোমার আঙ্কলের এই জীবনস্মৃতি যদি ছেপে বেরোয়, তাহলে আমাদের বিয়ে হবে না নিশ্চয় জেনো।"

"কি অবুঝের মতো কথা বলছো।"

"না, আমি সত্যি বলছি। এটা তোমার ভালবাসার পরীক্ষা বলে মনে করতে পার, বার্টি। এই কাজটা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করবার সাহস ও বুদ্ধি যদি তোমার থাকে, তাহলে আমি বুঝব তোমাকে লোকে যে-রকম অপদার্থ মনে করে তা তুমি নও। আর যদি না পার, তবে জানবো তোমার আণ্ট আগাথা যা বলেন তুমি তাই-ই—একটি মেরুদণ্ডহীন অকর্মণ্য জীব। তিনি বারবার আমাকে নিষেধ করেছেন তোমাকে বিয়ে করতে। পাণ্ডুলিপিটা হস্তগত করা তোমার পক্ষে খুবই সহজ, বার্টি—শুধু চাই একটুখানি মনের জোর।"

"কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই ? তাহলে আঙ্কল উইলোবি যে একেবারে নগদ বিদায় করবেন।"

"আমার চেয়ে তোমার আঙ্কলের টাকাই যদি তোমার কাছে বেশী—"

"না, না, ! কখ্‌খনো না !"

"বেশ, তাহলে আর কথাটি নয়। পাণ্ডুলিপির পার্শেলটা অবশ্য হলঘরে টেবিলের উপর কাল যথাসময়ে রাখা হবে ওকৃশটের জন্য— অন্যান্য চিঠিপত্রের সঙ্গে গাঁয়ের ডাকখানায় নিয়ে যাবে বলে। তোমার কাজ হবে এক ফাঁকে, ওকৃশটের হাতে পড়বার আগে, পার্শেলটা লুকিয়ে নিয়ে আসা এবং পুড়িয়ে ফেলা। তোমার আঙ্কল অবশ্য মনে করবেন জিনিসটা ডাকেই কোথাও খোয়া গেছে।"

প্ল্যানটা আমার কেমন মনে লাগলো না। বললাম, "পাণ্ডুলিপির আর একটা কাপি ওঁর কাছে নেই ?"

"না, নেই। জিনিসটা টাইপ করা হয় নি। হাতের লেখা কাপিটাই পাঠাচ্ছেন।"

"কিন্তু আবার আগাগোড়া ফিরেও তো লিখতে পারেন।"

"কি যে বলো ! সেই ধৈর্য্য ও শক্তি যেন ওঁর আছে !"

"কিন্তু—"

"তুমি যদি কিছু করতে না চাও, এবং খালি আজগুবী সব ওজর আপত্তি করতে থাক, বার্টি—"

"আমি শুধু ফাঁকগুলো দেখাচ্ছিলাম।"

"থাক খুঁত ধরতে হবে না। ব্যস্‌, এই শেষ বার তোমাকে বলছি, অনুগ্রহ করে আমার জন্য এই সামান্য কাজটা কি তুমি করবে ?

ওর বলার ধরন দেখে হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। বললাম, "এডুইনকে ভিড়িয়ে দিলে কেমন হয় ? মানে, জিনিসটা তাহলে, বুঝতে পারছ তো, একটা পারিবারিক এ্যাড্‌ভেঞ্চার গোছের হয়। তাছাড়া ছেলেটাও একটা আমোদ পাবে।"

মনে হ'লো খুব লাগসই একটা প্রস্তাব আমার করেছি।

এডুইন ওর ছোট ভাই। সে-ও ঈজ্‌বিতে ছুটি কাটাতে এসেছে। বেজিমুখো এই ছেলেটাকে ওর জন্ম থেকে আমি দেখতে পারি নে। সত্য বলতে কি, এই হতভাগা এডুইন্ ছোঁড়াই, ন' বছর আগে, আমার ধূমপানের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আমি যখন ওর বাবার সিগার মুখে দিয়ে একটা প্রগাঢ় প্রশান্তির মধ্যে ডুবে যাবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেই সময় এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়া কোথা থেকে লর্ড অরপ্লেসডনকে সেখানে টেনে নিয়ে হাজির। তারপর যে তিক্ততায় সেদিনের প্রচেষ্টার অবসান হয় তা' ইতিপূর্বেই বলেছি। এখন ওর বয়স চৌদ্দ, এবং সম্প্রতি বয়-স্কাউট হয়েছে। এডুইন্ সেই জাতের ছেলে যারা আধা-খেঁচড়া ভাবে কোনও কাজই করে না, একবারে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে যাদের সজাগ দৃষ্টি, এবং ওর বয়-স্কাউটের দায়িত্বগুলি ও একটু সিরিয়াস্‌লি নিয়েছে। সর্ব্বদাই একটা অস্থির উৎকণ্ঠিত ভাব, এই বুঝি দৈনিক সৎকাজের সংখ্যা কম হয়ে গেল, এই বুঝি পিছনে পড়ে গেল। কিন্তু, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও, সে পিছনেই পড়ে যেত, এবং তখন তাকে দেখা যাবে বাড়িময় ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে, ঠোঁট কামড়ে, দাঁতে দাঁত চেপে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথায় কার কি উপকার করে ওর সৎকাজের তালিকা অপটু-ডেট করবে। ফলে, ঈজ্‌বির বাড়িতে মানুষ গরু সব তটস্থ হয়ে পড়ছিল।

কিন্তু প্রস্তাবটা ফ্লোরেন্সর মনঃপূত হ'লো না।

"তা হয় না, বার্টি। এইভাবে তোমার উপর এই কাজের ভার দেওয়া, এ যে তোমার উপর আমার বিশ্বাসের কত বড় প্রমাণ তা তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—আমি আশ্চর্য হচ্ছি।"

"সে আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু আমি ভাবছি কি, এডুইন কাজটা আমার চেয়ে অনেক ভাল করতে পারত। এই বয়-স্কাউটের

ছেলেরা নানারকম সব কায়দা কৌশল জানে, তা জানো তো। ওরা পায়ের চিহ্ন ধরে অনুসরণ করে, বেমালুম উধাও হতে পারে, আবার গুঁড়িমেরে চলে, আরো কত কি করে।"

"বার্টি, এই তুচ্ছ কাজটা আমার জন্য তুমি করবে কি করবে না, তাই সাফ বলো। যদি না পার, সোজাসুজি তাই বলো, এবং আমাদের এই প্রহসনের এইখানে শেষ হোক, তোমার ভালবাসা যে একটা ভানমাত্র তা জেনে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

"কি মুশকিল! কি করে বোঝাই আমি তোমাকে কত ভালবাসি!"

"তা হলে বলো এই তুচ্ছ কাজটা—"

"আচ্ছা, আচ্ছা", আমি বললাম। "করবো! করবো! নিশ্চয়ই করবো!"

তারপর টলতে টলতে কোন রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। স্থির মস্তিষ্কে জিনিসটা আগাগোড়া একটু ভাবা দরকার। বেরুতেই একেবারে জীভ্‌সের সঙ্গে মুখোমুখি।

"মাপ করবেন, স্যর। আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।"

"কেন, ব্যাপার কি?"

"স্যর, আপনার ব্রাউন রঙের বেড়াবার জুতো জোড়ায় কে যেন কালো পালিশ মাখিয়ে রেখেছে। মনে হলো সংবাদটা আপনাকে দেওয়া প্রয়োজন।"

"কি, কি বললে! কে? কেন?"

"আমি কি করে জানবো, স্যর!"

"জুতোজোড়ার কোন গতি করা যেতে পারে না?"

"অসম্ভব, স্যর।"

"দুত্তোর!"

"আসি, স্যর।"

সেই দিন থেকে অনেক সময়েই আমি ভেবেছি, ভেবেছি আর আশ্চর্য হয়েছি, খুনেরা একটা খুন করে মাথা ঠিক রেখে কি করে আর একটা খুনের প্ল্যান করে। তুলনায় আমার কাজটা তো অতি নগণ্য। সারারাত্রি মাথার মধ্যে এই চিন্তাটা কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল এবং প্রহরে প্রহরে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। সকালবেলা বিছানা থেকে উঠলাম তলা-ফেসে-যাওয়া, ভাঙ্গা-মাস্তল একটা জাহাজের মতো চেহারা নিয়ে। কি বলবো চোখের কোলে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে, আয়নায় দেখলাম—একটুও বানিয়ে বলছি না, বিশ্বাস করুন! জীভ্‌সকে ডেকে বললাম জলদি তার সেই রাত-জাগার দাওয়াই এক গ্লাস নিয়ে আসতে।

প্রাতরাশের পর থেকে আমার অবস্থা হ'লো রেলওয়ে স্টেশনের ছিঁচকে চোরের মতো। কেবলই ঘুরে ঘুরে এসে দেখতে লাগলাম পার্সেলটা হল-ঘরের টেবিলে রাখা হয়েছে কিনা, এবং বার বার হতাশ হয়ে ফিরলাম। আঙ্কল উইলোবি খুঁটির মতো নিশ্চল হয়ে লাইব্রেরি ঘরে বসে আছেন, খুব সম্ভব তার শ্রেষ্ঠ কীর্তিতে তুলির শেষ টান দিচ্ছেন। যতই সমস্ত জিনিসটা আমি মনে মনে তোলপাড়া করতে লাগলাম, ততই নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগলাম। যদি ধরা পড়ে যাই তাহলে অবস্থাটা কি রকম হবে ভাবতেই আমার হাত-পা অবশ হয়ে যেতে লাগলো। আঙ্কল উইলোবি এমনিতে বেশ ভাল মানুষ, কিন্তু রেগে গেলে যে কি ভীষণ রাগতে পারেন তাও তো আমার অজানা নেই। এবং তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি দেখলে যে রাগটা ভয়ঙ্কর হবে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

তখনও চারটে বাজে নি। আঙ্কল উইলোবি পার্সেল বগলে লাইব্রেরি-ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলেন, এবং হল-ঘরে

টেবিলের উপর পার্সেলটি রেখে আবার যেমনি এসেছিলেন তেমনি আস্তে আস্তে চলে গেলেন। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দেওয়ালে ঝোলানো একটা সাঁজোয়ার আড়ালে আমি চট্ করে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। এখন এক লাফে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং পার্সেলটা তুলে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে উপরে আমার ঘরে চলে এলাম। জিনিসটা এখুনি সরিয়ে ফেলা দরকার। কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে, বুনো একটা ঘোড়ার মতো ছুটতে ছুটতে সবেগে ঘরে ঢুকতেই দেখি হতচ্ছাড়া এডুইন ছোঁড়াটা আমার ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ড্রয়ার খুলে আমার টাইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ছুত্তোর, বয়-স্কাউটের নিকুচি করেছে! আর একটু হলেই একেবারে ওর ঘাড়ের উপর পড়েছিলাম আর কি!

"হ্যালো", ও বললো।

"এখানে কি হচ্ছে?"

"কিছু না, আপনার ঘরটা একটু গুছিয়ে রাখছিলাম। আমার গত শনিবারের সৎকাজটা সেরে ফেললাম।"

"গত শনিবারের?"

"হ্যাঁ, আমি যে পাঁচদিন পিছিয়ে আছি। কাল রাত্রি পর্যন্ত ছ'দিন পিছনে ছিলাম, তাই আপনার জুতোজোড়া পালিশ করে ফেললাম।"

"তুমিই তবে—"

"হ্যাঁ, আমিই। আপনি দেখেছেন? হঠাৎ আমার মাথায় এসে গেল। আপনার ঘরে এসে এদিক ওদিক দেখছিলাম কিছু করা যায় কিনা। আপনি চলে যাবার পরে এই ঘরে মিঃ বার্কলে ছিলেন। তিনি আজ ভোরে চলে গেলেন। মনে করলাম দেখি তিনি কিছু ফেলে গেছেন কিনা যা আমি হয়তো তাঁকে পাঠিয়ে দিতে পারি।

অনেক সময় এইভাবে আমি অনেক পরোপকার করবার সুযোগ পেয়েছি।”

“তুমি একটি রত্ন!”

আমার বুঝতে দেরি হ’লো না যে এই হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটাকে যে-কোনও উপায়ে এই মুহূর্তে এই ঘর থেকে তাড়ানো দরকার। পার্সেলটা আমি পিছনে লুকিয়েছিলাম, এবং মনে হ’লোনা ও দেখেছে; কিন্তু, আর কেউ এসে পড়ার আগে, এখুনি ওটাকে ড্রয়ারের মধ্যে লুকিয়ে ফেলা দরকার।

বললাম, “ঘর সাজানো নিয়ে এত ব্যস্ত হবার দরকার দেখছি নে।”

“ঘর সাজাতে গুছোতে আমার যে কি ভাল লাগে। কোনও পরিশ্রম নেই—সত্যি, একটুও না।”

“কিন্তু বেশ তো সাজানো হয়েছে এখন।”

“এখনই কি হয়েছে? দেখুন না, কি রকম করি।”

অবস্থাটা ক্রমেই ভারি বিশ্রী হয়ে পড়ছিল। ছেলেটাকে খুন করবার আমার ইচ্ছে নেই, অথচ তা ছাড়া ওকে ঘর থেকে সরাবার আর কোন উপায়ও দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনের অ্যাক্সিলারেটরটার উপর ক’ষে চাপ দিলাম। মাথার মধ্যে দপদপ করে উঠল। একটা পথ যেন দেখতে পেলাম।

“এর চেয়ে ভাল একটা কাজ কিন্তু ছিল যা তুমি করতে পারতে,” আমি বললাম। “ওই যে সিগারের বাক্সটা ওখানে দেখতে পাচ্ছ? ওইটে নীচে স্মোকিং-রুমে নিয়ে যাও এবং সেখানে বসে বসে সিগারগুলোর গোড়া একটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে রাখ গে। এতে আমার খুব উপকার করা হবে, অনেক সময় বেঁচে যাবে। হ্যাঁ, লক্ষ্মীটি, তাই যাও।”

একটু দোয়ামনা করে শেষ পর্যন্ত ও উঠল। আমি তাড়াতাড়ি পার্সেলটা ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললাম, তারপর চাবি বন্ধ করে চাবিটা ট্রাউজারের পকেটে রাখলাম। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো। হতে পারে আমার মাথায় ঘিলু কিছু কম, তাই বলে বেজিমুখো একটা নিতান্ত অপোগণ্ডকে ঘায়েল করতে পারব না? তখুনি আবার নীচে নেমে গেলাম। স্মোকিং-রুমের সামনে আসতেই এড়ুইন এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। দেখে মনে হ'লো পরোপকার করবার জন্য সে আত্মহত্যাও ক'রতে পারে।

"আপনার সিগারগুলো কেটে দিচ্ছি, ও বললো।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল করে কাট।"

"বেশ খানিকটা কাটব, না সামান্য একটু ছেঁটে ফেলব শুধু?"

"মাঝামাঝি।"

"আচ্ছা, আমি তা হলে হাত চালিয়ে যাই।"

"তাই তো উচিত।"

যাক, ও বিদায় হ'লো। গোয়েন্দা, পুলিশের লোক ইত্যাদি—মানে যারা এসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল—এদের জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, লাশ লুকিয়ে ফেলার মতো শক্ত কাজ পৃথিবীতে আর নেই। ছোটবেলা একটা কবিতায় পড়েছিলাম, মনে পড়ে, ইউজিন্ অ্যারাম বলে এক বেচারী। একটা খুন করে শেষে লাশটা নিয়ে কি মুশকিলেই পড়েছিল। সেই কবিতাটার দুটো লাইন শুধু মনে পড়ে ঃ

কিন্তু বেশ মনে আছে হতভাগা কি অমূল্য সময়ই না নষ্ট করলো লাশটা লুকতে গিয়ে—একবার পুকুরে ডুবিয়ে রাখে, একবার মাটিতে গর্ত করে গোর দেয়, কি যে করবে কিছু ঠিক করতে পারে না, যেখানে লুকোয় সেখান থেকেই বেরিয়ে প'ড়ে হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। পার্সেলটা ড্রয়ারে রেখে আমার ঘণ্টা-

খানেক পরে খেয়াল হ'লো আমিও তো ঠিক সেই রকম বিপদের মধ্যে মাথা গলিয়েছি।

ফ্লোরেন্স তো সোজা বলে দিল পাণ্ডুলিপিটা পুড়িয়ে ফেলো; কিন্তু পুরো গরমের সময়—টেম্পারেচার যখন আশি ডিগ্রীর উপর—অন্যের বাড়িতে বসে এই রকম এক রাশ কাগজ অগ্নিসাৎ করা কি চাট্টিখানি কথা? শীতকাল নয় যে বলবো আমার শোবার-ঘরে আগুন চাই। আর, পুড়িয়ে না ফেললেই বা এই কাগজের স্তূপ সরাই কোথা? যুদ্ধক্ষেত্রে কাগজপত্র চিবিয়ে খেয়ে ফেলার একটা রেওয়াজ আছে, পাছে গোপনীয় খবরাখবর শত্রুপক্ষের হাতে পড়ে। কিন্তু আঙ্কল উইলোবির এই সুবৃহৎ স্মৃতিভাণ্ডার গলাধঃকরণ করতে আমার পুরো একটি বছর লাগবে।

বলতে একটুও লজ্জাবোধ করছি নে, মাথায় আমার কোনও বুদ্ধিই এলো না। কিছু না করাই দেখলাম একমাত্র জিনিস যা করা যায়—অর্থাৎ আপাতত পার্সেলটা ড্রয়ারের মধ্যেই রইল এবং একটা-কিছু হয়ে যাবেই—এবং সেটা ভালই হবে—এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

আপনাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কি রকম জানি নে; আমি তো দেখলাম অপরাধের বোঝা ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ানোর মতো দারুণ অস্বস্তিকর আর কিছু নেই। বিকেলের দিকে এমন হ'লো, ড্রয়ারটার দিকে আর তাকাতে পারি নে—চোখ পড়লেই মনটা দমে যায়। অকারণ, বা সামান্য কারণে, চমকে উঠি, ঘাবড়ে গিয়ে যা-তা করে বসি। কি হাল আমার হয়েছিল এইতেই বুঝতে পারবেন: চুপচাপ একলা স্মোকিং-রুমে বসে আছি। কখন আঙ্কল উইলোবি নিঃশব্দে এসে ঢুকেছেন টের পাই নি। হঠাৎ যখন তিনি কথা বলে উঠলেন তখন বসে বসে যা একখানা হাইজাম্প দিয়েছিলাম তা রেকর্ড হবার উপযুক্ত, কিন্তু, দুঃখের কথা বলবো কি, একটা সাক্ষীও সামনে উপস্থিত ছিল না।

আমার মনে শুধু এক চিন্তা—কখন আঙ্কল উইলোবির দৃষ্টি এদিকে পড়বে। আমি ভেবেছিলাম শনিবার সকালের আগে তাঁর মনে কোনও সন্দেহ হবে না, কারণ তার পূর্বে পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তি-সংবাদ দিয়ে প্রকাশকদের চিঠি এসে পৌঁছবে আশা করা যায় না। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যার সময় আমি লাইব্রেরি-ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, উনি বেরিয়ে এসে আমাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন। মুখেচোখে একটা দারুণ উদ্বিগ্ন ভাব।

আমার আঙ্কল সব সময় বিশুদ্ধ, পরিপাটি ভাষায় কথা বলেন। এখনও তার ব্যতিক্রম হ'লো না। গম্ভীর স্বরে বললেন, "বার্টি, অত্যন্ত চিত্তবিক্ষেপকারী, গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গতকল্য অপরাহ্ণে আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পুস্তক-প্রকাশক মেসার্স রিগ্স এণ্ড ব্যালিঞ্জারের নিকট পাঠিয়েছিলাম, তা তুমি অবগত আছ। পার্সেলটি অদ্য প্রাতেই তাঁদের নিকট পৌঁছনো উচিত ছিল। কেন বলতে পারি নে মনটা উচাটন হ'লো। অবশ্য পার্সেলটির নিরাপত্তা সম্বন্ধে বরাবরই আমার মনে একটা উদ্বেগ ছিল, এবং কয়েক মিনিট পূর্বে মেসার্স রিগ্স এণ্ড ব্যালিঞ্জার কোম্পানিকে টেলিফোন করেছিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁরা আমাকে বললেন আমার পাণ্ডুলিপি এখনও তাঁদের নিকট পৌঁছয় নি।"

"আশ্চর্য!"

"আমার পরিষ্কার মনে আছে আমি নিজের হাতে পার্সেলটি যথাসময়ে হল-ঘরের টেবিলের উপর রেখেছিলাম। কি করে কি হয়ে গেল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওক্‌শটের সঙ্গে আলাপ করেছি—ও-ই সব চিঠিপত্র পোস্ট আপিসে নিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু পার্সেলটি দেখেছে বলে তার স্মরণ হয় না। বস্তুতঃ সে বলে চিঠিপত্রের সঙ্গে হল-ঘরে সে কোনও পার্সেল দেখে নি।"

"ভারী মজার কথা তো!"

"বার্টি, শুনবে আমি কি সন্দেহ করি?"

"কি?"

"হয়তো তোমার নিকট ইহা অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোনও ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই নে। আমার বিশ্বাস পার্সেলটি অপহৃত হয়েছে।"

"কি যে বলেন! এ-ও কি সম্ভব!"

"ব্যস্ত হয়ো না! আগে সব শোনো। এই বিষয় তোমাকে, বা অন্য কাকেও এ পর্যন্ত কোনও কথা বলি নি, কিন্তু ব্যাপারটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই বাড়ি থেকে বেশ কিছু জিনিস অদৃশ্য হয়েছে, এবং তার মধ্যে মূল্যবান দ্রব্যও আছে। সুতরাং অপরিহার্য সিদ্ধান্ত এই যে আমাদের মধ্যে এমন কেহ আছে চুরি করা যার বাতিক। এইরূপ বাতিকগ্রস্ত লোকদের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ, যে তারা অপহৃত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। কোনটা মূল্যবান, কোনটা নগণ্য, তা দেখে না। একটা পুরনো কোট এবং একটা হীরের আংটি সমান আগ্রহের সহিত গ্রহণ ক'রবে। আমার এই পাণ্ডুলিপিখানি যে অন্য কারও কোন কাজে লাগবে না, এইতেই আমার মনে এই সন্দেহ দৃঢ় হচ্ছে যে—"

"কিন্তু, আঙ্কল, একটা কথা। ঐ যে-সব জিনিস চুরি গেছে সে আমি ধরে ফেলেছি। সে আর কেহ নয়, আমার ভ্যালেট মেডোজ। আমার রেশমী মোজা সরাচ্ছে এমন সময়ে, শোভন আল্লা, একদম হাতেনাতে ধরে ফেলেছি!"

আঙ্কল উইলোবি ভয়ঙ্কর বিচলিত হলেন।

"কি বলছো তুমি, বার্টি ! এখুনি ব্যাটাকে ডেকে পাঠাও এবং জিজ্ঞাসাবাদ কর।"

"কিন্তু সে তো এখানে নেই। মানে, যে মুহূর্তে ধরে ফেললাম যে, সে একটা নীচ মোজা-চোর, তখুনি তাকে বিদায় করলাম। তাই তো লণ্ডনে গিয়েছিলাম—একটা নতুন লোক আনতে।"

"তা হলে, মেডোজ যদি চলে গিয়ে থাকে, তবে তো সে আর আমার পাণ্ডুলিপি চুরি করতে পারে না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন দুর্বোধ্য হ'য়ে পড়ছে।"

আমরা উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হলাম, আগাগোড়া ব্যাপারটা মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলাম। আঙ্কল উইলোবি অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কোনও সিদ্ধান্তেই যেন আসতে পারছেন না ; আর আমি ব'সে ব'সে একটা সিগ্রেট টানতে লাগলাম। কি একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম, একটা লোক একটা খুন ক'রে লাশটা খাবার-ঘরের টেবিলের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল, এবং তারপর ডিনার-পার্টিতে ব'সে সারাক্ষণ সকলের সঙ্গে রঙ্গরস করে কাটাতে হয়েছিল। আমার অবস্থা হয়েছিল সেই নরঘাতকের মতো। আমার অপরাধী-মন এমনভাবে আমার উপর চেপে বসলো যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে, আর সহ্য করতে না পেরে, আর একটা সিগ্রেট ধরিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করতে বাগানের দিকে চললাম।

গ্রীষ্মকালে কখনও কখনও একটি নিবিড় স্তব্ধ সন্ধ্যা নেমে আসে, আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন। সেই নিঃশব্দতা এমন যে এক মাইল দূরে একটা শামুকের গলা-খাঁকারির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। সেদিনের সন্ধ্যাটি এইরূপ চুপে চুপে পা ফেলে এগিয়ে আসছিল। সূয্যিঠাকুর ওদিকে পাহাড়ের পেছনে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিলেন, আর নির্বোধ মশকদলের কলগুঞ্জনে চারিদিক মুখরিত

হ'য়ে উঠছিল। মোটের উপর একটা উচ্চ কাব্যগন্ধী পরিবেশ—পাতায় পাতায় শিশিরপাতের টপ্‌টপ শব্দ, থেকে থেকে কুলায়-প্রত্যাগত পক্ষীমাতার ঝট্‌পট্‌ পক্ষধ্বনি ইত্যাদি। এই শান্ত-বিশ্ব-স্তব্ধ-চরাচর পরিমণ্ডলের মধ্যে ধীরে ধীরে আমার স্নায়ুমণ্ডলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছিল, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমারই কথা বলছে।

"বার্টির সম্বন্ধে একটা কথা—"

বিশ্রী গলার স্বরটা হতচ্ছাড়া এড়ুইনের! আওয়াজটা কোন দিক থেকে আসছে প্রথমে ধরতে পারি নি; একটু পরেই বুঝলাম শব্দটা লাইব্রেরি-ঘর থেকে :আসছে। দেখলাম ঘুরতে ঘুরতে আমি লাইব্রেরি-ঘরের খোলা জানালাটার কাছাকাছি এসে পড়েছি।

নাটক-নভেলের নায়কেরা আমার কাছে একটা প্রহেলিকা। আমি সেই সব ধুরন্ধরদের কথা বলছি যারা নিমেষের মধ্যে এমন সতেরটা জিনিস ক'রে ফেলতে পারে যা করতে অন্তত দশ মিনিট সময় লাগা উচিত। কিন্তু এই সঙ্কটকালে, আমিও নেহাত কম করলাম না—সিগ্রেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, বিড়বিড় করে খানিকটা বকলাম, এক লাফে দশ গজ দূরে লাইব্রেরি-ঘরের জানালার কাছে ঝোপটার মধ্যে ঢুকে পড়লাম এবং কান দুটো খাড়া করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; এবং এই সব করতে, প্রকৃতপক্ষে, আমার এক মুহূর্তের বেশি লাগল না। মনে আমার আর তিলমাত্র সন্দেহ রইল না যে এইবার কোনও রকম কেলেঙ্কারিরই আর কিছু বাকী থাকবে না।

"বার্টির সম্বন্ধে?" আঙ্কলের গলা শুনলাম।

"হ্যাঁ, বার্টি আর আপনার সেই পার্সেল। তার সঙ্গে আপনাকে

এইমাত্র কথা বলতে শুনলাম। আমার বিশ্বাস তাঁর কাছেই আপনার পার্সেলটি আছে।"

একটুও বাড়িয়ে বলছি নে। যে মুহূর্তে এই সর্বনেশে কথাগুলো আমার কানে গেল, ঠিক সেই মুহূর্তে রীতিমত মোটাসোটা একটা গুবরে পোকা ঝোপটার উপর থেকে ঝপ্ করে আমার ঘাড়ের উপর পড়লো, আর আমি একটু নড়তে পারছি নে যে বৃদ্ধা ও তর্জনী সংযোগে টিপে ওর ভবলীলা সাঙ্গ করবো। বুঝতেই পারছেন আমার তখনকার মনের অবস্থা। মনে হচ্ছিল সংসারসুদ্ধ সবাই আমার বিরুদ্ধে।

"আরে, এ ছোঁড়া বলে কি? এই একটু আগে এই নিয়ে বার্টির সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, সে তো দেখলাম আমারই মতো বিপন্ন বোধ করলো।"

"আচ্ছা, শুনুন, কাল বিকেলে আমি তাঁর ঘরটা গুছিয়ে দিচ্ছিলাম, তাঁরই ভালর জন্য, এমন সময় একটা পার্সেল হাতে করে তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। আমাকে দেখাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না, হাতটা পিছনে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমি জিনিসটা দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর তিনি আমাকে স্মোকিং-রুমে গিয়ে তার জন্য কতগুলো সিগারের গোড়া কেটে ঠিক করে রাখতে বললেন, এবং দু'মিনিট পরেই নীচে নেমে এলেন—দেখলাম তাঁর হাত খালি। সুতরাং পার্সেলটা নিশ্চয়ই তাঁর ঘরে আছে।"

শুনেছি এই সব ডেঁপো বয়-স্কাউট ছোকরাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি বাড়ানোর জন্য নাকি দস্তুরমত প্ল্যান করে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার মতে, এর চেয়ে সাংঘাতিক অবিবেচনার কাজ আর নেই। দেখতেই পাচ্ছেন এর বিপজ্জনক পরিণাম।

"তোমার কথা বিশ্বাস হয় না", আঙ্কল উইলোবি বললেন। শুনে সামান্য একটু ভরসা হ'লো আমার মনে।

"আচ্ছা, আমি গিয়ে দেখে আসব?" ডেঁপো এডুইনটা বললো। "নিশ্চয় বলছি পার্সেলটা ঠিক ওই ঘরেই আছে।" নচ্ছার ছোঁড়াটার রকম দেখে আমার গা জ্বলে গেল।

"কিন্তু বার্টির কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? এ যে একেবারে অর্থহীন, অদ্ভুত চুরি!"

"হয়তো, হয়তো উনি—আপনি যা একটু আগে বলছিলেন তাই।"

"মানে, চৌর্যোন্মাদগ্রস্ত? অসম্ভব!"

"এ-ও তো হতে পারে যে বার্টিই গোড়া থেকে এই সব জিনিসপত্র সরাচ্ছিলেন", পাজী উজবুকটা সোৎসাহে বললো। "হয়তো উনি র‍্যাফ্‌ল্‌সের মতো।"

"র‍্যাফ্‌ল্‌স কে?"

"একটা বইয়ে পড়েছিলাম তার কথা—জিনিসপত্র এদিক-ওদিক করা তার একটা স্বভাব ছিল।"

"আমার বিশ্বাস হয় না বার্টির এই রকম আঙ্গুল চুল্‌বুলনির ব্যাধি আছে।"

"কিন্তু পার্সেলটি যে তাঁর কাছে আছে, এ আমি নিশ্চিত বলতে পারি। আচ্ছা, একটা কাজ তো করতে পারেন। বার্টির ঘরেই তো মিঃ বার্কলে ছিলেন। ধরুন মিঃ বার্কলে কিছু-একটা ফেলে গেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম এসেছে এই বলে। তা হলে এই অজুহাতে আপনি বার্টির ঘরটা একবার খুঁজে দেখতে পারেন।

"তা অবশ্য সম্ভব। দেখি—"

আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ালাম না। আর আমার শোনার কিছু নেই। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে পড়ছে। পা টিপে টিপে ঝোপ থেকে বেরিয়ে সামনের দরজার দিকে ছুটলাম। কয়েক লাফে সিঁড়িটা টপকে আমার ঘরে ঢুকে সোজা ড্রয়ারটার সামনে এসে থামলাম

—যে ড্রয়ারটার মধ্যে সর্বনেশে পার্সেলটা রেখেছিলাম। তখন হঠাৎ সভয়ে আবিষ্কার করলাম পকেটে চাবিটা নেই। কি সর্বনাশ! কোথায় ফেললাম চাবিটা? মাথা ঘেমে জবজবে হয়ে গেল তবু কি ছাই মনে আসে। আর এদিকে মূল্যবান সময় চলে যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ মাথা খোঁড়াখুঁড়ির পর মনে পড়লো গতরাত্রে যে ট্রাউজার পরেছিলাম তার পকেটে চাবিটা রেখেছিলাম এবং খুব সম্ভব সেখানেই এখনও আছে—মনের ভুলে আর বের করে নেওয়া হয় নি।

খোঁজ! খোঁজ! কোথায় সেই পরিত্যক্ত ট্রাউজার? ঘরের সমস্ত জিনিস উলটেপালটে তছনছ করে ফেললাম, কিন্তু কোথাও তার চিহ্নও দেখলাম না। শেষে মনে পড়লো জীভ্‌স নিশ্চয়ই সেটাকে ব্রুশ করবার জন্য নিয়ে গেছে। তখুনি ঘন্টি বাজালাম। আমিও ঘন্টি বাজিয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে দরজার বাহিরে পায়ের শব্দ শুনলাম, এবং আঙ্কল উইলোবি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

কিছুমাত্র ভূমিকা না করে তিনি বললেন, "এই, বার্টি, এইমাত্র বার্কলের এক টেলিগ্রাম পেলাম—এই ঘরে সে ছিল তুমি যখন লণ্ডন গিয়েছিলে দু'দিনের জন্য। তার সিগ্রেট-কেসটা নাকি ভুলে এখানে ফেলে গেছে, এবং সেইটে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করেছে। নীচে তো কোথাও দেখলাম না; তাই ভাবলাম হয়তো এই ঘরেই কোথাও আছে। একবার চোখ বুলিয়ে দেখা যাক, কি বলো?"

এর চেয়ে জঘন্য দৃশ্য কি আপনারা কল্পনা করতে পারেন? পক্ককেশ এক বৃদ্ধ—পরকালের চিন্তাই যার একমাত্র কর্তব্য—সোজা দাঁড়িয়ে অভিনয় করে যাচ্ছে, মিথ্যেগুলো বলতে গলা একটু কাঁপল না!

"এ ঘরে কোথাও সিগ্রেট-কেস দেখি নি তো, আমি বললাম।"

"তবু একবার খুঁজে দেখতে দোষ কি? আমাদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি হওয়া ঠিক নয়।"

"এ ঘরে কোথাও থাকলে নিশ্চয়ই আমার চোখে পড়তো—নয় কি ?"

"হয়তো তুমি খেয়াল কর নি। খুব সম্ভব কোনও ড্রয়ারের ফাঁকে-টাকে পড়ে আছে।"

তিনি এদিক ওদিক শুঁকে বেড়াতে আরম্ভ করলেন। একটার পর একটা ড্রয়ার টেনে বের করলেন। একটা ব্লাডহাউণ্ডের মতো ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, এবং থেকে থেকে বার্কলে এবং তার সিগ্রেট-কেস সম্বন্ধে বিড়বিড় করে বকতে লাগলেন। সব জড়িয়ে একটা বীভৎস কাণ্ডের সৃষ্টি হ'লো। আর আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম—মুহূর্তে মুহূর্তে টের পাচ্ছিলাম আমার শরীরটা একটু একটু করে হালকা হয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে তিনি সেই ড্রয়ারটার কাছে এলেন—সেই ড্রয়ারটা যার মধ্যে পার্সেলটা রেখেছিলাম।

হাতলটা খটখট করে বললেন, "এটা দেখছি তালাবন্ধ।"

"হ্যাঁ ; খালি খালি হাঙ্গামা করার কোনও প্রয়োজন দেখি নে। হ্যাঁ, সত্যই, মানে, সত্যই যখন তালাবন্ধ রয়েছে।"

"তোমার কাছে এর চাবি নেই ?"

অতি ঠাণ্ডা, মোলায়েম একটা গলার স্বর ভেসে এলো আমার পিছন থেকে।

"স্যর, আমার মনে হয় এই চাবিটাই আপনারা খুঁজছেন। এইটে আপনার কালকের সন্ধ্যের ট্রাউজারের পকেটে ছিল।"

বলা বাহুল্য, গলাটা জীভ্‌সের। আমার সান্ধ্য-পোশাক হাতে করে নিঃশব্দে কখন ঢুকেছে, এবং এখন চাবিটি হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে—ভাবলেশহীন, নির্বিকার। সেই মুহূর্তে আমি লোকটাকে খুন করতে পারতাম।

"ধন্যবাদ," আমার আঙ্কল বললেন।

"কিছু না, কিছু না, স্যর।"

মুহূর্তের মধ্যে আঙ্কল উইলোবি ড্রয়ারটা খুলে ফেললেন। আমি চোখ বুজলাম।

"নাঃ", আঙ্কল উইলোবি বললেন, "না, এখানে কিছু নেই। ড্রয়ার একদম শূন্য। বার্টি, তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে খানিকটা জ্বালাতন করলাম; কিছু মনে করো না। মনে হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত বার্কলে তার সিগ্রেট-কেস সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে।"

আঙ্কল উইলোবি ঘর থেকে যেতেই আমি আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করলাম। তারপর জীভ্‌সের দিকে ফিরে তাকালাম। লোকটা আমার সন্ধ্যায় পরবার পোশাক-আশাক একটা চেয়ারের উপর সাজিয়ে রাখছিল।

"এই—জীভ্‌স!"

"স্যর?"

"না, কিছু না।"

কি ভাবে যে আরম্ভ করবো ঠিক করতে পারছিলাম না।

"এই—জীভ্‌স!"

"স্যর?"

"তুমি কি—ড্রয়ারটার মধ্যে কি কিছু—মানে দৈবক্রমে ওর মধ্যে কি—"

"পার্সেলটা আজ সকালে আমি সরিয়ে রেখেছিলাম, স্যর।"

"ওঃ—আঃ—কেন?"

"আমার তাই ভাল মনে হ'লো, স্যর।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ভাবলাম।

"অবশ্য, সমস্ত ব্যাপারটাই তোমার কাছে একটু অদ্ভুত ঠেকছে, নয় কি, জীভ্‌স?"

"একটুও না, স্যর। সেদিন বিকেলে দৈবক্রমে আপনার এবং লেডি ফ্লোরেন্সের কথাবার্তা আমি শুনে ফেলেছিলাম, স্যর।"

"সত্যি? হায় ভগবান!"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"যাক গে। কিন্তু এখন আমি ভাবছি, জীভ্‌স, আমরা ফিরে লণ্ডন না পৌঁছান পর্যন্ত যদি তুমি এই পার্সেলটার উপর চেপে বসে থাকতে পার—"

"নিশ্চয়, স্যর।"

"তা হলে আমরা—এই কথার কথা বলছি—ওটাকে সুযোগমত কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি—কি বলো?"

"স্বচ্ছন্দে স্যর।"

"তা হলে তোমার হাতেই সব ছেড়ে দিচ্ছ।"

"নিশ্চিন্তে, স্যর।"

"জানো, জীভ্‌স, তোমার জুড়ি মেলা শক্ত।"

"আমার কর্তব্য করার চেষ্টা করি, স্যর।"

"লক্ষের মধ্যে তোমার জুড়ি মেলে না, খোদার কসম!"

"আপনি বড় বাড়িয়ে বলেন, স্যর।"

"আচ্ছা, এখন যেতে পার।"

"ধন্যবাদ, স্যর।"

ফ্লোরেন্স সোমবার ফিরে এলো। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হ'লো সেই হল-ঘরে যখন সবাই একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছি। সুতরাং ভিড় একটু পাতলা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কথা বলার সুযোগ হ'লো না।

ওর প্রথম প্রশ্ন হ'লো, "তারপর, বার্টি?"

"সব ঠিক আছে", আমি বললাম।

"পাণ্ডুলিপিটা নষ্ট করেছ?"

"ঠিক ঠিক নষ্ট এখনও হয়নি, কিন্তু—"

"কি বলছো তুমি ?"

"মানে, এখনও একেবারে—"

"বার্টি, মনে হচ্ছে আমার কাছ থেকে তুমি কিছু লুকোচ্ছ !"

"কিচ্ছু ভেব না, সব ঠিক আছে। ব্যাপারটা হয়েছে এই—"

অবস্থাটা সব গুছিয়ে বলতে যাচ্ছি ঠিক এমন সময় লাইব্রেরি-ঘর থেকে লাফাতে লাফাতে আঙ্কল উইলোবি বেরিয়ে এলেন, যেন বছর দুয়েকের এক বাচ্চা। বুড়ো যেন নবজীবন পেয়েছে।

"বার্টি, অদ্ভুত এক কাণ্ড হয়েছে ! এইমাত্র টেলিফোনে মিঃ রিগ্‌সের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ; তিনি বললেন আমার পাণ্ডুলিপিটা আজ সকালে প্রথম ডাকে পেয়েছেন। আমি তো ভেবে পাইনে কি জন্য এত দেরি হ'লো। দেখছি গ্রামাঞ্চলে আমাদের ডাকবিভাগের ব্যবস্থাগুলোর এখনও যথেষ্ট উন্নতির প্রয়োজন। উপরওয়ালাদের কাছে এই নিয়ে একটা চিঠি লিখতে হবে। দামী পার্সেল-টার্সেল নিয়ে এইরকম অকারণ ঝামেলা—এ কি সহ্য হয় ?

আমি ফ্লোরেন্সের অনিন্দ্য প্রোফাইলের দিকে তাকিয়েছিলাম। আঙ্কল উইলোবির কথা শেষ হতে না হতেই সে ঘুরে দাঁড়ালো এবং আমার দিকে মর্মভেদী একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো—সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ বর্শাফলকের মতো আমার অন্তস্তল ভেদ করে বেরিয়ে গেল। আঙ্কল উইলোবি হেলে দুলে লাইব্রেরি ঘরে ফিরে গেলেন, এবং পেছনে রেখে গেলেন দম-বন্ধ-করা একটা থমথমে আবহাওয়া। অসহ্য সে নিস্তব্ধতা আমিই ভাঙলাম। বললাম, "কিছু বুঝতে পারছিনে ! সত্যি বলছি, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে !"

"আমি পারছি। আমি বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বার্টি।

শেষ পর্যন্ত তোমার সাহসে কুললো না। তোমার আঙ্কলকে চটাতে ভয় পেয়ে গেলে, তার চেয়ে বরং—"

"না, না! একশ'বার না!"

"তোমার কাছে আমার চেয়ে তোমার আঙ্কলের টাকার মূল্য বেশি—আমাকে বরং হারাতে রাজি আছ, কিন্তু টাকাটা হারাতে চাও না। হয়তো তুমি ভাবতে পার নি আমি যা বলেছিলাম সত্যই তাই করবো। আমি প্রত্যেকটি কথা ভেবেচিন্তে বলেছিলাম। আমাদের এন্‌গেজমেন্টের এইখানেই শেষ।"

"কিন্তু—একটা কথা!"

"না, আর একটি কথাও নয়!"

"কিন্তু ফ্লোরেন্স, বোকা মেয়ে!"

"আমি আর কিছু শুনতে চাই নে। এখন বুঝতে পারছি তোমার আণ্ট আগাথা ঠিকই বলেছিলেন। আমার মনে হয় আমি ভাগ্যক্রমে বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। এক সময়ে মনে করতাম ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে হয়তো তোমাকে মানুষ করা যেতে পারে। এখন দেখছি সে দুরাশামাত্র!"

এই বলে সে একটা উল্কার মতো বেরিয়ে চলে গেল, আর আমি ভাঙা টুকরোগুলো একটি একটি করে খুঁটে জড় করতে লাগলাম। ভাঙা টুকরার ছোটখাট একটি স্তূপ যখন হ'লো, আমি আমার ঘরে এসে জীভ্‌সকে স্মরণ করলাম। ঘণ্টি বাজাতেই সে এসে হাজির হ'লো—যথারীতি নির্বিকার চেহারা, কিছুই যেন হয় নি এবং কোনও দিন কিছু হতে পারে এমন সম্ভাবনাও নেই।

"জীভ্‌স!" আমি হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম।

"জীভ্‌স, সেই পার্শেলটা লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছেছে!"

"হ্যাঁ, স্যর?"

"ওটা কি তুমিই পাঠিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ, স্যর। আমি তাই ভাল মনে করলাম, স্যর। স্যর উইলোবির জীবনস্মৃতিতে নিজেদের উল্লেখ দেখে লোকে চটে যাবে, আপনাদের দু'জনের—আপনার এবং লেডি ফ্লোরেন্সের—এই আশঙ্কা, আমার মনে হয়, ঠিক নয়। অন্ততঃ এ কথা আমি বলবোই যে আপনারা অতিরিক্ত ভয় পেয়েছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমি দেখেছি, স্যর, সাধারণতঃ, নর্ম্যাল লোক, কি পুরুষ কি মেয়ে, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখলে খুশীই হয়, তা তাদের সম্বন্ধে যা-ই বলা হোক না কেন। স্যর, আমার এক আণ্ট আছেন। বছর কয়েক আগে একবার তাঁর গা-হাত-পা ফুলে প'ড়েছিল। ওয়াকিন্‌শ-এর মলম ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পান, এবং নিজের থেকে তাদের এক প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দেন। মলম ব্যবহারের পূর্বের তাঁর সেই বীভৎস অধমাঙ্গের বর্ণনা দিয়ে তাঁর ফোটোগ্রাফ যখন খবরের কাগজে বেরুল তখন তিনি যে কি খুশী হয়েছিলেন তা বলা যায় না। শুধু খুশী নয়, তিনি যেন সাধারণের থেকে কয়েক ধাপ উঁচুতে উঠে গেছেন এই রকম একটা ভাব তাঁর চলাফেরায় দেখা দিল। সেই থেকে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে পাবলিসিটির লোভ আমাদের সকলেরই প্রায় আছে—ছাপার হরফে নিজেকে দেখলে আমরা খুশীই হই, এবং সেটা নিন্দাস্তুতি-নির্বিশেষে। তা ছাড়া, আর একটা কথা। আপনি যদি মনস্তত্ত্ব নিয়ে কখনও নাড়াচাড়া করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই একট জিনিষ লক্ষ্য করেছেন: স্যর, যৌবনে যে তাঁরা কি রকম উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন এইটে প্রচারিত হলে বুড়োরা মোটেই অখুশী হন না। আমার এক আঙ্কল আছেন—"

তার আণ্ট এবং আঙ্কলদের ইতিহাস শোনার মত মনের অবস্থা তখন আমার নয়। ধমক দিয়ে অর্ধপথে ওকে থামিয়ে দিলাম ; বললাম, জানো, ফ্লোরেন্স এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ভেঙে দিয়েছে ?"

"সত্যি, স্যর ?"

আশ্চর্য ! একটু সহানুভূতি নেই ! এই রকম মর্মান্তিক একটা খবর শুনে একটু ভাবান্তর হ'লো না ! গলার স্বর অনুকম্পায় একটু কেঁপে উঠল না !

"তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড় !"

"আচ্ছা, স্যর।"

তারপর আস্তে আস্তে একটু কেশে নিয়ে বললো, "স্যর, এখন, আমাদের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ যখন শেষ হ'লো, শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না ক'রে, মন খুলে গোটাকয়েক কথা বোধহয় বলতে পারি। আমার ধারণা আপনার সঙ্গে লেডি ফ্লোরেন্সের মোটেই খাপ খেত না। লেডি ফ্লোরেন্স ভীষণ একরোখা এবং খামখেয়ালী। আপনার স্বভাব ঠিক তার উলটো। আমি প্রায় এক বছর লর্ড অরপ্লেস্ডনের ওখানে ছিলাম, এবং লেডি ফ্লোরেন্সের প্রকৃতি বেশ ভাল করে জানবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি। চাকর-বাকররা মোটেই ওঁকে পছন্দ করতো না। ওঁর "বদমেজাজের জন্য প্রচুর সমালোচনা হতো আমাদের মধ্যে। এক এক সময় দস্তুর মত অসহ্য হয়ে পড়তো ওঁর মেজাজ। এই বিয়েতে আপনি সুখী হতেন না, স্যর !"

"যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে !"

"স্যর, আমার আরও মনে হয় ওঁর শিক্ষাপ্রণালীগুলো আপনাকে বেশ একটু উৎপীড়িত করতো। উনি আপনাকে যে বইটা দিয়েছেন সেইটের উপর আমি একটু চোখ বুলিয়ে দেখেছি—বইটা তো এখানে আসা অবধি আপনার টেবিলের উপর প'ড়ে আছে—আমার মনে হয় এই বই আপনার জন্য নয়। আপনার একটুও ভাল লাগত না এই সব পড়তে। তারপর ওঁর মেইডের কাছে শুনলাম উনি শীগগিরই আপনাকে নীট্‌শে : পড়াতে সুরু করবেন ঠিক করেছেন। নীট্‌শে আপনার

একেবারে নীরস বোধ হবে। ও ভদ্রলোকের প্রকৃতিটাই অসুস্থ।"

"বেরোও! বেরোও এখান থেকে!"

"আচ্ছা, নমস্কার, স্যর।"

কোনও অঘটনের পর একটা ঘুম দিতে পারলে অনেক সময়ই দেখেছি জিনিসটার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। ভারী অদ্ভুত, কিন্তু একেবারে পরীক্ষিত সত্য। কেমন করে হ'লো জানি না, কিন্তু পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম গতকাল আমার পৈতৃক হৃদয়টা যে রকম ভেঙ্গে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিল এখন আর সে রকম ভাঙা মনে হচ্ছে না। দিনটা ছিল চমৎকার; এবং জানালার ফাঁক দিয়ে সোনালী রোদ এমন ভাবে এসে ঘরের মধ্যে পড়েছিল এবং আইভিকুঞ্জে পাখিরা এমন কলরব তুলেছিল যে আমি একটু অবাক হয়েই ভাবতে লাগলাম জীভ্স বোধহয় ঠিকই বলেছিল। ফ্লোরেন্সের প্রোফাইল নিঃসন্দেহে চমৎকার, কিন্তু সব দিক বিচার করে এ কি বলা যায় যে একমাত্র ওই প্রোফাইলের মোহে ওর কাছে আত্মোৎসর্গ করা যায়? হঠাৎ এই রকম মনে হওয়া বিচিত্র নয়, স্বীকার করি, কিন্তু ওর স্বভাব সম্বন্ধে জীভ্স যা বললো তা কি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে? ধীরে ধীরে আমি উপলব্ধি করতে লাগলাম যে স্ত্রী সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে আদর্শ আছে তা' সম্পূর্ণ অন্যরূপ—আমার স্ত্রী সর্বদা পায়ে পায়ে ঘুরবে, কখনও মুখ উঁচু করে কথা কইবে না, বলার কিছু না থাকলেও বকবক করবে, ইত্যাদি।

ভাবতে ভাবতে এই পর্যন্ত এসেছি এমন সময় "**বিভিন্ন নৈতিক মতবাদের**" উপর আমার চোখ পড়লো। বইটা খুললাম, এবং, বিশ্বাস করুন, খুলতেই ভিষণ হোঁচট খেলাম:

গ্রীক দর্শনশাস্ত্রের পরস্পরবিরোধী দুইটি সংজ্ঞার মধ্যে কেবল একটিই নিরপেক্ষভাবে সত্য, এবং সেই অ-পরনির্ভর সংজ্ঞাটি হইতেছে চিদ্‌বুদ্ধি। এই চিদ্‌বুদ্ধি ইহার বিপরীতধর্মী এই দৃশ্যজগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের রূপান্বিত করে। কিন্তু এই বাহ্যজগত অসৎ, অনিত্য, মায়ামাত্র—প্রতিমুহূর্তে ইহার রূপ পরিবর্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ মরুভূমি যেন মরীচিকার আস্পদ, তদ্রূপ ইহার অন্তঃপ্রবিষ্ট চিদ্‌সত্ত্বাই ইহাকে অনস্তিত্ব হইতে ক্ষণে ক্ষণে পুনরুদ্ধার করিতেছে।

অ্যাঁ? এরপর নীট্‌শে! সে তো শুনেছি এর চেয়েও বিতিকিচ্ছি!

সকালবেলার চা নিয়ে জীভ্‌স আমার ঘরে ঢুকতেই বলমাম, "জীভ্‌স, আমি জিনিসটা ভেবেচিন্তে দেখছিলাম। তুমি আবার বাহাল হলে।"

"ধন্যবাদ, স্যর।"

সোৎসাহে চায়ে চুমুক দিলাম। লোকটার বিচারবুদ্ধির উপর একটানা গভীর শ্রদ্ধায় একটু একটু করে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়লো।

"শোনো, জীভ্‌স," আমি বললাম, "সেই চেক স্যুটটা—"

"হ্যাঁ, স্যর?"

"ওটা কি সত্যিই অচল?"

"আমার মতে, স্যর, বড় বেশী চোখে লাগে।"

"কিন্তু অনেকে আমার দরজীর খোঁজ করেছে।"

"নিশ্চয়ই তার খপ্পরে না পড়ে যায় এই উদ্দেশ্যে, স্যর।"

"লোকে বলে সে লণ্ডনের মধ্যে একজন সেরা লোক।"

"তার নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোনও নালিশ নেই, স্যর।"

একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। বুঝতে পাচ্ছি লোকটার হাতের মুঠোর মধ্যে চলে যাচ্ছি, এবং যদি রাশ টেনে না ধরি তা হলে আমার অবস্থাও বেচারা অব্রে ফদারগিলের মতো হবে—নিজের মনকেও

নিজের বলতে পাব না। এদিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই রকম বুদ্ধি দুর্লভ, এবং ওর উপর যদি আমার চিন্তার বোঝাটা চাপানো যায় তবে স্বস্তিতে ও আরামে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আমি মন স্থির করে ফেললাম।

"আচ্ছা, জীভ্‌স, তাই হোক! ওটা দান করে ফেল!"

খেয়ালী সন্তানের দিকে স্নেহশীল পিতা যে ভাবে তাকায় সেই ভাবে ও একবার আমার দিকে তাকালো, কিন্তু মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই অভ্যস্ত স্বরে বললো:

"ধন্যবাদ, স্যর। কাল রাত্রে জিনিসটা মালীর লোকটাকে দিয়ে দিয়েছি। আর একটু চা দেব, স্যর?"

৷৷ রূপদক্ষ কর্কির জীবনের এক অধ্যায় ৷৷

আমার এই স্মৃতির পাতা উলটাতে উলটাতে আপনারা হয়তো কখনও কখনও চমকে দেখবেন ঘটনাস্থল পরিবর্তিত হয়েছে এবং আমি নিউ ইয়র্ক সহরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুবই সম্ভব এতে একটা বিমূঢ়-ভাব ফুটে উঠবে আপনাদের মুখেচোখে, কিছুটা বা বিস্ময়ও। সম্ভবত আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগবে, "স্বর্গাদপি গরীয়সী নিজের প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে সুদূর বিদেশে বাটাম করছে কি ?"

বলতে গেলে, কাহিনীটা একটু দীর্ঘই ; তবে কেটেকুটে বাদসাদ দিয়ে দু'কথায় সংঘাতটা হয়েছিল এইরূপ। আমার এক অর্বাচীন কাজিন, গাস্‌সি, এক মার্কিন অভিনেত্রীকে বিয়ে করবে ঠিক করেছে শুনে, আমার আ'ন্ট আগাথা একবারে আমাকে আমেরিকা পাঠান, চেষ্টা করে দেখতে যদি বিয়েটা বন্ধ করা যায়। আমি সমস্ত ব্যাপারটা এমন খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলাম যে মনে হ'লো, ফিরে গিয়ে আণ্ট আগাথার সঙ্গে এই নিয়ে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা মুলতবী রেখে, আপাতত দিনকয়েক নিউ ইয়র্কে ডেরা বাঁধাই ভাল।

সুতরাং জীভ্‌সকে পাঠালাম মাঝামাঝি ধরণের একটা ফ্ল্যাট দেখতে এবং নাতিদীর্ঘ প্রবাসের জন্য মন ঠিক করে ফেললাম।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে নিউ ইয়র্কের মতো প্রাণবন্ত জায়গায় প্রবাসী হয়ে সুখ আছে। লোকগুলো ভীষণ ভাল, যাকে বলে দরদী ; আর, তা ছাড়া, সহরটায় সব সময়ই একটা না একটা কিছু হচ্ছে। সুতরাং, সবসুদ্ধ বলা যায়, আমাকে কোনও রকম সাংঘাতিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় নি। এক আড্ডা থেকে আর

এক আড্ডা, সেখান থেকে আর এক নতুন আড্ডা, এই ভাবে চলতে চলতে শীঘ্রই আমার মনের মতো একটা নিজস্ব, সার্কেল গ'ড়ে উঠল। তাদের কেউ কেউ বা সেণ্ট্রাল পার্কের আশেপাশের বাড়িতে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। আবার কেউ কেউ হয়তো ওয়াশিংটন স্কোয়ার পাড়ায় অন্ধকার কামরায় বসে হাতিঘোড়া মারত—লেখক, চিত্রকর, এই সব। সব ব্রেনের কারবারী।

কর্কি, যাকে নিয়ে এই গল্প, ছিল চিত্রকরদের দলে। নিজেকে সে বলতো পোর্ট্রেট-পেইণ্টার, কিন্তু, সত্য কথা বলতে গেলে, তখন পর্যন্ত একখানি আলেখ্যও তার হাত থেকে বেরোয় নি। ব্যাপারটা হচ্ছে, এই পোর্ট্রেট আঁকার কাজে একটা ফেঁকড়া হচ্ছে—এই বিষয়ে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে—যে কেউ পোর্ট্রেট আঁকাবার জন্য তোমার কাছে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি কিছু করতে পারছ না, আবার এদিকে অনেক ছবিটবি এঁকে বেশ খানিকটা নাম না হওয়া পর্যন্ত কেউ তোমার কাছে পোর্ট্রেট আঁকাতে আসবে না। উচ্চাভিলাষী তরুণ শিল্পীর পক্ষে জিনিসটা বিরক্তিকর বললে কিছুই বলা হ'লো না—রীতিমত একটা সঙ্গিন অবস্থা।

মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ পত্রিকাগুলোতে এক-আধটা ছবি দিয়ে—এই দিকে ওর একটু হাত ছিল—এবং বিজ্ঞাপনের জন্য চেয়ার, খাট, পালং ইত্যাদি এঁকে কোনও রকমে কর্কির চলে যেত। তার আয়ের প্রধান উৎস ছিল অবিশ্যি এক শাঁসালো আঙ্কল—তাঁকে তোয়াজে রেখেই মোটা টাকার সুরাহা হতো। এই আঙ্কল, আলেকজাণ্ডার ওর্প্‌ল ছিলেন পাটের ব্যবসায়ে একটা কেউকেটা। পাট সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছু অস্পষ্ট, তবে দেখেশুনে মনে হয় এর চাহিদা খুব। মিঃ ওর্প্‌ল তো এই পাটের ব্যবসায় লাল হয়ে গেছেন—টাকার একটা কুমীর বললেই হয়।

বিস্তর লোক আছে, আমি জানি, যাদের ধারণা বড়লোক আঙ্কল থাকলে নিশ্চিন্তে নাকে তেল দিয়ে ঘুমনো যেতে পারে। কিন্তু কর্কি বলে ধারণাটা মোটেই সত্য নয়। কর্কির আঙ্কল বলিষ্ঠ, মজবুত ধরণের লোক ; অক্ষয় পরমায়ু নিয়ে যেন জন্মেছেন। বয়স একান্ন হয়েছে, কিন্তু রকমসকম দেখে মনে হয় পুরো শ'য়ে নির্বিবাদে পৌঁছে যাবেন। কর্কি বেচারার মনঃকষ্টের কারণ কিন্তু এই নয়। এ বিষয়ে ওর কোনও গোঁড়ামি নেই ; লোকটা যতদিন খুশী বাহাল তবিয়তে বেঁচে থাকুক না কেন তাতে ওর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মিঃ ওর্প্‌ল ওকে এমন হয়রান করতেন যে বেচারীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। কর্কি যে ছবি আঁকাটাকে ওর পেশা করে, আঙ্কলের সেটা পছন্দ নয়। তাঁর বিশ্বাস এদিকে ওর কোনও যোগ্যতা নেই। তিনি সব সময় ওকে তাড়া দিতেন আর্ট ছেড়ে পাটের ব্যবসায় তাঁর সঙ্গে ঢুকে পড়তে, এবং বলতেন একেবারে নীচের তলায় সুরু করে একটির পর একটি সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসতে হবে। আর কর্কি বলতো পাটের ব্যবসার নীচের তলায় লোকেরা কি করে সে-সম্বন্ধে সে অবশ্য ওয়াকিফহাল নয়, তবে তার সহজবুদ্ধি বলে সেখানকার কাণ্ডকারখানা অতি জঘন্য, অকথ্য। তা ছাড়া, আর্টিস্ট হিসেবে নিজের ভবিষ্যতের উপর কর্কির আস্থা ছিল। একদিন, সে বলতো, নিশ্চয়ই সে নাম করবে। কিন্তু সেই দিনটি না আসা পর্যন্ত, যথাসম্ভব কায়দা-কৌশল খাটিয়ে, তাকে তার আঙ্কলের কাছ থেকে ত্রৈমাসিক বরাদ্দটা আদায় করতে হবে।

এই টাকাটা ও পেত না যদি না ওর আঙ্কলের একটা বাই থাকত। মিঃ ওর্প্‌ল এইদিক দিয়ে একটু অসাধারণ। আমি যতটা দেখেছি, সাধারণত মার্কিন শিল্পনায়কেরা অবসরসময়ে কিছুই করেন না। দিনের কাজকর্ম শেষ হলে, রাত্রের মতন আপিসে তালাবন্ধ করেই এরা তন্দ্রাচ্ছন্ন

হয়ে পড়েন, এবং সেই তন্দ্রা থেকে জেগে উঠেই আবার শিল্পনায়ক হয়ে বসেন। কিন্তু মিঃ ওর্প্‌ল তাঁর অবসরসময়ে পক্ষিতত্ত্ব আলোচনা করতেন —তিনি ছিলেন যাকে বলে পক্ষিতত্ত্ববিশারদ। **"আমেরিকার পাখি"** বলে একটা বই লিখেছেন, এবং আর একখানা লিখছেন, তার নাম হবে **"আরও আমেরিকার পাখি"**। এইটে শেষ হলে, শোনা যায়, তৃতীয় আর একখানা স্বরু করবেন, এবং তারপর এই ভাবে একটার পর একটা লিখতে থাকবেন যে-পর্যন্ত না আমেরিকার সমগ্র পক্ষিকুলের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয়। কর্কি প্রতি তিনমাস অন্তর নিয়মিতভাবে একদিন তাঁর কাছে যেত এবং আমেরিকার পাখি সম্বন্ধে তাঁর লেকচার শুনত। মনে হয় একবার এই পাখির কথা পাড়লে বুড়ো ওর্প্‌লের আর হুঁশ থাকত না; তখন তাঁকে দিয়ে যা খুশী করিয়ে নেওয়া যেত। স্বতরাং এই ত্রৈমাসিক পক্ষিতত্ত্ব আলোচনার ফাঁকে কর্কি আপাতত তার বরাদ্দটা বজায় রেখে যাচ্ছিল। কিন্তু অবস্থাটা বেচারীর পক্ষে বাস্তবিকই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। প্রথমত দারুণ একটা উৎকণ্ঠা; তারপর সে না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু পাখি—যদি রোষ্ট হয় এবং সঙ্গে উপাদেয় পানীয় থাকে, সে এক কথা—কিন্তু পাখিরজন্মবৃত্তান্ত আলোচনা, ক্লান্তিতে ও কাঠ হয়ে যেত।

ওর্প্‌ল-চরিত্র-চিত্রণ এইবারে এক আঁচড়ে শেষ করা যাক। ভদ্রলোকের মেজাজের কোনও ঠিকঠিকানা নেই, একেবারে অনিশ্চিত; এবং কর্কি সম্বন্ধে তাঁর অভ্যস্ত ধারণা যে ছোঁড়াটা একটা অপদার্থ এবং যখনই যেদিকে সে নিজের বুদ্ধিতে এক পা বাড়িয়েছে তখনই সে তার স্বাভাবিক জড়বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। আমার মনে হয় আমার সম্বন্ধে জীভ্‌সের মনের ভাবও অনেকটা এই রকম।

স্বতরাং একদিন অপরাহ্নে একটি মেয়েকে পুরোবর্তী করে কর্কি যখন আমার কামরায় ঢুকে বললো, "বার্টি, ইনি আমার বাগ্‌দত্তা, মিস সিঙ্গার

—তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম," তখন প্রথমেই যে-কথাটা আমার মনে হয়েছিল, দেখা গেল, ঠিক সেই বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেই ও এসেছে। আমার প্রথম প্রশ্নই হলো, "কর্কি, তোমার আঙ্কল কি বলেন ?"

প্রাণহীন একটুখানি হাসি ওর মুখে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। দেখলাম ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত, যেন খুনটা নির্বিঘ্নে করেছে কিন্তু এখন লাশটা নিয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

"আমাদের ভারী ভয় করছে, মিঃ উস্টার", মেয়েটা বললো। "আমরা আশা করে এসেছি আপনি হয়তো একটা হদিস বাতলে দিতে পারবেন, কি করে খবরটা ওঁর কাছে ভাঙা যায়।"

মূরিয়েল সিঙ্গার সেই জাতের মেয়ে যাদের চাহনিতে একট আবেদন আছে—অতি ধীর, অতি নম্র। এরা এদের বড় বড় চোখ আপনার দিকে তুলে এমনভাবে তাকাবে যেন আপনি একটা বিস্ময়, যেন ভাবছে সারা পৃথিবী খুঁজলে আপনার মতো আর একটি লোক পাওয়া যাবে না এবং আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে সংবাদটা কি করে এখন পর্যন্ত আপনার অগোচর রয়ে গেছে। আলগোছে বসে, আমার দিকে তাকিয়ে, ও যেন নিজের মনে বলছিল, "ইশ! এই তেজস্বী, নির্ভীক লোকটা নিশ্চয়ই আমার কোনও ক্ষতি করবে না।" ওকে দেখলেই কেমন যেন অভয় দিতে ইচ্ছে করে, মনে হয় হাতে হাত বুলিয়ে বলি, "এই তো আমি রয়েছি, সোনামণি!" বা ওই ধরনের কিছু। আমি বেশ অনুভব করলাম যে এমন কিছু নেই যা ওর জন্য আমি করতে পারি নে। ও যেন আমেরিকার অন্যতম স্নিগ্ধ সুরার মতো—তুমি টেরও পাও নি কখন অতর্কিতে প্রবেশ করেছে তোমার শরীরাভ্যন্তরে এবং তুমি, কি করছো না করছো কিছু বুঝতে পারার আগেই, বেরিয়ে পড়েছ জগতের উন্নতি করবে বলে, দরকার হলে জোর করে, এবং মধ্যপথে

থমকে দাঁড়িয়ে কোণের ওই মোটাসোটা লোকটাকে শাসাচ্ছ যে তোমার দিকে ওই ভাবে তাকালে তার মুণ্ডটা উড়িয়ে দেবে। মোটের উপর কথাটা এই, মেয়েটা আমাকে চেতিয়ে দিল, একটা কোনও দুঃসাহসিক কাজ করবার জন্য আমি উতলা হলাম, আগেকার দিনের ভ্রাম্যমাণ নাইট বা তারই সমগোত্র কোনও জীবের মতো। মনে হ'লো এই ব্যাপারে ওর সঙ্গে একবারে পৃথিবীর অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেতে পারি।

কর্কিকে বললাম, "তোমার আঙ্কলের তো রীতিমত উল্লসিত হওয়া উচিত। খুশী না হওয়ার কোনও কারণই দেখতে পাচ্ছি নে। দেখে নিয়, তিনি বলবেন মিস সিঙ্গার তোমার পক্ষে আদর্শ পত্নী হবেন।"

কর্কি মাথা নাড়ল ; মোটেই উৎসাহিত হ'লো না।

"জানো না আমার আঙ্কলকে। মূরিয়েলকে যদি তার ভালও লাগে, তা স্বীকার করবেন না। এমনি শুয়োরের গোঁ আমার আঙ্কলের। সোজা ধরে নেবেন বাধা দেওয়াটাই ওঁর কর্তব্য। ওঁর মতামত না নিয়ে যে এই রকম একটা ব্যাপার ঠিকঠাক করে ফেলেছি, এইটেকেই উনি বড় করে দেখবেন এবং তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবেন। এই ওর চিরকেলে স্বভাব।"

আমার ঢিমেতেতলা মগজটাকে বিষম তাড়না করলাম—এই আকাস্মিক সঙ্কটে কি করা যায়।

"তুমি যে মিস সিঙ্গারকে জানো এটা তোমার আঙ্কলকে না জানিয়ে, এমন একটা যোগাযোগ তোমাকে করতে হবে যে ওঁদের দুজনের আলাপ-পরিচয় হয়। আচ্ছা, তা হলে শোনো—"

"কিন্তু আমি কি করে এই যোগাযোগ ঘটাব ?"

দেখলাম ও যা বলছে তা সত্য। সেই তো মুশকিল !

"একটা উপায় শুধু আছে,।" আমি বললাম।

"কি ?"

"জীভ্‌সের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘণ্টা বাজালাম।

"স্যর ?" বলে তৎক্ষণাৎ জীভ্‌স হাজির। এ এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার। শ্যেনদৃষ্টিতে যদি ওত পেতে না থাকেন, তবে আপনি ধরতেই পারবেন না জীভ্‌স কখন ঘরে এসে ঢুকল। ও যেন হাওয়া থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হয়। সেই যে ভারতীয় সব যোগীদের কথা শোনা যায়—মন্ত্রবলে হাওয়া হয়ে সূক্ষ্মশরীরে শূন্যমার্গে যেখানে খুশী, যতদূর খুশী, চলে যায় এবং ইচ্ছামত আবার স্থূল শরীর ধারণ করে—ঠিক সেই রকম। আমার এক কাজিন আছে। সে হচ্ছে যাকে বলে থিয়োসফিস্ট। সে বলে সে নিজে অনেকবার জিনিসটা করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সিদ্ধির কাছাকাছি এসে শেষটা ভেস্তে গেছে, খুব সম্ভব ছোটবেলা বৃথা মাংস খাওয়ার দরুন।

যে মুহূর্তে দেখলাম লোকটা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে বশংবদের মতো, আমার মন থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল—হারিয়ে যাওয়া ছেলে যেন অদূরে হঠাৎ বাপকে আবিষ্কার করেছে।

"জীভ্‌স্" সোৎসাহে বললাম, "তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে। একটা বুদ্ধি বাতলাতে হবে।"

"ব্যাপারটা কি, স্যর ?"

গোটাকয়েক চোস্ত কথায় সংক্ষেপে ওকে কর্কির দুঃখের কাহিনী বললাম।

"তা হলে দেখতে পাচ্ছ, জাভ্‌স, অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে। এখন তোমাকে এমন একটা ফিকির করতে হবে যে মিস সিঙ্গারের সঙ্গে যে মিঃ করকোরানের জানাশোনা আছে সেটা চাপা থাকে, অথচ মিঃ ওর্প্‌লের সঙ্গে ওঁর পরিচয়টা হয়ে যায়! বুঝতে পারছ সমস্যাটা ?"

"হ্যাঁ, স্যর, জলের মতো পরিষ্কার।"

"বেশ, তা হলে ভেবেচিন্তে একটা ফন্দিফিকির বের কর।"

"একটা প্ল্যান তো ইতিমধ্যেই মাথায় এসে গেছে, স্যর।"

"এসে গেছে!"

"যে স্কীমটা মাথায় এসেছে, স্যর, সে একেবারে অনিবার্য তবে কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ, এবং সেইটে, আপনাদের মনে হ'তে পারে একটা বিষম ত্রুটি।"

"ও বলতে চাইছে," কর্কিকে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিলাম, "যে ওর মাথায় চমৎকার একটা আইডিয়া এসেছে, তবে সেটাকে কাজে লাগাতে হলে ট্যাঁক থেকে কিছু খসাতে হবে।"

খরচের কথা শুনেই বেচারা মুখ নীচু করলো সমস্ত প্লানটাই মাঠে মারা যাবার জো হ'লো। কিন্তু আমি তখন ও মেয়েটার প্রাণগলানো চাহনির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি নি, এবং পরিষ্কার দেখলাম এই খানেই আমার প্রবেশ আর্তত্রাণ নাইটের বেশে।

"টাকার ভাবনা ভেব না, কর্কি," আমি বললাম। "সে-সব আমার উপর ছেড়ে দাও। আমি খুব খুশীই হব যদি আমার দ্বারা কিছু সাহায্য হয় এদিক দিয়ে। জীভ্‌স কুচ্‌পরোয়া নেই, লেগে যাও।"

"আমার মনে হয়, স্যর, মিঃ ওর্প্‌লের পক্ষী-প্রীতির স্থযোগ নেওয়াই মিঃ কর্‌কোরানের পক্ষে বুদ্ধির কাজ হবে।"

"আরে, তুমি কি করে জানলে যে তিনি পাখি ভালবাসেন?"

"স্যর, কি বলবো, এই নিউ ইয়র্ক সহরের ফ্ল্যাট-বাড়ির কামরাগুলো এমনভাবে প্রস্তুত মোটেই আমাদের লণ্ডনের ঘরবাড়ির মতো নয়। দুটো কামরার মধ্যের পার্টিশান দেয়াল এমন খেলো আর পাতলা, এবং মিঃ কর্‌কোরান এমন উত্তেজিতস্বরে আলাপ করছিলেন, যে, আড়ি

পেতে শোনার কোনও রকম ইচ্ছা না থাকলেও, দু'টো একটা কথা আমার কানে প্রবেশ করেছে।"

"ওঃ! যাক গে, তারপর?"

"এই ভদ্রমহিলা একখানা বই লিখে মিঃ ওর্প্‌লের নামে উৎসর্গ করে দিন না। বইটার নাম দিতে পারেন ধরুণ, **ছোটদের জন্য আমেরিকান পাখির গল্প**। নির্দিষ্ট কয়েক কাপি ছাপা যেতে পারে আপানার ব্যয়ে। বইটির অধিকাংশই, অবশ্য, হবে মিঃ ওর্প্‌লের এই বিষয়ক বৃহত্তর পুস্তকের নির্জলা প্রশস্তি। বইটি ছাপা হওয়া মাত্র একখানা উপহার কাপি তৎক্ষণাৎ মিঃ ওর্প্‌লের নামে পাঠাতে হবে, সঙ্গে থাকবে পরিচয়লিপি। চিঠিটাতে ভদ্রমহিলা লিখবেন তিনি মিঃ ওর্প্‌লের নিকট কি রকম ঋণী এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য উৎসুক, এবং মিঃ ওর্প্‌ল্ যদি সে সুযোগ দেন তবে ইনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। আমার তো খুবই বিশ্বাস এতে কাজ হবে, কিন্তু, যা বলেছি, স্কীমটা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ।"

খেলোয়াড় কুকুরের কারদানি দেখে দর্শকবৃন্দ যখন উল্লাসে হাততালি দিতে থাকে, তখন সেই সারমেয়পুঙ্গবের প্রভুর বুক যেমন গর্বে এবং আনন্দে ফুলে উঠে, আমার বুক তেমনি ফুলে উঠল, আনন্দে এবং গর্বে। জানতাম জীভ্‌স আমাকে নিরাশ করবে না। বরাবর ওর উপর ভরসা রেখে এসেছি; কখনও হতাশ হতে হয় নি। অনেক সময় আমার আশ্চর্য লাগে যে তার মত একটা প্রতিভা কি ক'রে আমার কাপড়জামা ইস্তিরি করে আর ফাইফরমাশ খেটে খুশী থাকে। আমার মাথায় যদি জীভ্‌সের মতো ঘিলু থাকত, তা হলে প্রধান মন্ত্রী বা ওই রকম একটা কিছু হবার জন্য একবার ঢুঁ মেরে দেখতাম।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, "এ একদম ফাস্ট কেলাস। তোমার প্রতিভার একটা শ্রেষ্ঠ দান।"

"ধন্যবাদ, স্যর।"

কিন্তু মেয়েটা একটা ফেঁকড়া তুললো।

"আমি তো কোনও কিছু সম্বন্ধেই কোন বই লিখতে পারব না। আমি যে ভাল করে একটা চিঠি লিখতেই হিমশিম খেয়ে যাই।"

"অভিনয়ের দিকেই মুরিয়েলের ঝোঁক," একটু কেশে কর্কি বললো। একটা কথা "তোমাকে বলা হয় নি, বার্টি। **'ফাঁক বুঝে সরে পড়'** বলে যে নাটিকাটা হালে ম্যানহাটন থিয়েটারে চলছে, মুরিয়েল সেইটেতে কোরাসের দলে আছে। আঙ্কল আলেকজাণ্ডার এই খবরটা কি ভাবে নেবেন তার কোনও আঁচই করতে পারছি নে, এবং আমাদের বুক ঢিপঢিপুনির একটা কারণ তাই। একদম কোনও মানে হয় না, কিন্তু আমাদের দু'জনেরই আশঙ্কা যে খবরটা শুনলেই এঁড়ে বাছুরের মত তাঁর লম্ফঝম্ফগুলো আরও বেড়ে যাবে।"

অবস্থাটা বুঝলাম। জানি নে কেন এমনটা হয়—হয়তো কোনও ওস্তাদ মনস্তাত্ত্বিক জিনিসটার একটা সদ্‌ব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন—, কিন্তু আমি সব সময় দেখেছি এই আঙ্কল এবং আণ্ট জাতটাই অভিনয় নাচ, গান ইত্যাদির উপর হাড়ে চটা, তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। কিছুতেই এঁরা এই সব বরদাস্ত করতে পারেন না।

কিন্তু মুশকিল-আসান জীভ্‌সের ঝোলা কখনও শূন্য হয় না। ব্যবস্থা একটা বেরিয়ে এলো।

"এর মীমাংসা অতি সহজেই হতে পারে, স্যর। দরিদ্র লেখকের অভাব নেই। তাদের একজনকে বললে খুশি হয়েই সত্যিকার লেখার কাজটা করে দেবে যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। একমাত্র প্রয়োজন এই যে ভদ্রমহিলার নামটা বইখানার টাইটেল পেজে ছাপা থাকে।"

"ঠিক, ঠিক বলেছে," কর্কি লাফিয়ে উঠল। শ'খানেক ডলার দিলেই স্যাম প্যাটার্‌সন রাজী হয়ে যাবে। ঐ যে সব ম্যাগাজিন

আছে যাতে গল্প ছাড়া কিছু থাকে না, তারই একটার জন্য সে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, প্রত্যেক মাসে একখানা ছোট নভেল, তিনটে ছোটগল্প এবং একখানা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের আট দশ পৃষ্ঠা লেখে। এই সামান্য জিনিস তো তার কাছে ছেলেখেলা। আমি এখুনি তাকে পাকড়াও করছি।

"চমৎকার!"

"বস্ এই তো, স্যর?" জীভ্‌স বললো। "ধন্যবাদ, স্যর। নমস্কার, স্যর।"

আমি ভাবতাম পুস্তক প্রকাশকদের মারাত্মক রকম তুখড় হতে হয়; মগজটা ঘিলুতে একদম ঠাসা থাকা দরকার। কিন্তু এখন তাদের কেরামতির দৌড় জানতে পেরেছি। প্রকাশকের একমাত্র কাজ হচ্ছে শুয়ে বসে আরাম করা এবং মধ্যে মধ্যে উঠে চেক কাটা, সত্যিকার কাজটা করবার জন্য দিনরাত খেটে মরে একদল কাজের লোক। কেমন করে জানলাম? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, মশাই। একটা ফাউণ্টেনপেন হাতে করে (দরকার মতো চেক লেখার জন্য) আমি সেরেফ গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম আমার ফ্ল্যাটে, আর ওদিকে চকচকে ঝকঝকে একখানা বই যথা সময়ে বেরিয়ে এলো।

'ছোটদের জন্য আমেরিকান পাখির গল্পের' প্রথম কপিগুলো যখন একদিন ঝুপ করে এসে পড়লো, তখন আমি দৈবক্রমে কর্কির ওখানে বসেছিলাম। মূরিয়েল সিঙ্গারও ছিল। আমরা সব একথা সেকথা বলছি এমন সময় দরজায় এক প্রচণ্ড ধাক্কা—পার্সেলটা দিয়ে গেল।

সত্যিই একখানা বইয়ের মতো বই। লাল মলাটের উপর একটা পাখির ছবি, আর তার নীচে সোনার জলে মেয়েটার নাম। একখানা বই তুলে নিয়ে যদৃচ্ছা খুললাম।

"বসন্তকালে সকালবেলা," একুশ পৃষ্ঠার প্রারম্ভে পড়লাম "মাঠে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তোমরা অনেক সময় বেগনি লিনেটের মিষ্টি গলা শুনতে পাবে, অলস বাতাসে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত কাকলি। বড় হয়ে তোমরা মিঃ আলেকজাণ্ডার ওর্প্লের '**আমেরিকার পাখি**' নিশ্চয়ই প'ড়ো। এই চমৎকার বইটাতে এর সম্বন্ধে সব কথা লেখা আছে।"

দেখতে পাচ্ছেন? বুঝতে পাচ্ছেন কাণ্ডখানা? এক তুড়িতে আঙ্কলকে কি রকম ঠেলে তোলা হ'লো। কয়েক পাতা ওলটাতেই দেখি আঙ্কলের উপর আবার ফ্ল্যাশলাইট। এবারে খোঁটা হচ্ছে হলদে ঠোঁটওয়ালা কোকিল। এলাহী কাণ্ড। যত এগোতে লাগলাম, ততই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। লিখিয়ে লোকটার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আর জীভ্স—বাহাদুরিটা তো ওরই, ওর বুদ্ধিতেই তো সব হ'লো। ওর প্রতিভার প্রতি বিস্ময়ে সম্ভ্রমে আমি নতুন করে অভিভূত হলাম। আঙ্কলকে নির্ঘাত টোপ গিলতে হবে। সেদিক দিয়ে কোনও সন্দেহ রইল না আমার মনে। তুমি যদি একজন লোককে বলো যে হলদে ঠোঁটওয়ালা কোকিল সম্বন্ধে উনি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় অথরিটি তা হলে তার মন অন্তরঙ্গতায় খানিকটা বিগলিত হবেই।

"একেবারে মোক্ষম!" আমি বললাম। "একদম টাইট, ফাঁক শূন্য!" কর্কি বললো। দিন দুই পরে কর্কি আমার ফ্ল্যাটে এসে বলে গেল "সংবাদ শুভ"। তার আঙ্কল মুরিয়েলকে যে একখানা চিঠি দিয়েছেন তা থেকে স্নেহরস টসটস করে বেয়ে পড়ছে। মিঃ ওর্প্লের হাতের লেখা যদি কর্কির জানা না থাকত, তা হলে সে বিশ্বাসই করতো না যে এ চিঠি তাঁর লেখা। ওর আঙ্কল লিখেছেন যখন খুশী মিস সিঙ্গার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন; মুরিয়েলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব।

এর কিছুদিন পরে আমাকে সহর ছেড়ে বাইরে যেতে হ'লো। নানা জায়গা থেকে খাঁটী শিকারীবন্ধুদের চিঠি এসেছিল, এবং গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ফের যখন সহরে এসে আস্তানা গাড়লাম তখন বেশ মাসকয়েক পার হয়ে গেছে। অবশ্য কর্কির ব্যাপারটা সম্বন্ধে মনে বরাবরই একটা কৌতূহল ছিল—শেষ পর্যন্ত কি হ'লো, প্ল্যান মাফিক সব নির্বিঘ্নে হ'লো কি না, ইত্যাদি—এবং যেদিন নিউ ইয়র্কে ফিরে এলাম সেইদিনই সন্ধ্যায়, একটা ছোটখাট নিরালা রেস্তরাঁয় চোখ ধাঁধানো আলো যখন আমার ভাল লাগে না তখন আমি সেখানে যাই—ঢুকতেই মূরিয়েল সিঙ্গারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—দেখলাম মূরিয়েল দরজার ধারে একটা টেবিলে একা বসে আছে। ভাবলাম কর্কি টেলিফোন-টোন করতে বোধহয় বাইরে গেছে। এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলাম।

"বেশ, বেশ, তারপর ?" আমি বললাম।

"আরে, মিঃ উস্টার যে! কেমন আছেন মিঃ উস্টার ?"

"কর্কি ধারে-কাছেই আছে তো ?"

"কি বলছেন ?"

"আপনি তো কর্কির জন্য বসে আছেন, তাই না ?"

"ওঃ, আমি বুঝতে পারি নি। না, আমি তার জন্য অপেক্ষা করছি নে।"

ওর গলার স্বরটা আমার কানে যেন কেমন ঠেকল।

কি যে বলে ছাই মনেও আসে না। যাক গে, জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন তো ?

"বলি, কর্কির সঙ্গে ঝগড়াফগড়া হয় নি তো ?"

"ঝগড়া ?"

"এই তুচ্ছ বাদবিতণ্ডা, জানেন তো—সামান্য ভুল বোঝাবুঝি—দুদিকেরই ত্রুটি—হয়ে—এই সব আর কি।"

"কেন, আপনার এই রকম মনে হওয়ার কারণ ?"

"ওঃ, আচ্ছা, মনে হয়, কি বলবো ? মানে—আমার ধারণা ছিল সাধারণত আপনি তার সঙ্গে বসে ডিনার খেয়ে তারপর আপনার থিয়েটারে যান।"

"আমি স্টেজ ছেড়ে দিয়েছি।" হঠাৎ আমার খেয়াল হ'লো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম কতকাল বাইরে কাটিয়ে এলাম।

"হ্যাঁ, সত্যিই তো এখন বুঝতে পাচ্ছি! আপনার যে বিয়ে হয়ে গেছে!"

"হ্যাঁ"!

"চমৎকার! কি যে খুশী হলাম! আপনাদের জীবন মধুময় হোক।"

"অশেষ ধন্যবাদ।"

"এই, আলেকজাণ্ডার," চোখ ফিরিয়ে একটু দূরে তাকিয়ে ও বললো. 'ইনি আমার একজন বন্ধু—মিঃ উস্টার।"

আমি বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি আমার পিছনে একটা লোক এসে দাঁড়িয়েছে—মাথা ভরতি খাড়া খাড়া পাকা চুল আর মুখটা লালচে, স্বাস্থ্যের লালিমা। বেশ ষণ্ডা চেহারা, যদিও আপাতত শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে।

"মিঃ উস্টার, এই আমার স্বামী। মিঃ উস্টার ব্রুসের একজন বন্ধু, আলেকজাণ্ডার।"

ভদ্রলোক সাগ্রহে ক'ষে আমার হাত ধরলেন, এবং তাইতেই আমাকে খাড়া রেখেছিল ; না হলে নির্ঘাত মেঝের উপর ধপাস করে পড়ে যেতাম। ঘরটা দুলতে লাগল। সত্যি বলছি।

"তারপর, মিঃ উস্টার, আমার নেফিউর সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে ?" কানে এলো ওঁর গলা। "ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি ওর ছবি

আঁকার বাইটা বন্ধ করতে পারতেন। তবে, আমার মনে হয়, ক্রমে ক্রমে ধাতস্থ হচ্ছে। তোমার মনে আছে, মুরিয়েল, সেদিন রাত্রে যখন আমাদের ওখানে ডিনার খেতে এলো, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম, ব্যাপারটা সেই সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম। দেখলাম, মোটের উপর, আগের চেয়ে খানিকটা ধীরস্থির হয়েছে। মনে হ'লো কোনও কারণে একটা পরিবর্তন এসেছে ওর মধ্যে, প্রকৃতিস্থ হচ্ছে। আজ রাত্রে আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবেন আশা করি, মিঃ উস্টার? নাকি আপনার খাওয়া হয়ে গেছে?"

বললাম হ্যাঁ, হয়ে গেছে। আমার তখন দম আটকে আসছিল; ডিনার নয়, চাই একটুখানি হাওয়া। মনে হ'লো কোনও খোলা জায়গায় গিয়ে আগাগোড়া ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখা দরকার।

আমার ফ্ল্যাটে পৌছে শুনতে পেলাম জীভ্‌সের কামরা থেকে নড়াচড়ার শব্দ আসছে। বুঝলাম ও এখনও শুয়ে পড়েনি। ওকে ডাকলাম।

"জীভ্‌স", আমি বললাম, "সময় হয়েছে নিকট,এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। কিন্তু আগে নিয়ে এস কড়া এক পেগ ব্র্যাণ্ডি, সোডা মিশিয়ে; তারপর বসো, খবর আছে।"

একটা ট্রে এবং একটা লম্বা গ্লাস নিয়ে ও ফিরে এলো।

"তোমার জন্যও এক পেগ ঢালো, জীভ্‌স। দরকার হবে।"

"সে হবে'খন, দরকার হলে। ধন্যবাদ, স্যর।"

"বেশ, তোমার যেমন খুশি। কিন্তু বলে রাখছি বেদম ধাক্কা খাবে। আমার বন্ধু মিঃ কর্‌কোরানকে মনে আছে?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"আর সেই মেয়েটা, যে পাখি সম্বন্ধে একখানা বই লিখে বেমালুম তার আঙ্কলের সুনজরে পিছলে পড়বার যোগাড়ে ছিল?"

"হুবহু, স্তর।"

"শোনো, সে পিছলেছে। সেই আঙ্কলকে বিয়ে করেছে।"

ওর চোখে একটা পলক পড়লো না। জীভ্সকে অপ্রস্তুত করা অসম্ভব।

"এই রকম একটা আশঙ্কা বরাবরই ছিল, স্তর।"

"তুমি কি বলতে চাও এইটে তুমি আশা করেছিলে?"

"এমনটা হতে পারে তা আমার মনে হয়েছিল।"

"তাই নাকি, হা ভগবান! যাক গে, আমার মনে হয় তুমি আমাদের একটু সতর্ক করে দিতে পারতে!"

"অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছে হয় নি, স্তর।"

অবশ্য, পেটে কিছু যাবার পর মাথাটা যখন একটু ঠাণ্ডা হ'লো, দেখলাম যা ঘটেছে, ভেবে দেখলে, তার জন্য আমাকে দায়ী করা যায় না। কি করে বুঝব, বলুন, যে এমন একটা ব্রহ্মাস্ত্রের মতো অব্যর্থ স্কীম শেষকালে ঘষড়াতে-ঘষড়াতে খানায় গিয়ে পড়বে। কিন্তু তবুও হট্ করে কর্কির সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে কেমন ইচ্ছে হ'লো না। সময়ের মতো ভিষক্ নেই। মনে হ'লো তাকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত— তার প্রলেপের কাজ একটু চলুক। ওয়াশিংটন স্কোয়ারকে একদম বাদ দিয়ে দিলাম আমার লিস্ট থেকে। কয়েক মাসের মধ্যে আর ওদিকের রাস্তা মাড়ালাম না। তারপর যখন কেবল ভাবছি এইবারে হয়তো নিরাপদে ওদিকে পা বাড়ানো যেতে পারে এবং, হারানো খেইগুলো আবার জড়ো করা যেতে পারে, ঠিক সেই সময় সময়, তার শান্তিমলমের প্রলেপের বদলে, ক্ষতস্থান থেকে এক খাবলা কাঁচা মাংস তুলে নিয়ে এলো। একদিন সকালবেলা কাগজ খুলে পড়লাম, "মিসেস আলেকজাণ্ডার ওর্প্ল্ তাঁর স্বামীকে একটি পুত্রসন্তান এবং উত্তরাধিকারী উপঢৌকন দিয়েছেন।"

বেচারী কর্কির জন্য বুকটা হুহু করে উঠল। প্রাতরাশ ছুঁতে পারলাম না। একদম বসিয়ে দিল। এরপর আর কি করা যায়।

সত্যিই, কি যে করবো ভেবে পেলাম না। অবশ্য, ইচ্ছে হচ্ছিল ওয়াশিংটন স্কোয়ারে ছুটে যাই এবং আস্তে গিয়ে হতভাগার হাত ধরে পাশে বসি; কিন্তু, তারপর, ভেবে দেখলাম আমার নার্ভের সে সহনক্ষমতা নেই। চিকিৎসাটা দূরের থেকেই চালাতে হবে, আমার মন বললো, এবং সমীরে সমীরে তরঙ্গে তরঙ্গে ব্যবস্থা পাঠালাম।

কিন্তু মাসখানেক পরে আমার মনটা আবার খচখচ করতে লাগলো। কেমন মনে হতে লাগলো আমার ব্যবহারটা ঠিক বন্ধুজনোচিত হচ্ছে না—এইভাবে বেচারীকে এড়িয়ে চলা, ঠিক যখন হয়ত সে আশা করছে তার ইয়ার বন্ধুরা তাকে ঘিরে একটা দারুণ কলোচ্ছ্বাস তুলবে। মনশ্চক্ষে দেখলাম ও ব'সে আছে ওর নির্জন স্টুডিয়োতে—একা, একেবারে একা—একমাত্র সঙ্গী ওর তিক্ত বিষিয়ে ওঠা মন। আমার দরদী মন ছটফটিয়ে উঠল। আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। এক লাফে বেরিয়ে পড়লাম এবং ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম, ড্রাইভারকে বললাম সোজা ওর স্টুডিয়োর দিকে চালিয়ে দিতে।

এক ধাক্কায় ঢুকে পড়লাম ওর স্টুডিয়োতে। ঢুকেই দেখি কর্কি কুঁজো হ'য়ে ঈজেলের সামনে ব'সে একমনে এঁকে যাচ্ছে, আর মডেলের আসনে একটা বাচ্চা কোলে করে বসে আছে আধবুড়ো কড়া চেহারার একটা স্ত্রীলোক।

এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না; একটু ভড়কে গেলাম।

"উঃ, আঃ!" আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, এবং আমি পিছন হটতে সুরু করলাম।

কর্কি কাঁধ ফিরিয়ে তাকালো।

"হ্যালো, বার্টি। যেও না। আজকের মতো আমরা শেষ করছি। আজ বিকেলে আর হবে না," নার্সটার দিকে ফিরে ও বললো, এবং সে বাচ্চাটাকে নিয়ে উঠে পড়লো। কাছেই একটু ফাঁকাতে প্র্যামটা পড়েছিল। বাচ্চাটাকে কাত করে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

"কালকে ঠিক একই সময় আসবো, মিঃ কর্কোরান ?"

"হ্যাঁ, তাই সুবিধে।''

"নমস্কার।"

"নমস্কার।"

কর্কি দরজার দিকে তাকিয়ে খানিক দাঁড়িয়ে রইল ; তারপর আমার দিকে ফিরে বুকের বোঝা হালকা করতে আরম্ভ করলো। সুখের বিষয়, ও ধরে নিল যা হয়েছে আমি সব জানি। সুতরাং ব্যাপার যত বিশ্রী হ'তে পারত তা হ'লো না।

"এটা আমার আঙ্কলের আইডিয়া," ও বললো। "মূরিয়েল এখনও কিছু জানে না। ছবিটা হবে তার জন্মদিনের একটা সারপ্রাইজ।

নার্সটা বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরোয় হাওয়া খাওয়ানোর ছলে, আর ওরা সোজা এক ছুটে চলে আসে আমার এখানে। ভাগ্যের পরিহাস কাকে বলে যদি জানতে চাও, বার্টি, তাহলে শোনো। আমার জীবনে এই প্রথম একখানা পোর্ট্রেট আঁকার সুযোগ পেলাম, আর তাই এলো কিনা এক বিকৃত ডিমের পোচ! শুধু তাই নয়, এই মনুষ্যরূপী ঠাট্টাই আবার এক ঢুঁয়ে আমাকে ফকির করে ছেড়ে দিয়েছে। এ রকম আর শুনেছ কখনও! যে, বলতে গেলে, আমার কানের একেবারে গোড়া ঘেঁসে এক বিষম রদ্দা দিয়ে এক ঝটকায় আমার যা কিছু ছিল সব ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই কাকের ছানাটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সারা বিকেলটা কাটিয়ে দিতে ভাল লাগে মনে করো? এ'কে বলে কাটা ঘায়ে নুন ঘষা। আঁকব না বলতে পারি নে; তাহলে

আঙ্কলের বরাদ্দটা অমনি বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু যখনই আমি বাচ্চাটার দিকে তাকাই এবং দেখি ওর বোকাবাকা চোখের শূন্য চাউনি, আমার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সত্যি বলছি তোমাকে, বার্টি, মধ্যে মধ্যে ও যখন মুরুব্বীয়ানা চালে আড়চোখে আমার দিকে তাকায় এবং একটু পরেই ক্লান্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, যেন আমাকে দেখে ওর গা ঘিনঘিন করে, তখন ইচ্ছে করে এই মুহূর্তে ওকে খুন করে বিকেলের কাগজ-গুলোর প্রথম পৃষ্ঠা আগাগোড়া ভরিয়ে দিই টাটকা, তাজা হত্যাকাণ্ডের লোমহর্ষণ বিবরণে। অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করি। অনেক সময় আমি হেডলাইনগুলো যেন দেখতে পাই 'নিষ্ঠুর শিশুহত্যা—কুঠারাঘাতে মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ—উদীয়মান তরুণ শিল্পী গ্রেফতার'।"

আমি কোনও কথা না বলে আস্তে আস্তে ওর পিঠ চাপড়ে দিলাম। একটা গভীর সহানুভূতিতে আমার হৃদয়মন আপ্লুত হয়ে গেল। মুখে ভাষা খুঁজে পেলাম না।

এরপর দিনকয়েক আর কর্কির স্টুডিয়োর দিকে যাই নি। মনে হ'লো বেচারীর শোকের মধ্যে অযথা গিয়ে ব্যাঘাত জন্মানো ঠিক হবে না। তা ছাড়া, নার্সটার কথা মনে হলে ভরসা হতো না। সেই ও আমাকে অত্যন্ত বিশ্রীরকমভাবে আণ্ট আগাথার কথা মনে করিয়ে দিত। সেই রকম শ্যেনদৃষ্টি।

কিন্তু হঠাৎ একদিন বিকেলে কর্কি আমাকে টেলিফোন করলো।

"বার্টি!"

"হ্যালো?"

"আজ বিকেলে কি তোমার কোনও কাজ আছে?"

"বিশেষ কিছু নেই।"

"আমার এখানে আস না, আসতে পার?"

"কেন, কি ব্যাপার?"

"সেই পোর্ট্রেটখানা শেষ করেছি।"

"ওস্তাদ ছেলে! বুকের পাটা আছে তোমার!"

"হ্যাঁ।" ওর গলাটা একটু বেসুরো শোনালো। "একটা ব্যাপার হয়েছে, বার্টি। ছবিটা মনে হয় যেন ঠিক হয় নি। একটা-কিছু হয়েছে আঁকার মধ্যে—আমার আঙ্কল আধঘণ্টার মধ্যে আসছেন জিনিসটা কেমন হয়েছে দেখতে, এবং—জানি নে কেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি এলে আমি মনে একটু জোর পাব!"

বুঝতে পারলাম একটা ফেসাদের দিকে পা বাড়াচ্ছি। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে জীভ্‌সের সহৃদয় সহযোগিতা চাই।

"কি মনে করো, চটেমটে যাবেন?"

"সম্ভব।"

চোখ বুজে একবার রেস্তরাঁয় দেখা সেই লালমুখো দৈত্যটার চেহারাখানা দেখে নিলাম, এবং সেই দুরাসদের অগ্নিমূর্তি কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম। একটুও বেগ পেতে হ'লো না। দৃঢ়স্বরে কর্কিকে ফোনে ভরসা দিলাম।

"আমি আসছি," আমি বললাম।

"বাঁচালে!"

"জীভ্‌স আমার সঙ্গে আসবে কিন্তু।"

"কেন, আবার জীভ্‌স কেন? জীভ্‌সকে কি করতে? জীভ্‌সের কি দরকার? কে চায় জীভ্‌সকে? জীভ্‌সই তো সেই মূর্খটা যার স্কীমের পরিণতি হয়েছে—"

"শোনো, কর্কি, প্রাণের বন্ধু! তুমি যদি ভেবে থাক যে জীভ্‌সকে সঙ্গে না নিয়ে একা একা আমি তোমার ওই আঙ্কলের সামনাসামনি হব, তা হলে তুমি বেজায় ভুল করছো। তার চেয়ে আমি বরং এক পাল হিংস্র জানোয়ারের আড্ডায় ঢুকে একটা সিংহের ঘাড় কামড়ে ধরবো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, হয়েছে," কর্কি বললো। অবশ্য গলার আওয়াজটা খুব খুশি খুশি শোনালো না, কিন্তু স্বরে কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। সুতরাং আমি জীভ্‌সকে স্মরণ করলাম এবং অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম।

"ঠিক আছে, স্যর," জীভ্‌স বললো।

গিয়ে দেখি কর্কি তার স্টুডিয়োর দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছে, একটা হাত কতকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে তুলে ধরেছে যেন ওর ভয় হচ্ছে ছবিটা ঝাঁপ দিয়ে ওর ঘাড়ে পড়বে।

"এগিয়ো না, বার্টি; ঠিক যেখানে আছ সেইখানে দাঁড়িয়ে থাক," সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই ও বললো। "এবারে সত্যি করে বলো ছবিটা দেখে তোমার কি রকম মনে হয়।"

বড় জানালাটা দিয়ে আলোটা সোজা এসে পড়েছিল ছবিটার উপর। খুব ভাল করে একবার ছবিটা দেখলাম, যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেইখান থেকে। তারপর দু'পা এগিয়ে আর একবার তাকালাম। তারপর ফিরে গেলাম পূর্বের জায়গায়, কারণ সেখান থেকে, মনে হ'ল, তত খারাপ দেখাচ্ছিল না।

"কি রকম মনে হয়?" উদ্বিগ্নস্বরে কর্কি বললো।

আমি একটু ইতস্তত করতে লাগলাম।

"অবশ্য বুঝতেই পার, ওস্তাদ, আমি বাচ্চাটাকে মাত্র একবারই দেখেছি, এবং তাও শুধু এক লহমার জন্য, কিন্তু—কিন্তু বাচ্চাটা খুবই কুৎসিত, তাই না? আমার তো সেই রকমই মনে পড়ে।"

"একেবারে এই রকম বীভৎস?"

আমি আবার ছবিটার দিকে তাকালাম, এবং সত্যের খাতিরে আমাকে খোলাখুলি বলতে হ'লো।

"না, এই রকম কি করে হয়? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে, ওস্তাদ।"

একটা অস্ফুট যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এলো বেচারার গলা চিরে এবং কতকটা যেন অভ্যাসবশত, সে মাথার চুলের মধ্য দিয়ে আঙ্গুল চালাতে লাগলো।

"ঠিকই বলেছ, বার্টি। এই হতচ্ছাড়া ছবিটার কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়ে গেছে। আমার নিজের কি মনে হয় জানো? সেই যে শিল্পী সার্জেণ্ট দিনকতক একটা রেওয়াজ চালু করেছিল—প্রতিমূর্তিতে সাবজেক্‌টের মনের চেহারা ফুটিয়ে তোলা—আমি অজান্তে তাই করে বসেছি। ছেলেটার বাইরের খোলসটা পেরিয়ে একেবারে ওর অন্তরের রূপটি ক্যানভাসের উপর ধরে দিয়েছি।"

"কিন্তু ওই বয়সের একটা শিশুর এই রকম একখানা মন কি করে সম্ভব হয়? আমি তো ধারণা করতে পারি নে এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে ও এত দূর এগোতে পারে। জীভ্‌স, তুমি কি বলো?"

"বিশ্বাস করা কষ্ট, স্যর।"

"ও যেন—ও যেন কেমন লুব্ধ লেলিহ চোখে তোমার দিকে তাকাচ্ছে, তাই না?

"তাও লক্ষ করেছ?" কর্কি টিপ্‌পনী কাটল।

"লক্ষ না করে যে কি করে কেউ থাকতে পারে, তা তো বুঝি নে।"

"আমি সেরেফ চেষ্টা করেছিলাম বাঁদরটার মুখে একটু হাসিহাসি ভাব ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু, কি করে কি হ'লো, ওকে দেখাচ্ছে খাঁটী একটি লম্পটের মতো।"

"আমি ঠিক এই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, ওস্তাদজী। মনে হয় যেন একটা উদম বেলেল্লা হুল্লোড়ের ঠিক মধ্যিখানে ও বসে আছে, আর খুব মজা লুটছে। তাই মনে হয় না, জীভ্‌স?"

"চেহারাটা যে মাতোয়ারার মতো দেখাচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না, স্যর।"

কর্কি কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল এবং তার আঙ্কল ঘরে এসে ঢুকলেন।

সেকেণ্ড-তিনেকের জন্য ঘরের মধ্যে একটা আনন্দ ও উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেল। বুড়ো, কর্কির পিঠ চাপড়ে দিল, বললো এ' রকম চমৎকার একটা দিন কখনও দেখেছে বলে তার মনে হয় না, এবং হাতের ছড়িটা দিয়ে সপাৎ করে নিজের পায়ের উপর একঘা মারলো। জীভ্স একটু পিছনে সরে দাঁড়িয়েছিল ; তাকে উনি দেখতে পেলেন না।

"তারপর, ব্রুস, ছবিটা তাহলে শেষ হ'লো ; সত্যিই কি—শেষ করেছ? বেশ, বেশ ; বের করো তা হলে। আমরা সবাই একবার দেখি। তোমার আণ্টকে বেজায় অবাক করে দেবে কিন্তু। কই, কোথায়? দেখা যাক—"

এবং সেই মুহূর্তে বিষম ধাক্কা খেলেন—অতর্কিতে, ঘুষিটার জন্য প্রস্তুত হবার পূর্বেই—এবং গোড়ালির উপর দোল খেয়ে পিছনে হঠলেন।

"উফ্!" বলে উনি চেঁচিয়ে উঠলেন ; আর মিনিটখানেকের জন্য এমন একটা বিশ্রী থমথমে স্তব্ধতা বাতাসটাকে ভারী করে তুললো। এ রকম বিপন্ন খুব কমই হয়েছি।

"একটা ভাঁড়ামি হ'লো বুঝি?" শেষমেষ তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল। কথাটা এমনভাবে বললেন যে মনে হ'লো একসঙ্গে ষোলটা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত ঘরটাকে চিরে বেরিয়ে গেল।

ভাবলাম পুরনো বন্ধু কর্কির পাশে এসে দাঁড়ানো এখন আমার কর্তব্য।

"আপনাকে আর সামান্য একটু দূরে দাঁড়িয়ে জিনিসটা দেখতে হবে,"!

"তা' আর বলতে!" আমি বললাম। ঘোড়ার মতো নাক দিয়ে একটা শব্দ করে তিনি তর্জে উঠলেন। "তফাতেই দাঁড়াতে চাই! একেবারে

এত তফাতে যে দূরবীন দিয়েও ওটাকে দেখা না যায় !" তারপর তিনি কর্কির দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন যেন একটা বুনো বাঘ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেই এক চাঙ্গড় মাংস দেখতে পেয়েছে। "এই—এই—এরই জন্য তুমি তোমার সময় এবং আমার টাকা ধ্বংস করেছ এত বচ্ছর ধরে ! চিত্রশিল্পী ! আমার একটা বাড়ি রং করাতেও তো তোমাকে ডাকব না। জিনিসটা ভাল হবে মনে করে, তুমি একজন ভাল কারিগর ভেবে তোমাকে এই কাজের ভারটা দিলাম, আর এই—এই—এই—একখানা ব্যঙ্গকৌতুকীর পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করা এই নকশা তুমি বানিয়েছ !" থরথর করে তিনি কাঁপতে লাগলেন, এবং গজরাতে গজরাতে, টলতে টলতে, দরজার দিকে ছুটলেন। "এই শেষ—এইখেনেই শেষ, এরপরও যদি তুমি নিজেকে আর্টিস্ট ঠাউরে বোকার মতো এইভাবে চলতে চাও, যেহেতু তাহলে দিব্যি নির্বিবাদে কিছু না করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যায়, সে তোমার অভিরুচি। কিন্তু এই বলে যাচ্ছি তোমাকে। সোমবার সকালে আমার আপিসে যাবে—প্রস্তুত হয়ে যাবে যে আমার ব্যবসায় ঢুকবে, একেবারে নীচের ধাপ থেকে সুরু করে একটু একটু করে উপরে উঠে আসতে হবে, আর এই সব বাঁদরামি একদম ছেড়ে দেবে। বছরছয়েক আগেই তোমার তাই করা উচিত ছিল। আর এ যদি না করো, তবে আর একটি আধলাও আমার কাছ থেকে পাবে না—একটি আধলাও না—একটি আধলাও না—একটি আধলাও—ইশ !"

দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আঙ্কল অন্তর্হিত হলেন। আমি বোমা-রোধক শেলটারটার ভেতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

"কর্কি, ব্রাদার !" আস্তে ফিসফিস করে আমি ডাকলাম।

হাঁ করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে কর্কি দাঁড়িয়েছিল—মুখে একটা কাঠিন্য এবং চোখে একটা অসহায়, বিপন্ন ভাব।

"কি বলো, এই খতম!" হতাশভাবে ও বললো।

"কি করবে ঠিক করলে?"

"করবো? কি করতে পারি আমি? উনি যদি রসদ বন্ধ করেন, তা হলে তো এখানে আর থাকতে পারি নে। শুনলে তো কি বললেন? সোমবারদিন যেতেই হবে ওঁর আপিসে।"

সান্ত্বনার একটা কথা খুঁজে পেলাম না। আপিস সম্বন্ধে ওর মনের ভাব ভালরকমই জানি। এমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম বলতে পারি নে—সগু কুড়ি বছর জেলের হুকুম হয়েছে এই রকম কোনও দোস্তের কাছে বসে গল্প করার চেষ্টা করার মতন।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে একটি স্নিগ্ধ স্বর ভেসে এলো।

"আমি কি একটা প্রস্তাব করতে পারি, স্যর?"

গলাটা জীভ্‌সের। পিছনের আড়াল থেকে কখন নিঃশব্দে সে বেরিয়ে এসেছে এবং গম্ভীরভাবে ছবিখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। দিব্যি কেটে বলছি, জীভ্‌স যে সঙ্গে রয়েছে সে কথা একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। এই থেকেই বুঝে নিন কর্কির আঙ্কল আলেকজাণ্ডার যখন যুদ্ধং দেহি মূর্তিতে নেমে পড়লেন, তখন সে কি লণ্ডভণ্ড একটা কাণ্ড হয়েছিল।

"জানি নে, স্যর, কখনও আপনাকে বলেছি কি না যে এক সময় মিঃ ডিগ্‌বি থিস্‌ল্‌টন বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। হয়তো তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন একজন যাকে শুদ্ধ ভাষায় বলে শিল্পোদ্‌যোক্তা, এমনি সচরাচর লোকে বলে ফিন্যনিশিয়র। এখন তিনি লর্ড ব্রিজওয়ার্থ নামে পরিচিত। তিনি প্রায়ই বলতেন একটা না একটা পথ সব সময়ই থাকে। প্রথম তাঁর

মুখে এই কথাটা শুনেছিলাম যখন তাঁর পেটেণ্ট লোমনাশকের ব্যবসাটা ফেল পড়লো।"

"জীভ্‌স্," আমি বললাম, "কি আজেবাজে বকছো?"

"মিঃ থিস্‌ল্‌টনের কথা বলছিলাম, স্যর, কারণ তাঁর ব্যাপারটার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার অনেক বিষয়ে মিল আছে। তাঁর লোমনাশকটা চললো না, কিন্তু সেজন্য তিনি মুষড়ে পড়লেন না। 'হেয়ার-ও' নাম দিয়ে সেইটেকেই আবার বাজারে ছাড়লেন—গ্যারাণ্টি দিয়ে যে মাসকয়েক ব্যবহার করলেই একমাথা চুল গজাবে। জিনিসটার বিজ্ঞাপন বেরুত, স্যর। আপনি হয়তো দেখে থাকবেন সেই মজার ছবিটা—একটা বিলিয়ার্ড বল, 'হেয়ার-ও' মাখবার পূর্বে ও পরে। হুহু করে জিনিসটা কাটতে লাগলো, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মিঃ থিস্‌ল্‌টন এত টাকা করলেন যে কিছুদিন পরেই তাঁকে লর্ডশ্রেণীভুক্ত করা হ'লো। স্বীকার করা হ'লো তাঁর অকুণ্ঠ সেবা ও বদান্যতা তাঁর নিজের পার্টির উন্নতি এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য। আমার মনে হয়, স্যর, মিঃ কর্‌কোরান যদি ব্যাপারটা একটু তলিয়ে চিন্তা করে দেখেন, তা হলে, মিঃ থিস্‌ল্‌টনের মতো, উনিও দেখতে পাবেন যে একটা পথ সব সময়ই থাকে। মিঃ ওর্প্‌ল নিজেই আসানের একটা ইঙ্গিত করে গেছেন। রাগের মাথায় তিনি ছবিখানাকে সচিত্র কমিক ক্রোড়পত্রের নকশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এটা খুব একটা মূল্যবান ইঙ্গিত, স্যর। তাঁর একমাত্র সন্তানের আলেখ্য হিসেবে, মিঃ ওর্প্‌লের হয়তো মিঃ কর্‌কোরানের আঁকাটা পছন্দ হয় নি, কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি কমিক কাগজের সম্পাদকেরা জিনিসটা পেলে খুশিই হবেন—দেখেই বুঝবেন এইটেকে ভিত্তি করে চমৎকার এক সিরিজ ব্যঙ্গচিত্র চালানো যায়। মিঃ কর্‌কোরান যদি অনুমতি দেন তো বলি, ব্যঙ্গচিত্রের দিকেই তাঁর প্রতিভার ঝোঁক। এই ছবিখানার মধ্যে এমন একটা কিছু

আছে—এমন একটা নির্ভীক বলিষ্ঠতা—যা দেখামাত্র নজরে পড়ে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জিনিসটা অতিশয় জনপ্রিয় হবে।”

কর্কি চোখ পাকিয়ে ছবিখানার দিকে তাকিয়েছিল, এবং মুখ দিয়ে এক প্রকার শব্দ করছিল—যেন শুকনো কিছু টেনে নিচ্ছে। ও যেন ক্লান্তিতে একেবারে বিবশ, অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ ও বেয়াড়ারকম হাসতে আরম্ভ করলো।

“কর্কি, এই কর্কি!” ধীরে ধীরে ওর গায়ে হাত বুলতে বুলতে আমি বললাম। আমার ভয় হ'লো হতভাগার বুঝি বা মাথা খারাপ হয়ে গেল।

টলতে টলতে ঘরময় ও ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

“সত্যি বলেছে! লোকটা একদম খাঁটী সত্য কথা বলেছে! জীভ্‌স, তুমি একটা অকূলের কাণ্ডারী। তোমার মাথা থেকে বেরিয়ে এসেছে এ যুগের সব চেয়ে জবরদস্ত আইডিয়া। সোমবার আপিসে গিয়ে হাজিরা দেবে! একদম নীচের ধাপ থেকে সুরু করবে! আমি ওঁর ব্যবসা কিনে নেব; অবশ্য যদি সেরকম খেয়াল হয়। **‘সন্‌ডে ’স্টারের’** কমিক ডিপার্টমেণ্টের সম্পাদকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। এই জিনিস ও পাওয়ামাত্র গিলবে। এই সেদিন আমাকে বলছিল ভাল একটা নতুন সিরিজ যোগাড় করা কি রকম শক্ত। এই রকম একখানা অব্যর্থফলপ্রদের জন্য আমি যা চাইব ও তাই-ই দেবে। একটা সোনার খনি পেয়েছি হে। কই, আমার হ্যাট কই? একটা চিরস্থায়ী আয়ের বন্দোবস্ত হয়ে গেল! ছুত্তোর, কোথায় গেল দুষমন হ্যাটটা? আমাকে পাঁচটা ডলার ধার দাও, বার্টি। একটা ট্যাক্‌সি নিয়ে পার্ক রো'এ যাব ভাবছি!”

জীভ্‌সের মুখে ফুটে উঠল মুরুব্বীয়ানার স্মিতহাসি। নাকি বলবো মুরুব্বীয়ানা ঈষৎ-হাসির তাড়িত চমকে তার মুখের আশেপাশের পেশী-

গুলো ক্ষণিকের জন্য আকুঞ্চিত হ'লো—জীভসের হাসি তার বেশী কখনও এগোয় না।

"মিঃ কর্‌কোরান, আপনার এই নতুন সিরিজটার একটা নাম যদি আমাকে দিতে বলেন তো আমি বলি এর নামকরণ হোক 'বেবি ব্লব্‌সের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী'।"

কর্কি এবং আমি ছবিটার দিকে তাকালাম; তারপর তাকালাম পরস্পরের দিকে একটা সশঙ্ক শ্রদ্ধায়। জীভ্‌স নির্ভুল বলেছে। ছবিটার আর কোনও টাইটেল হতে পারে না।

কয়েক সপ্তাহ পরের কথা। আমি সবে **"সন্‌ডে ষ্টারের"** কমিকের পাতাগুলো উলটানো শেষ করেছি।

"জীভ্‌স", আমি হাঁকলাম, "আমি একজন আশাবাদী। বরাবর। বয়স যত বাড়ছে, ততই আমি শেক্‌স্‌পিয়র এবং অন্যান্য কবি মহারথীদের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হচ্ছি যে ঊষার পূর্বেই অন্ধকার গাঢ়তম হয় এবং প্রত্যেক মেঘখণ্ডের আড়ালেই আলোর রশ্মি লুকানো আছে এবং রেসে যা হেরে আস তা শেয়ারমার্কেটে পুষিয়ে নিতে পার। দেখ না মিঃ কর্‌কোরানকে। এই লোকটা, লোকে দেখলে বলতো, দুর্গতির একেবারে চরম সীমায় পৌছেছে বলতে গেলে, ওর তো হয়ে গিয়েছিল। আর এখন ওর দিকে চেয়ে দেখ তো। এই ছবিগুলো তুমি দেখেছ?"

"আপনার কাছে নিয়ে আসার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলাম, স্যর। খুবই রঙ্গদার।"

"খুব চলছে এগুলো, জানো তো।"

"আমি তাই আশা করেছিলাম, স্যর।"

আমি বালিশে ঠেস দিয়ে কাত হলাম।

"জানো, জীভ্‌স, তুমি একটা প্রতিভা। এইগুলোর দরুন তোমার একটা কমিশন পাওয়া উচিত।"

"সেদিক থেকে আমার কোনও নালিশ নেই, স্যর। মিঃ কর্কোরান দরাজ হাতেই দিয়েছেন। আপনার খয়েরি স্যুটটা বের করছি, স্যর।"

"না, আমি ভাবছি ফিকে লাল ডোরা-কাটা নীল স্যুটটা পরবো।"

"না, স্যর, ফিকে লাল ডোরা-কাটা নীলটা নয়।"

"কিন্তু আমার যে মনে হয় ওইটেতে আমাকে খুব ভাল দেখায়।"

"না, স্যর, ফিকে লাল ডোরা-কাটা নীলটা নয়।"

"বেশ, আচ্ছা, তোমার যেমন খুশি।"

"আচ্ছা, স্যর। ধন্যবাদ, স্যর"।

॥ দোস্ত বিফির সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ॥

"জীভ্‌স", গোসলখানা থেকে বেরিয়েই আমি হাঁকলাম, "মদ ত দেও।"

"এই যে, স্যর।"

আমি ওর দিকে তাকালাম—একটা অকারণ খুশিতে আমি উপচে পড়ছিলাম। সপ্তাহ দুয়েকের জন্য আমি প্যারিসে বেড়াতে এসেছি; আর, প্যারিসের আবহাওয়ায় কি আছে জানি নে, এখানে এলেই আমার প্রাণে একটা সাড়া জাগে, মনে হয় এ সংসার মজার কুঠি, সেরেফ বেঁচে থাকার আনন্দে মশগুল হয়ে যাই।

"বোহিমিয়ো অভিযানের উপযুক্ত চলনসই ভদ্রগোছের সাজপোশাক করো," আমি বললাম। নদীর ওপারে এক আর্টিস্ট ছোকরার ওখানে লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে।"

"আচ্ছা, স্যর।"

"আর, দেখ, জীভ্‌স, যদি কেউ আমার খোঁজ করে, তাহলে বলো স্নিগ্ধ সন্ধ্যাগমে আমার প্রত্যাবর্তন হবে।"

"আচ্ছা, স্যর। একটু আগে, আপনি যখন গোসলখানায় ছিলেন, মিঃ বিফেন টেলিফোন করেছিলেন।"

"মিঃ বিফেন? বলো কি!"

কি ভাবে যে বিভুঁই বিদেশে চেনা লোকগুলো গায়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ভাবলে আশ্চর্য লাগে—মানে, এমন সব বান্দা যাদের সঙ্গে হয়তো একযুগ দেখা নেই এবং তারা যে ধারেকাছে কোথাও

থাকতে পারে তা বিশ্বাস করাই যায় না। পুরানো বন্ধু বিফি যে প্যারিসে এসে উদয় হবে এ একেবারে ধারণার বাইরে। একদিন ছিল যখন আমরা দুই সহরে ছেলে একসঙ্গে ওঠাবসা করতাম এবং রোজই প্রায় একসঙ্গে খানাপিনা চলতো। কিন্তু প্রায় আঠের মাস হ'লো ওর ধর্ম মা মারা যান এবং ওকে দিয়ে যান তাঁর হিয়রফোর্ডশায়ারের জায়গাজমি। সেই থেকে ও গাঁয়ে গিয়ে জমিদার হয়ে বসেছে, এবং কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হ'তো।

"আমাদের বিফি প্যারিস সহরে? কি করছে এখানে?"

"আমার কাছে খুলে বলেন নি, স্যর," জীভ্‌স বললো—স্বরটা কিছু উদাস মনে হ'লো, গলাটা কেমন যেন ঠাণ্ডা শোনালো, যেন বিফির সম্বন্ধে ওর কোনও ঔৎসুক্য নেই। অথচ, আগেকার দিনে, সব সময় দেখেছি, দু'জনে খুব ভাব।

"কোথায় আছে সে?"

"হোটেল আহ্বেনিদা, রু্য দ্যু কলিজে, স্যর। তিনি বললেন এখুনি তিনি বেরুচ্ছেন এক চক্কর ঘুরতে, বিকেলের দিকে এখানে আসছেন।"

"আচ্ছা, যদি সে আসে, আর আমি না থাকি, তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলো। তারপর, জীভ্‌স, লে আও মেরে দস্তানে, মেরি টোপি, আউর সা'ব কা লিয়ে হাওয়াই গাড়ি। এবারে ছিটকে পড়া দরকার।"

দিনটা ছিল ভারী খটখটে, আর আমার হাতে সময় ছিল বিস্তর। সুতরাং সরবনের কাছাকাছি এসে ট্যাক্‌সিটাকে থামিয়ে নেমে পড়লাম! ঠিক করলাম বাকী পথটা হেঁটেই যাব। আর হদ্দ সাড়ে তিন পা এগিয়েছি, এমন সময়ে দেখি আমাদের বিফি সশরীরে আমার সামনে ফুটপাতের উপর দাঁড়িয়ে। আমার শেষ পদক্ষেপটা পুরোপুরি নিলে, ওর ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়তাম।

"বিফি!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। "তারপর, তারপর, তারপর!"

ভুরু কুঁচকে, চোখ পিটপিট করে, ও আমার দিকে তাকালো—আচমকা পাঁজরায় খোঁচা খেলে ওর হিয়রফোর্ডশায়ারের গরু ভুষির গামলা থেকে মুখ তুলে যে-ভাবে তাকায় কতকটা সেইভাবে।

"বার্টি!" ও ঘড়ঘড় করে উঠল, স্বরে একটা ভাবের আবেগ। "কি ভাগ্যি!" ও শক্ত করে আমার হাত জাপটে ধরলো। "আমাকে ফেলে যেও না, বার্টি। আমি হারিয়ে গেছি।"

"হারিয়ে গেছ, মানে?"

"আমি সহরটা একটু ঘুরে দেখতে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু মাইল দুয়েক চলার পর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আমি পথ হারিয়েছি—ভূমণ্ডলের কোন অংশে যে বর্তমানে আছি বলতে পারি নে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চক্রাকারে ঘুরছি।"

"কাকেও জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

"একটা ফরাসী কথাও যে উচ্চারণ করতে পারি নে।"

"আচ্ছা, একটা ট্যাক্সি ডাকলে না কেন?"

"হঠাৎ আবিষ্কার করলাম টাকাপয়সা সব হোটেলেই রেখে এসেছি।"

"একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে গিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া চুকিয়ে দিতে পারতে।"

"হ্যাঁ, তা পারতাম; কিন্তু ফের চমকে আবিষ্কার করলাম যে হোটেলটার নামই ছাই ভুলে গেছি।"

সংক্ষেপে এই হ'লো আমাদের চার্ল্স এড্ওয়ার্ড বিফেন। এ রকম খেয়ালী, অগোছালো অপদার্থ সারা দুনিয়া খুঁজলে আর একটি পাওয়া যাবে না। ভগবান জানেন—এবং আমার আণ্ট আগাথা পুরোপুরি সমর্থন করবেন আমার এই কথা— আমি নিজে একটা কিছু

জবরদস্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি নই ; কিন্তু, বিফির সঙ্গে তুলনায়, আমাকে দেশকালনির্বিশেষে একজন উচ্চদরের মনীষী বলা চলে।

"কেউ যদি আমাকে হোটেলটার নামটা বলে দেয়," বিফি মিনতির স্বরে বললো, "তা হলে তাকে একটা শিলিং দিতে রাজী আছি।"

"শিলিংটা আমাকে দিতে পার। হোটেল আম্বেনিদা, র‍্যু দ্যু কলিজে।"

"বার্টি! এ যে দেখছি ভৌতিক ব্যাপার। ধেৎ, তুমি কি করে জানলে?"

"এই ঠিকানাটা আজ সকালে তুমি জীভ্সকে ফোনে বলেছিলে।"

"তাই বটে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।"

"বেশ, এখন এস তো আমার সঙ্গে, গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক। তারপর তোমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিই, বাড়ি চলে যাও। আমার একটা লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে, তা যথেষ্ট সময় আছে।"

রাস্তাটায় এগারটা ক্যাফে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে ধাক্কা দিচ্ছিল। তারই একটাতে ঢুকে আমি টনিকের অর্ডার দিলাম।

"তারপর সমস্ত পৃথিবী প'ড়ে থাকতে প্যারিসে কেন? এখানে কি করছো?" ওকে জিজ্ঞাসা করলাম।

"বার্টি, কি বলবো," গম্ভীরভাবে ও বললো, "আমি এখানে ভুলতে এসেছি।"

"সে তো দেখতে পাচ্ছি বেশ কৃতকার্য হয়েছ।"

"তুমি জানো না, ভাই, হৃদয় আমার ভেঙে গেছে। সব তোমাকে খুলে বলছি, বার্টি।"

"না, না! থাক, থাক!" বাধা দিয়ে আমি বললাম। কিন্তু ওকে থামানো গেল না, ও স্থরু করে দিল।

"আর বছর," বিফি বললো, "স্যামন মাছ ধরবার একটা প্ল্যান নিয়ে টুক করে কানাডা চলে গিয়েছিলাম।"

দ্বিতীয় পাত্রের জন্য অর্ডার দিলাম। বলাধান না হলে মাছধরার গল্প ধৈর্য ধরে শুনতে পারব না।

"নিউ ইয়র্ক-যাত্রী জাহাজটায় একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হ'লো।" বিফি একটা অদ্ভুত ঢোঁক গিলবার মতো শব্দ করলো, একটা ডালকুত্তা যেন তাড়াতাড়ি আধখানা কাটলেট গিলে ফেলে বাকী আধ খানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। "বার্টি, বন্ধু, তাকে যে কি রকম দেখতে সে মুখে বলা যায় না। সেরেফ অসম্ভব।"

যাক, বাঁচা গেল।

"সে একটা বিস্ময়! ডিনারের পর আমরা দু'জনে ডেকের উপর পায়-চারি করতাম। ও ছিল অভিনেত্রী। কমসে-কম ওই রকম একটা-কিছু।"

"ওই রকম একটা-কিছু, মানে?"

"খুলেই বলি তবে। ও আর্টিস্টদের স্টুডিয়োতে, বড় বড় পোশাকের দোকানে, মডেলের কাজ করেছে। তা ছাড়া, কিছু গুছিয়েও নিয়েছে, এখন নিউ ইয়র্ক চলেছিল কাজের খোঁজে। ওর সব কথা আমাকে বলেছিল, বার্টি। ক্ল্যাপহামে ওর বাবার একটা মিল্ক-বার আছে। ক্রিক্‌ল্উডেও হতে পারে। আর, জিনিসটা মিল্ক-বারও হতে পারে, জুতোর দোকানও হতে পারে।"

"গোল করে ফেলা খুবই স্বাভাবিক।"

"তোমাকে শুধু এইটে বোঝাতে চাইছি," বিফি বললো, "যে ও একটা সৎ, বলিষ্ঠ, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। ওর মধ্যে চটুকে কিছু পাবে না। যে কোনও লোক এই রকম একজন স্ত্রী পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে।"

"বটে! ও কার স্ত্রী ছিল?"

"কারও নয়। আরে, গল্পটাই তো সেইখানে। আমি চেয়েছিলাম আমার করতে, কিন্তু হ'লো না। কোথায় হারিয়ে গেল।"

মানে, ঝগড়াটগড়া হয়েছিল বুঝি ?"

"না হে ঝগড়াফগড়া কিছু নয়। সোজা হারিয়ে ফেললাম। সাদা কথায় যাকে বলে উধাও হয়ে গেল। নিউ ইয়র্কে কাষ্টমসের একটা চালায় আমাদের শেষ দেখা হয়। এক সার ট্রাঙ্কের পিছনে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এবং আমি কেবল প্রোপোজ করেছি এবং ও সম্মতি জানিয়েছে এবং পৃথিবীটা মনে হচ্ছে একটা চমৎকার জায়গা, এমন সময় বিদকুটে চেহারার একটা লোক, খোঁচামারা এক টুপি মাথায়, আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমার ট্রাঙ্কের তলায় নাকি কতগুলো সিগ্রেট পাওয়া গেছে এবং ভুলে নাকি সে কথাটা আমার বলা হয় নি, লোকটা এসে বললো। এই নিয়ে তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এদিকে বেলা তখন বেশ বেড়ে গেছে—আমাদের জাহাজ ভিড়তেই প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল—আমি তাই মেবেলকে তার হোটেলে চলে যেতে বললাম, এবং বলে দিলাম পরের দিন সকালে তার ওখানে আমি যাব এবং দু'জনে কোথাও গিয়ে একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে। সেই-ই শেষ, আর তার তার সঙ্গে দেখা হ'লো না।"

"মানে, ও ওর হোটেলে ছিল না ?"

"খুব সম্ভব ছিল। কিন্তু—"

"তবে কি হ'লো ? তুমি আর ওর হোটেলে গেলে না ?"

"বার্টি, দোস্ত," বিফি বললো, কতকটা যেন অভিভূতের মতো, "ভগবানের দোহাই, আমি যে কি বলতে চাই আর কি চাই নে বার বার এই এক কথা জিজ্ঞাসা করো না। এই ব্যাপারটা আমাকে নিজের মতো করে বলতে দাও, নইলে আমি সব তালগোল পাকিয়ে ফেলব এবং আমাকে ফের গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।"

"তোমার মতো করেই বলো," আমি তক্ষুনি বললাম।

"তবে, শোনো, এক কথায় বলতে গেলে, বার্টি, হোটেলটার নামই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আধ ঘণ্টা পর্যন্ত সেই সিগ্রেটের ব্যাপারটা নিয়ে বকরবকর করার পর আমার মাথাটা একদম ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে একটা ধারণা ছিল যে হোটেলটার নাম কোথাও লিখে রেখেছি, কিন্তু দেখলাম তা করি নি। আমার পকেটে যত কাগজপত্র ছিল সব খুঁজে দেখলাম। ঠিকানাটা কোথাও পেলাম না। না, কোনও উপায় নেই। ওকে হারালাম।"

"খোঁজটোজ করলে না কেন?"

"কি বলবো, বার্টি, আমি ওর নামটা ভুলে গিয়েছিলাম।"

"আরে না, কি ছাই মাথামুণ্ড বকছো!" আমি বললাম। বিফির পক্ষেও জিনিসটা একটু বেশি মোটা ধরনের মনে হ'লো। "ওর নামটাই ভুলে গেলে? এ কী করে পারলে? তা ছাড়া, এই তো একটু আগে আমাকে বললে নামটা—মুরিয়েল না কি।'

"মেবেল," উদাসস্বরে বিফি শুধরে দিল। "ভুলে গিয়েছিলাম ওর পদবীটে। সুতরাং সব আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কানাডায় ফিরে গেলাম।"

"রোস, আধ সেকেণ্ড অপেক্ষা করো", আমি বললাম। "তুমি নিশ্চয়ই তাঁকে তোমার নাম বলেছিলে। মানে, তুমি না হয় তাঁর খোঁজ করতে পারলে না, তিনি তো তোমাকে খুঁজে বের করতে পারতেন।"

"ঠিক ধরেছ। আর তাই তো সমস্ত জিনিসটা এমন বিশ্রী হোপ্‌লেস বলে মনে হচ্ছে। সে আমার নামধাম সব জানে, কিন্তু তার কাছ থেকে একটা কোনও খবর আজ পর্যন্ত পেলাম না। মনে হয়, হোটেলে ওর সঙ্গে দেখা না করায়, ও ধরে নিয়েছে আমার মন বদলেছে এবং ব্যাপারটার এইখানেই ইতি করা আমার ইচ্ছা—আমার

হোটেলে না যাওয়াটা ইচ্ছাকৃত এবং আমার মন-বদলানোর একটা ভদ্র ইঙ্গিত।"

"তাই তো মনে হয়," আমি বললাম। তা ছাড়া আর কি-ই বা মনে করা যেতে পারে। "এখন আর কি করবে, দিনকতক ভোঁ ভোঁ করে এদেশ সেদেশ ঘুরে বেড়াও যে পর্যন্ত না হিয়া-দগদগি ভাল হয়, কি বলো? আজ রাত্রে চলো না একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাক ভাল একটা কোনও রেস্তরাঁয়, তারপর একটা নামজাদা থিয়েটার বা—"

বিফি মাথা নাড়ল।

"কোনও লাভ নেই। ও সব অনেক চেষ্টা করে দেখেছি। তা-ছাড়া, চারটের গাড়িতে আমি চলে যাচ্ছি। কাল হিয়রফোর্ডশায়ারে আমার একটা ডিনার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট রয়েছে। আমার ওই বাড়িটার এক খদ্দের জুটেছে, তার সঙ্গে। লোকটা এখন পর্যন্ত শুধু ঠোকরাচ্ছে।"

"আরে, তুমি ওই বাড়িটা বিক্রি করবার চেষ্টা করছো না কি? আমি ভেবেছিলাম জায়গাটা তোমার মনের মতো।"

"ছিল। কিন্তু, বার্টি, এই ঘটনার পর, আবার ফিরে গিয়ে ওই হাঁ-করা রাক্ষুসে খামারবাড়ির মতো বাড়িটায় একা থাকতে হবে ভাবতেই আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। তাই স্যর রডরিক গ্লসপ যখন প্রস্তাব করলেন—"

"স্যর রডরিক গ্লসপ! সেই পাগলা ডাক্তারটা নয় তো?"

হ্যাঁ, সেই বিখ্যাত নার্ভ-বিশেষজ্ঞ। কেন, তুমি তাঁকে চেন নাকি?"

দিনটা গরমই ছিল, কিন্তু আমি শিউরে উঠলাম।

"ওঁর মেয়ের সঙ্গে দিন দশবারো আমার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট চলেছিল," আমি চাপা গলায় বললাম। সেই খানায় পড়তে পড়তে বেঁচে যাওয়ার কথা মনে হলেই কেমন অসাড় হয়ে যাই।

"ওঁর কি একটা মেয়ে আছে ?" বিফি অন্যমনস্কের মতো বললো।

"আছে। শোনো, তবে বলি—"

"এখন না, দোস্ত" বলে বিফি উঠে পড়লো। "এবারে আমাকে হোটেলে ফিরে যেতে হয়, বাঁধাছাঁদার কাজগুলো বাকী আছে।"

এতক্ষণ ধরে ওর গল্প শোনার পর এইভাবে ওর চলে যাওয়াটা নেহাত নিমকহারামির মতো মনে হ'লো। কিন্তু আক্ষেপ করে লাভ নেই। যত দিন যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি সেই পুরনো দিল-খোলা নেওয়া-দেওয়ার ভাবটা ক্রমেই আমাদের মধ্য থেকে একরকম উঠে যাচ্ছে অতএব, ঠেলেঠুলে ওকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে, আমি লাঞ্চ খেতে চলে গেলাম।

এরপর দিন দশেকের বেশি হয় নি—হতে পারে না। সকালের চা-টোস্ট ধ্বংস করে উঠছি এমন সময় একটা বিশ্রী ঘা খেলাম। ইংরেজী খবরের কাগজগুলো এসেছে, এবং আমার বিছানার পাশে টাইম্‌সখানা রেখে জীভ্‌স ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি কাগজখানার পাতাগুলো অলসভাবে উলটে যাচ্ছিলাম, খেলাধুলার পৃষ্ঠাটা খুঁজছিলাম। হঠাৎ একটা প্যারাগ্রাফ লাফিয়ে উঠে সোজা একেবারে আমার চোখের মণিতে এসে ঢুঁ মারল।

প্যারাগ্রাফটা এই :—

শীঘ্রই এঁদের বিয়ে হবে

মিঃ সি, ই, বিফেন এবং মিস গ্লসপ্‌

মেফেয়ারস্থ ১১, পেনগ্লো স্কোয়ার নিবাসী স্বর্গত মিঃ ই, সি, বিফেনের, এবং মিসেস বিফেনের, একমাত্র পুত্র শ্রীমান চার্ল্‌স এডওয়ার্ড এবং বি, হার্লে ষ্ট্রীট নিবাসী স্যর রডরিক এবং লেডি গ্লসপের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী অনরিয়া জেন লুইসার

এন্‌গেজ্‌মেণ্ট এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে।

"তোবা! তোবা!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"স্যর?" দরজা থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে জীভ্‌স বললো।

"জীভ্‌স, মিস গ্লসপকে তোমার মনে পড়ে?"

"চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে, স্যর।"

"মিঃ বিফেনের সঙ্গে তার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট হ'লো!"

"সত্যি, স্যর?" জীভ্‌স বললো। এবং আর একটি কথাও না বলে বেরিয়ে গেল। লোকটার নির্বিকারভাব দেখে আমি বিস্মিত, হতবাক্ হয়ে গেলাম। আমার মনে হ'লো ওর মধ্যে কোথাও ভয়ঙ্কর এক পোঁচ নির্মমতা আছে। মানে, এমন তো নয় যে ও অনরিয়া গ্লসপকে জানে না।

আমি আবার একবার প্যারাগ্রাফটা পড়লাম। একটা অদ্ভুত ভাবান্তর হ'লো আমার মনে। জানি নে আপনাদের এই ধরনের অনুভূতির কোনও অভিজ্ঞতা আছে কিনা। যে মেয়ের ঔদ্বাহিক কবলে পড়তে পড়তে আপনি বড় ভাগ্যে বেঁচে গেছেন, তার সঙ্গে আপনার কোনও দোস্তের এন্‌গেজ্‌মেণ্টের খবর শুনলে কেমন-যেন একটা—কি বলবো, জিনিসটা ঠিক ঠিক বোঝানো শক্ত। মনে করুন, কোনও বাল্যসুহৃদের সঙ্গে আপানি জঙ্গলের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে এক বাঘিনী বা একটা জাগুয়ার বা ওই জাতীয় কোনও জানোয়ারের সঙ্গে আপনাদের দেখা হ'লো, এবং আপনি ছ্যাচড়াতে ছ্যাচড়াতে কোনও রকমে একটা গাছে উঠে পড়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলেন আপনারে বন্ধু একটা ঝোপের মধ্যে জানোয়ারটার লালায়িত মুখগহ্বরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস তখনকার আপনার মনের অবস্থার সঙ্গে তুলনাটা করা যেতে পারে। আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য একটা গভীর গদগদ ভাব, কি বলছি বুঝতে পারছেন

আশা করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর জন্য একটা হুল-ফুটানো অনুকম্পার বেদনা। আমি বলতে চাইছি এই কথাটা যে, যদিও অনরিয়াকে আমার বিয়ে করতে হয় নি সেজন্য আমি আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই, বিফির মতো একজন সত্যিকার ভালমানুষকে সেই অনরিয়ারই কবলিত হতে দেখে আমি ক্লেশ বোধ করছিলাম। আরও খানিকটা চা গিলে ফেললাম এবং উদ্‌বিগ্ন মনে জিনিসটা তোলাপাড়া করতে লাগলাম।

অবশ্য, খুবই সম্ভব পৃথিবীতে এমন সব লোক আছে—শক্ত, মজবুত সব বান্দা, ছুঁচলো তাদের চিবুক আর ধারালো তাদের চোখ—যারা এই গ্লসপ্-বিভীষিকাকে হয়তো খুশিতে আলিঙ্গন করবে; কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি বিফি সে দলের নয়। অনরিয়া সেই জাতের একটি তাগড়া, ঝাঁজালো মেয়ে যাদের পেশীগুলো ওয়েলটারওয়েটদের মতো এবং যারা হাসলে মনে হয় এক দল ঘোড়সোয়ার সৈন্য একটা টিনের সাঁঝের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। সকালবেলা খাবার টেবিলে এসে মুখোমুখি বসে থাকা একটা পাশবিক অত্যাচার। তারপর আবার মগজটা ঘিলুতে ভরা। 'ও হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে যারা, যোল সেট টেনিস এবং কয়েক চক্কর গল্‌ফ খেলে তোমার জিব বের করে দিয়ে, সদ্য-ফোটা জুঁইয়ের মতো তকতকে ঝরঝরে বেশে ডিনারের টেবিলে এসে বসে আশা করে তুমি এখন সোৎসাহে ফ্রয়েডীয় আলোচনায় যোগ দেবে। আর এক সপ্তাহ আমাদের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট চললে ওর বাবার একজন রোগী বাড়ত। বিফিও আমারই মতো গোবেচারা, ঝঞ্ঝাটঝামেলা ভালবাসে না। আমার আঁতে ঘা লাগল, সত্যি বলছি, আঁতে ঘা লাগলো।

তারপর ওই যে বলছিলাম, সব চেয়ে বেশী আহত হয়েছিলাম জীভ্‌সের রিঅ্যাক্‌শানে—ওর যথোচিত ভাবান্তরের নিদারুণ অভাব দেখে। লোকটা এই সময় আবার আমার কামরায় এসে পড়ায়, হৃদয়ের পরিচয় দেবার আর একটা সুযোগ ওকে দিলাম।

"নামটা ঠিক ঠিক কানে গিয়েছিল, তো ঠিক শুনতে পেয়েছিলে, জীভ্‌স?" আমি বললাম। "মিঃ বিফেন অনরিয়া গ্লসপকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন—সেই বুড়ো ঘুঘুটার মেয়ে, যার মাথাটা ডিমের খোলার মতো আর ভ্রূজোড়া ঝাড়ুর মতো।"

"হ্যাঁ, স্যর। কোন স্যুটটা আজ সকালের জন্য বের করবো?"

ভেবে দেখুন একবার, যে-লোক গ্লসপ্‌-কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করবার জন্য তার মস্তিষ্কের প্রত্যেক শিরা উপশিরা নিয়ে টানাটানি করেছে, এই কি তার কাছে আশা করা যায়? আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমি অথই জলে পড়লাম।

"লাল-নীল টুইলটা", ঠাণ্ডা গলায় আমি বললাম। আমার মুখের ভাব এবং বলার ধরন অতি স্পষ্ট। উদ্দেশ্য ওকে দেখানো ও আমাকে কি ভীষণ হতাশ করেছে।

সপ্তাহখানেক পরে আমি লণ্ডনে ফিরে গেলাম, এবং আমার পুরনো ফ্ল্যাটটাতে সবে গুছিয়ে নিয়ে বসেছি এমন সময় একদিন বিফি হঠাৎ এসে উদয় হ'লো। ওর দিকে একবার তাকিয়েই বুঝলাম বিষাক্ত ঘায়ে পুঁজ জমতে শুরু করেছে। চেহারার সে জলুস নেই। নাঃ, অস্বীকার করবার জো নেই, সে জেল্লা নেই। ওর চেহারায় দেখতে পেলাম সেই ত্রস্ত-বিহ্বল ভাব যা গ্লসপ উৎপাতটার সঙ্গে আমার সংক্ষিপ্ত এন্‌গেজ্‌মেণ্টের সময় আমার নিজের মুখেচোখে দেখতেঃপেতাম দাড়ি-কামানোর আয়নায়। যা হোক, আপনি যদি ক্ষান্তপিসিদের ব্রিগেডের একজন মেম্বর না হন, তবে আপনাকে আদবকায়দা মেনে চলতেই হবে। সুতরাং যতটা সম্ভব উৎসাহ ঢেলে দিয়েই ওর হাতধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

"তারপর, বেশ, বেশ, দোস্ত", আমি বললাম। "খুব খুশি হলাম, সত্যিই খুব খুশি হলাম।"

"ধন্যবাদ," নির্জীবস্বরে বিফি বললো, এবং তারপর কেমন গম্ভীর হয়ে চুপ করে গেল।

"বার্টি," প্রায় মিনিট তিনেক নীরব থেকে বিফি বললো।

"হ্যালো ?"

"এ কি সত্যি যে—?"

"কি ?"

"না, কিছু না," বিফি বললো, এবং কথাবার্তা আবার মিইয়ে গেল। প্রায় মিনিট দেড়েক পরে আবার ও ভেসে উঠল।

"বার্টি।"

"এই যে, দোস্ত। ব্যাপার কি ?"

"বলি, বার্টি, এ কথা কি সত্যি যে এক সময় তুমি অনরিয়াকে বিয়ে করবে ঠিক করেছিলে ?"

"তাই বটে।"

বিফি খুকখুক করে একটু কাশল।

"তা, কি করে তুমি ছিটকে বেরিয়ে এলে—মানে, তোমাদের বিয়েটা বন্ধ হ'লো কিসে, ট্র্যাজেডিটা কি হয়েছিল ?"

"কর্মবীর জীভসের কল্যাণে। ওর মাথা থেকেই সমস্ত প্ল্যানটা বেরিয়েছিল।"

"মনে হচ্ছে, যাবার আগে," বিফি চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, "রান্নাঘরে একটা ঢুঁ মেরে জীভ্‌সের সঙ্গে একটু বাতচিত করে যাব।"

মনে হ'লো একেবারে দিল-খোলা সরলতার সময় এসেছে।

"বিফি, বন্ধু," আমি বললাম, "সাদা কথার সোজাসুজি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি এই জাঁতিকল থেকে হড়কে পড়তে চাও ?"

বিফি আমার মুখের কথা লুফে নিল, চোখে ওর মিনতি।

"বার্টি, দোস্ত, একেবারে খাঁটী মনের কথা বলছি তোমায়, ঠিক তাই।"

"তা হলে কেন মরতে গর্তের মধ্যে পা সেঁধিয়েছিলে ?"

"জানি নে। তুমি কেন দিয়েছিলে ?"

"আমি—কি জানি, কেমন হঠাৎ হয়ে গেল।"

"আমারও তাই, কেমন হঠাৎ হয়ে গেল। জানো তো, কি অবস্থা হয় যখন তোমার দিনটা খানখান হয়ে ভেঙে যায়। কেমন একটা গা-ছেড়ে-দেওয়া ভাব, একটা জড়তা এসে যায়। মনটা যেন ছুটি নেয়, ঘুরে বেড়ায় আনাচে-কানাচে, তুমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়, চারদিকে আর নজর রাখতে পার না, এবং হঠাৎ যখন জেগে ওঠো তখন পা তোমার ফাঁদে আটকেছে। আমি জানি নে, ভাই, কি করে কি হ'লো, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ যা ঘটেছে। এখন তুমি আমায় শুধু বলো কায়দাটা কি ?

"মানে, জানতে চাও কি করে পিছলে বেরিয়ে আসা যায় ?

"হুবহু। আমি কারও মনে ব্যথা দিতে চাই নে, বার্টি, কিন্তু এ আমি পারব না। আমার ধাতই আলাদা। দিন দেড়েক আগে পর্যন্ত ভাবতাম হয়তো ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু এখন বুঝেছি—ওর সেই হাসি তোমার মনে আছে ?"

"অবশ্য।"

"বেশ, তা হলে পয়লা নম্বর সেই হাসি। তারপর এই যে কোনও সময়েই একটু সুস্থ, নিরিবিলি থাকতে না দেওয়া—মনের উৎকর্ষসাধন, হেন-তেন কত কি—

"জানি, জানি, বন্ধু, সব জানি।"

"আচ্ছা, তা হলে কি পরামর্শ তোমার ? তখন কি যেন বলছিলে যে জীভ্স মাথা খাটিয়ে একটা প্ল্যান বের করেছিল ? সে আবার কি ?"

"শোনো, স্যর রডরিক হচ্ছেন পাগলের ডাক্তার ; তা ছাড়া তিনি আর কিছু নন, যতই তুমি তাঁকে নার্ভ-বিশেষজ্ঞ বলো না কেন। এখন, ব্যাপার হ'লো এই, বুড়োটা আবিষ্কার করে ফেললো যে আমার রক্তে পাগলামির সমান্য ছিট আছে। মারাত্মক কিছু নয়। শুধু আমার এক কাকা কিঞ্চিৎ বায়ুগ্রস্ত ছিলেন—শোবার ঘরে খরগোশ রাখতেন। আর বুড়োটা পাকা দেখা দেখতে এসে আমার এখানে লাঞ্চ খেলো, এবং জীভ্‌স এমনভাবে সব ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করলো যে চলে যাবার আগে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে আমার মাথায় কিছু গোলমাল আছে।"

"সব তো বুঝলাম," বিফি চিন্তিতভাবে বললো। "মুস্কিল হচ্ছে আমাদের পরিবারে পাগলামির কোনও নজির নেই।"

"একেবারে নেই ?"

ব্যাপারটা আমার কাছে একরকম অবিশ্বাস্য মনে হ'লো। কোনও দিক থেকে কোনও রকম কিছু সাহায্য না পেয়ে কেউ কি আমাদের চিরকেলে বিফির মতো একটি নিরেট গোবরগণেশ হতে পারে ? এ কি বিশ্বাস করা যায় ?

"আমাদের বংশতালিকায় একটা পাগলাটে নেই", হতাশভাবে ও বললো। "আমার কপাল আর কি। বুড়োটা কালকে লাঞ্চ খেতে আসছে আমার ওখানে, তোমারই মতো আমাকে বাজিয়ে নেবার জন্য, সন্দেহ নেই। আর এদিকে আমার মাথাটা এত সুস্থ জীবনে কোনও দিন বোধ করি নি।"

এক লহমার জন্য আমি ভাবলাম। স্যর রডরিকের সঙ্গে আবার মুখোমুখি হওয়ার কথা মনে হতেই শিউরে উঠলাম, একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল সারা শরীরে। কিন্তু কোনও দোস্তকে মদৎ করার সুযোগ এলে আমরা, উস্টাররা, কখনও নিজের কথা ভাবি নে।

"দেখ, বিফি", আমি বললাম, "শোনো, কি করতে হবে। তোমার ওই লাঞ্চে আমিও গিয়ে হাজির হব। এমনও হতে পারে যে তুমি আমার দোস্ত এইটে জানতে পারলে বুড়ো তখুনি সম্বন্ধটা ভেঙে দেবে, এবং আর কোনও জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে যেতে হবে না।"

"তা কথাটা বলেছ মন্দ নয়," বিফি ঝিকমিকিয়ে উঠল। "বার্টি, প্রাণের বন্ধু, হাতে হাত মিলাও!"

"আরে, আরে, কি করছো! ঠাণ্ডা হও, বন্ধুর জন্য এ আর এমন কি", আমি বললাম। "আর ইতিমধ্যে জীভসের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেব'খন। সমস্ত অবস্থাটা আগাগোড়া ওকে বুঝিয়ে বলে ওর পরামর্শ চাইব। আজ পর্যন্ত ও আমাকে কখনও নিরাশ করে নি।"

বিফি রীতিমত আশ্বস্ত হয়ে বিদায় নিল, এবং আমি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

"জীভ্‌স, আবার তোমার ডাক এসেছে", আমি বললাম। "এইমাত্র মিঃ বিফেনের সঙ্গে একটা মর্মান্তিক মোলাকাত হ'লো।"

"তাই নাকি, স্যর?"

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই", আমি বললাম, এবং আগাগোড়া ঘটনাটা ওকে জানালাম। একেবারে উদ্ভট, অপ্রত্যাশিত, কিন্তু প্রথম থেকেই টের পেয়েছিলাম ওর কেমন একটা ঠাণ্ডা, জমে-যাওয়া ভাব। সাধারণত, এই জাতীয় কোনও ছোটখাট সমস্যার জন্য যখন জীভ্‌সকে বৈঠকে ডাকি, ও দরদে একেবারে গলে পড়ে, আর ওর শানানো বুদ্ধিতে ভেলকি খেলে যায়। কিন্তু আজ একেবারে ভিন্নরূপ দেখলাম।

"আমার মনে হয়, স্যর," আমি শেষ করতেই ও বললো, "এই রকম একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করা—"

"যাও, যাও।"

"না, স্যর! এ একটা অনধিকারচর্চা হবে।"

"জীভ্স", এবারে আমি সোজাসুজি বললাম, "বিফির বিরুদ্ধে তোমার নালিশটা কি ?"

"আমার, স্যর ?"

"হ্যাঁ, তোমার।"

"আমার আবার কি নালিশ থাকবে তাঁর বিরুদ্ধে ? সত্যি বলছি, স্যর, আপনাকে !"

"আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি যদি একটুখানি হাত বাড়িয়ে একটা বিপন্ন লোককে সামান্য সাহায্য করতে না চাও, কি আর করা যাবে। এ নিয়ে তো আর জোরাজুরি চলে না। কিন্তু এইটে জেনে রেখো। আমি এখন সোজা বসবার ঘরে যাচ্ছি এবং সেখানে গিয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভীষণ মাথা ঘামাবো। তারপর যখন তোমাকে এসে বলবো যে তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি মিঃ বিফেনকে খাদ থেকে টেনে তুলেছি, তখন তুমি আস্ত একটা বোকা ব'নে যাবে। সত্যিই ভারী বোকা-বোকা দেখাবে তোমাকে।"

"হ্যাঁ, স্যর। আপনার জন্য সোডা মিশিয়ে একটা হুইস্কি নিয়ে আসব, স্যর ?"

"না। কফি! কড়া এবং কালো। আর যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, বলবে আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি, বিরক্ত করা চলবে না।"

এক ঘণ্টা পরে আমি ঘণ্টী বাজালাম।

"জীভ্স", আমি বুক চিতিয়ে বললাম।

"হ্যাঁ, স্যর ?"

"মিঃ বিফেনকে একটু ফোন করে বলো যে মিঃ উস্টার সেলাম দিচ্ছেন এবং জানাচ্ছেন যে মুশকিল আসান হয়েছে।"

পরদিন সকালে যখন ঘুরতে ঘুরতে বিফির ওখানে গেলাম, মনটা তখন খুবই প্রফুল্ল ছিল। সাধারণত রাত্রিবেলা যে-সব চমৎকার

আইডিয়া মাথায় আসে, দেখা যায় দিনের আলোতে সেগুলো আর তেমন ঝলমল করছে না; কিন্তু এইটে কাল রাত্রে ডিনারের আগে যেমন, আজ সকালে প্রাতরাশের সময়ও তেমনি নির্ঘাত মনে হয়েছে। যত রকমভাবে দেখা সম্ভব, আমি সব দিক থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি, কিন্তু প্ল্যানটার কোথাও কোনও ফাঁক দেখতে পেলাম না।

দিন কয়েক আগে আমার আণ্ট এমিলির ছেলে হ্যারল্ড তার ষষ্ঠ জন্মদিন খুব ঘটা করে করেছে; এবং, একটা-কিছু ভেট নিয়ে হাজির হওয়ার তাগিদ মেটাতে, ঘুরতে ঘুরতে ষ্ট্র্যাণ্ডের একটা দোকানে বেশ ঝকমকে ছোট্ট একটা খেলনা দেখতে পেয়েছিলাম। জিনিসটা দেখেই আমার মনে হ'লো বাচ্চাদের একেবারে মনের মতো চিজ। ভাবলাম এইটে পেলে ছেলেটা খুশি হবে এবং একধার থেকে সবাই ওকে ডেকে আদর করবে। জিনিসটা আর কিছু নয়। একটা হোলডার জাতীয় জিনিসের মধ্যে এক গোছা ফুল এবং হোলডারটা ভারী কায়দা করে একটা বালবের সঙ্গে লাগানো হয়েছে। বোকার মতো ফুলের গন্ধ শুঁকতে গেলে, এই বালবটা টিপ দিলেই তোমার মুখেচোখে সেরখানেক পবিত্র নির্মল জল ছিটকে যাবে। আমার মনে হ'লো এই হচ্ছে ঠিক জিনিস ছ'বছরের একটা ডানপিটে ছেলে যা পেলে খুশি হবে। আমি জিনিসটা কিনে ফেললাম।

কিন্তু আণ্ট এমিলির ওখানে পৌঁছে দেখি শ্রীমান হ্যারল্ড ভীষণ দামী দামী চকচকে ঝকঝকে উপহারের একটি স্তূপের মধ্যিখানে বসে আছে। আমার আর ভরসা হ'লো না তার মধ্যে এমন একটা জিনিস বের করতে যার জন্য আমার মাত্র সাড়ে এগার পেনি খরচ হয়েছে। সুতরাং, অতিদুর্লভ উপস্থিতবুদ্ধির কল্যাণে—আমরা, উস্টাররা, সময় বিশেষে চটপট ভাবতে পারি—একটা টয় এরোপ্লেন থেকে আঙ্কল জেম্‌স-এর কার্ডখানা টপ করে ছিঁড়ে ফেলে আমার একখানা কার্ড সেখানে

জুড়ে দিলাম, আর পিচকিরিটা আমার ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিলাম। জিনিসটা শেষ পর্যন্ত সঙ্গে করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম এবং সেই থেকে আমার ফ্ল্যাটে অনাদরে একধারে পড়ে আছে। এবারে, আমার মনে হ'লো, সময় এসেছে ওকে কর্মক্ষেত্রে পাঠাবার।

আমি লাফাতে লাফাতে বিফির বসবার ঘরে ঢুকতেই সে বললো, "তারপর ?" স্বরে উৎকণ্ঠা।

বেচারী যেন ডাঙায়-তোলা মাছের মতো ধড়ফড় করছে—কানের আশেপাশে একটা হরিতাভা। লক্ষণগুলো দেখেই চিনলাম। আমারও এই অবস্থা হয়েছিল সেদিন, যেদিন স্যর রডরিক আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসবেন বলে বসে বসে ঘণ্টা মিনিট গুনছিলাম। যাদের নার্ভের কোনও রকম গোলমাল আছে তারা যে কি করে ছাই এই লোকটার সঙ্গে বসে গল্প করতে পারে, তা আমার ধারণায় আসে না ; অথচ লণ্ডনে ওঁর সব চেয়ে বেশী পসার। এমন দিন বড় যায় না যেদিন ওঁকে কারও না কারও মাথার উপর চেপে বসতে না হয় এবং ঘণ্টা বাজিয়ে সহকারীকে ষ্ট্রেইট-জ্যাকেট নিয়ে আসতে বলতে না হয়। আর অনবরত এই সব ইনসানদের সঙ্গে (যারা মাথা থেকে টেনে টেনে খড় বের করে) মেলামেশার ফলে জীবন সম্বন্ধে ওঁর একটা ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছিল—সবই একখানা হলদে কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখতেন। স্থতরাং আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে, আর কিছু না, বিফি শুধু একবার বালবটা টিপে দিতে পারলে, বাদবাকি সব প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিলেই চলবে।

তাই ওর কাঁধ চাপড়ে আমি বললাম, "সব বিলকুল ঠিক, দোস্ত !"

"জীভ্‌স কি বলে ?" ব্যাকুলভাবে বিফি বললো।

"জীভ্‌স কিছুই বলে না।"

"তা হলে, এই যে বললে সব ঠিকঠাক।"

"উস্টার মোকামে জীভ্সই একমাত্র মগজওয়ালা লোক নয়, বৎস। তোমার এই সামান্য ব্যাপারটার ভার আমিই নিয়েছি, আর একটা কথা তোমাকে এখুনি বলতে পারি যে সমস্ত জিনিসটা এখন আমার হাতের মুঠোয়।"

"তুমি?" বিফি বললো।

মোটেই দিলখোশ-করা স্বর নয়। আমার যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাসের আভাস পেলাম ওর গলায়, আর আমার বিশ্বাস এক কাহন ব্যাখ্যার চেয়ে এক কড়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণের মূল্য বেশী। তারপর হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের কি দরকার? আমি ফুলের তোড়াটা ওর দিকে ঠেলে দিলাম।

"তুমি কি ফুল ভালবাস, বিফি?" আমি বললাম।

"এঁ্যাঃ?"

"একটু শুঁকে দেখ না এইগুলো?"

বিফি তার ভাবনায়-ভারী চোপাখানা বাড়িয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে লেবেলে-ছাপা নির্দেশমত আমি বালবটা টিপে দিলাম।

পয়সা খরচ করে কেনা জিনিসের দাম উসুল হলে আমার সত্যিই ভাল লাগে। সাড়ে এগার পেনি দিয়ে জিনিসটা কিনেছিলাম; এখন দেখছি ওর দুনো দাম দিলেও ঠকা হ'তো না। বাক্সটার উপরের বিজ্ঞাপনে জিনিসটাকে সুখ্যাতি করে বলা হয়েছে "অফুরন্ত কৌতুকের ঝারি"। আমি দিব্যি করে বলতে পারি এর মধ্যে একটুও অত্যুক্তি নেই। ভালমানুষ বিফি লাফিয়ে তিন ফুট উঁচুতে উঠল এবং দড়াম করে একটা ছোট টেবিল ভেঙে ফেলল।

"ষাট, ষাট!" আমি বললাম।

বেচারা প্রথমে একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্য। একটু পরেই মুখে কথা ফুটল এবং উৎসাহে ও খই ছিটতে লাগলো।

"শান্ত হও, বৎস", ও দম নেবার জন্য একটু থামতেই আমি বললাম। "এটা শুধু ঘণ্টাখানেকের অবসর সময় কাটানোর জন্য একটা নির্দোষ তামাশা দেখালাম মনে করো না। এ একটা রিহার্সাল হ'লো; হাতে কলমে তোমাকে দেখিয়ে দিলাম। এই নাও বিফি, পুরনো দোস্তের আন্তরিক শুভকামনার সঙ্গে গ্রহণ কর এই অব্যর্থ হাতিয়ার। বালবটিতে আবার জল ভরে স্যর রডরিকের মুখের কাছে এটাকে ঠেলে দেবে এবং বালবটির উপর কষে চাপ দেবে। তারপর তোমার আর কিছু দেখতে হবে না, করতে হবে না—তিনিই যা করবার করবেন। আমি গ্যারিন্টি দিচ্ছি তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর পরিবারে তোমার স্থান হবে না।"

বিফি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালো।

"তুমি কি বলছো এই পিচকিরিটা দিয়ে স্যর রডরিককে ভিজিয়ে দেব?"

"ঠিক তাই। আচ্ছা করে ভিজিয়ে দেবে। যেমন আর কোনও দিন কাকেও দাও নি।"

"কিন্তু—"

ও তখনও উত্তেজিতভাবে আগড়ম-বাগড়ম বকে যাচ্ছিল এমন সময় সামনের দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

"ইয়া আল্লা!" বিফি ককিয়ে উঠল এবং বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলো। "এই সেরেছে, ওই এসে গেছেন। ওঁর সঙ্গে একটু আলাপ-সালাপ করো ভাই, আমি ততক্ষণে গিয়ে শার্টটা পালটে আসি।"

আমি কেবল বালবটাতে আবার জল ভরে বিফির প্লেটের পাশে রেখেছি, আর সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে স্যর রডরিক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আমি তখন পিছন ফিরে নীচু হয়ে ভূপতিত টেবিলটাকে

ঠিক করে রাখছিলাম। উনি সোৎসাহে আমার পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন।

"তারপর, খবর সব ভাল তো? আশা করি আমি—মিঃ উস্টার!"

অস্বীকার করে লাভ নেই, আমি খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলাম না। লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা অতি বলিষ্ঠ হৃদয়েও একটা ত্রাসের সঞ্চার করে। এমন কেউ যদি থাকে যার নাম শুনলেই গা হাত পা থরথরিয়ে কেঁপে উঠলে দোষ দেওয়া যায় না, তবে সেই লোক আমাদের স্যর রডরিক গ্লসপ। মাথায় তাঁর প্রকাণ্ড এক টাক; যে চুল সেখানে থাকা উচিত ছিল, মনে হয়, সব গিয়ে ভিড় করেছে ভ্রূপ্রদেশে; আর তাঁর চোখদুটো একজোড়া মৃত্যু-রশ্মির মতো তোমার অন্তস্থল ভেদ করে চলে যায়।

"কেমন আছেন?" আমি বললাম, পিছনের জানালাটা দিয়ে লাফিয়ে পড়বার একটা উদ্‌গত ইচ্ছা দমন ক'রে। "অনেক কাল পরে দেখা হ'লো, না?"

"তা হোক, কিন্তু আমি তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছি, মিঃ উস্টার।"

"শুনে খুব খুশি হলাম", আমি বললাম। "বিফি আমাকে বললো লাঞ্চের সময় আসতে এবং আপনার সঙ্গে বসে যা-হয় দুটো মুখে দিতে।"

ভদ্রলোকের ভ্রূ জোড়া হেলে দুলে নেচে উঠল।

"চার্লস বিফেন কি তোমার বন্ধু?"

"অতি ঘনিষ্ঠ; এবং আমরা অনেক কালের বন্ধু।"

উনি ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস টেনে নিলেন, এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম বিফির উপর ওঁর আস্থা বেশ কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল। এবার মেঝের ওপর ওঁর চোখ পড়লো; টেবিলটা প'ড়ে গিয়ে এটা ওটা নানা জিনিসপত্রে মেঝেটা ছত্রাকার হয়েছিল।

"এখানে কি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে ?" উনি বললেন।

"বিশেষ মারাত্মক কিছু নয়," আমি বললাম। "এইমাত্র বিফির একটু ফিট বা মূর্ছার মতো হয়েছিল এবং টেবিলটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং ওটা উলটে পড়ে যায়।"

"ফিট !"

"বা মূর্ছা।"

"ওর কি এই রোগ আছে নাকি ?"

আমি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ইতিমধ্যে বিফি ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। চুলটা ব্রুশ করতে ভুলে গেছে, তাই ওর চেহারায় ছিল একটা হন্তদন্ত ভাব, এবং আমি লক্ষ করলাম ধড়িবাজ বুড়োটা ওর দিকে একবার কটমট করে তাকালো। আমার মনে হ'লো, যাকে বলা যায় প্রাথমিক কোদলানো সে কাজটা বেশ সন্তোষজনকভাবেই নিষ্পন্ন হয়েছে, এবং এখন আমাদের বালবের খেলাটা যে কি ভাবে শেষ হবে সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না।

বিফির খানসামা দানাপানি নিয়ে এলো এবং আমরা টেবিলে বসে গেলাম।

প্রথমে মনে হয়েছিল আহারপর্বটা একেবারেই একটা তুহিন-শীতলতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে, নিত্য তিরিশে যে লোক বাইরে লাঞ্চ খায় তার কপালে যেমন মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। হোস্ট হিসেবে বিফি থার্ড ক্লাসেরও অধম, বিলকুল একটি জরদ্গব। যুক্তিতর্কের হোলি খেলায় বা ভাব-আবেগের ছলচ্ছল অভিঘাতে ও একেবারে অনড় রইল, একটু অংশ নিল না—মধ্যে মধ্যে এক আধ বার একটা হেঁচকি তোলা ছাড়া। এদিকে, আমি একটা-কিছু চটকদার আরম্ভ করতে না করতেই, স্তর রডরিক এমনভাবে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর পেটেন্ট একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পাঠাতে লাগলেন যে আমাকে অর্ধপথেই থেমে প'ড়তে

হয়। যা হোক, সৌভাগ্যের বিষয়, মেন্থর দ্বিতীয় প্রস্থে ছিল অতি উপাদেয় মুরগির ফ্রিক্যাসে এবং রান্নাটা এমন চমৎকার হয়েছিল যে বুড়ো গ্লস্‌প, গপাগপ এক প্লেট শেষ ক'রে, দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ওঁর থালাটা এগিয়ে দিলেন এবং ওঁর মেজাজটাও একটু খুশিখুশিই হয়ে পড়লো।

"চার্ল্‌স, আজকে তোমার এখানে এই সময় এসেছি," উনি বললেন, গলার স্বরে একটা দিল-খোলা প্রসন্নতার আভাস, "একটা মিশন নিয়ে। হ্যাঁ, মিশনই বলতে পারি। মুরগিটা খুবই চমৎকার হয়েছে।"

"শুনে খুশি হলাম আপনার ভাল লাগছে," বিফি বিড়বিড় করে বললো।

"যারপরনাই মুখরোচক হয়েছে," স্যর রডরিক বললেন, এবং আরও ছটাক খানেক গোস্ত পাতে তুলে নিলেন। "হ্যাঁ, যা বলছিলাম, একটা মিশন। তোমরা, আজকালকার ছেলেছোকরার দল, আমি বেশ জানি, পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর মহানগরীর একেবারে মধ্যিখানে বাস করেও এর অগুনতি আশ্চর্য সম্বন্ধে উদাসীন এবং অন্ধের মতো থাকতে ভালবাস। আমি জুয়ো খেলি নে; যদি সে অভ্যাস থাকত তবে বেশ মোটা টাকা বাজি ধরে বলতাম যে তোমরা কেউ ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের মতো একটা ঐতিহাসিক জায়গাও এখন পর্যন্ত একবার গিয়ে দেখে আস নি। কেমন, ঠিক বলি নি?"

বিফি গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড় শব্দ বের করে, মনে হ'লো, বললো যে অনেক সময়ই ভেবেছে একবার জায়গাটা দেখে আসবে।

"টাওয়ার অব লণ্ডনও দেখ নি বোধহয়?"

না, টাওয়ার অব লণ্ডনও নয়। "এবং এই মুহূর্তে এই সহরে একটা জায়গা আছে, হাইড পার্ক করনার থেকে মোটরে কুড়ি মিনিটও নয়, যেখানে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অঞ্চল ছেঁকে নানারকম সব জিনিস জড়ো

করা হয়েছে—অনেক জানার জিনিস, অনেক শেখার জিনিস, চেতন এবং অচেতন। একেবারে মন-কেড়ে-নেওয়া। বাস্তবিক ইংলণ্ডের ইতিহাসে এমন একটা সমাবেশ আর পূর্বে কখনও হয় নি। আমি ওয়েম্‌ব্লির ব্রিটিশ এম্পায়ার এগ্‌জিবিশনের কথা বলছি।"

"কাল ওয়েম্‌ব্লি সম্বন্ধে একটা গল্প শুনলাম," কথাবার্তার স্বচ্ছন্দ গতিটা অব্যাহত রাখার জন্য আমি বললাম। "যদি আগেই শুনে থাকেন তো বলবেন। এগ্‌জিবিশনের বাইরে একটা কালার কাছে একজন লোক গিয়ে বলে, 'এই কি ওয়েম্‌ব্লি?' কালা লোকটা বলে, অ্যা?' 'এই কি ওয়েম্‌ব্লি?' প্রথম লোকটা আবার বলে। অ্যাঁ?' ফের কালা লোকটা বলে। 'এই কি ওয়েমব্লি?' আবার প্রথম লোকটা বলে। 'না, জ্যাক রবিন্‌সন,' কালা লোকটা বলে। হাঃ, হাঃ, মানে ভারী মজার, কি বলেন?"

আমার উচ্ছ্বসিত হাসিটা ঠোঁটের উপর জমে বরফ হয়ে গেল। স্যর রডরিক শুধু একটিবার আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর একটা ভ্রূ একবার নাচালেন এবং তার অর্থ বুঝতে আমার তিলার্ধ বিলম্ব হ'লো না—বার্ট্রাম, পুনর্মূষিকো ভব। স্যর রডরিকের একটা ক্ষমতা অদ্ভুত—এ রকম আর একটি লোক আমার নজরে আজ পর্যন্ত পড়ে নি। আপনার দিকে এমনভাবে তাকাবেন যে আপনার নিজেকে মনে হবে সেরেফ বস্তাপচা মাল।

"চার্লস, তুমি কি ওয়েম্‌ব্লিটা দেখে এসেছ একবার?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। "না? যাও নি? ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম। ভালই হ'লো, এই মিশন নিয়েই আজ আমি এখানে এসেছি। অনরিয়ার ইচ্ছা আমি তোমাকে ওয়েম্‌ব্লিটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসি। ও বলে এতে তোমার মন প্রশস্ত হবে, এবং এ বিষয়ে ওর সঙ্গে আমি একমত। লাঞ্চের পরেই আমরা বেরিয়ে পড়বো।"

বিফি আমার দিকে একটা কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

"তুমিও আসছ তো, বার্টি ?"

ওর চোখে এমন একটা আর্তভাব দেখলাম যে মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি দ্বিধা কাটিয়ে উঠলাম। দোস্ত দোস্তই। তা ছাড়া, আমার মন বললো, শুধু যদি বালবটা সময়মত আশানুরূপ কাজ করে—ওটার উপর খুবই উচ্চ আশা আমার মনে ছিল-- তা হলে এই আনন্দ অভিযান নির্ঘাত বাতিল হয়ে যাবে।

"তা, গেলে হয়," আমি বললাম।

"মিঃ উস্টারের ভালমানষির সুযোগ নেওয়া আমাদের উচিত হবে না," স্যর রডরিক বললেন, গালটাল ফুলিয়ে বেশ ভারিক্কী চালে।

"সে কি, ও-কথা বলবেন না!" আমি বললাম। "অনেক দিন থেকে আমি ভাবছি একবার ঘরের কাছের এগ্‌জিবিশনটা ঘুরে এলে হয়। আমি সুড়ুৎ করে একবার বাড়ি গিয়ে পোশাকটা বদলে আমার গাড়িতে বেরিয়ে পড়বো এবং আপনাদের এখান থেকে তুলে নেব।" সব চুপ। একটা বাক্যহারা স্তব্ধতা। সারা বিকেলটা একা একা স্যর রডরিকের সঙ্গে কাটাতে হবে না এই খবরে, মনে হ'লো, বিফির বুকের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেল; নিষ্কৃতির আনন্দে ও চলে গেল যেন ভাষার অতীত তীরে। আর স্যর রডরিক, তিনিও নীরব হয়ে গেলেন, যদিও তার নীরব মুখে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠছিল অসন্তোষ এবং অসম্মতির রেখাগুলো। তিনি নিঃশব্দে তাঁর আপত্তি রেকর্ড করছিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো বিফির প্লেটের পাশে ফুলের তোড়াটার উপর।

"আঃ, ফুল," তিনি বলে উঠলেন। সুইট-পি মনে হচ্ছে। কি হে ভুল করি নি তো? ভারী চার্মিং, দেখে যেমন চোখের তৃপ্তি, তেমনি স্নিগ্ধ গন্ধ।"

টেবিলের অন্যদিকে তাকাতেই বিফির সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। দেখলাম ওর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, এবং একটা অস্বাভাবিক আলোয় চকচক করছে।

"আপনি কি ফুল ভালবাসেন, স্যর রডরিক ?" ও হেঁড়ে গলায় বললো।

"বেজায় ভালবাসি।"

"এইগুলো দেখুন। কি সুন্দর গন্ধ।"

স্যর রডরিক মাথা নীচু করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকতে লাগলেন। বিফির আঙুলগুলো আস্তে আস্তে বালবটাকে বেষ্টন করলো। আমি চোখ বুজে কষে টেবিলটা ধরলাম।

"ভারী সুন্দর," শুনলাম স্যর রডরিক বলছেন। 'সত্যিই ভারী সুন্দর।'

আমি চোখ খুললাম। দেখলাম বিফি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে, মুখটা মড়ার মতো, আর ফুলের তোড়াটা তার পাশে টেবিল-ক্লথের উপর প'ড়ে আছে। বুঝলাম কি হয়েছে। ওর জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে যখন ওর সমস্ত ভবিষ্যৎ সুখশান্তি নির্ভর করছে ওর আঙুলের সামান্য একটুখানি চাপের উপর, সেই মোক্ষম মুহূর্তে বিফি, মেরুদণ্ডহীন অপদার্থটা, ঘাবড়ে গেল। আমার এমন ভেবেচিন্তে ঠিককরা স্কীমটা ভেস্তে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখি বসবার ঘরে জীভ্‌স জেরেনিয়মের টবগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

"এদের সাজিয়ে রাখলে বেশ শোভা হয়, স্যর," ও বললো, ঘাড় বাঁকিয়ে একটা চোখ অর্ধেক বুজে তারিফের ভঙ্গীতে টবগুলোর দিকে তাকিয়ে।

"ফুলের নাম ক'রো না আমার কাছে," আমি বললাম। "জীভ্‌স, আজ জানলাম জাঁদরেলের মনের অবস্থা কি রকম হয় যখন ফৌজের

বেকুফিতে তাঁর অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করা বড় রকমের একটা বৈজ্ঞানিক প্ল্যান পণ্ড হয়ে যায়।"

"সত্যি, স্যর।"

"সত্যিই তাই," অমি বললাম, এবং তারপর আগাগোড়া ঘটনাটা ওর কর্ণগোচর করলাম। ও মুখ গম্ভীর করে সব শুনল।

"মিঃ বিফেন একটু চঞ্চল এবং অব্যবস্থিত চিত্ত," আমার কাহিনী শেষ হলে ও মন্তব্য করলো। "বিকেলে কি আর আমার কোনও কাজ আছে, স্যর ?"

"না, আমি ওয়েম্ব্লি যাচ্ছি। শুধু পোশাকটা বদলাতে আর গাড়িটা নিতে আমার আসা। বেশ মজবুত গোছের কিছু জামা-কাপড় বের করো যা শত সহস্রের দলন-মলন সইতে পারে এবং তারপর, জীভ্স, গ্যারেজে একটা ফোন করে দাও।"

"আচ্ছা, স্যর। ছাই রঙের চিবিয়ট পশমের লাউঞ্জ স্যুটটা, আমার মনে হয়, ঠিক হবে। আপনার গাড়িতে আমার একটু জায়গা হবে, স্যর ? আমিও আজ বিকেলে ওয়েম্ব্লি যাব ভেবেছিলাম।"

"অ্যাঁ ? আচ্ছা, আচ্ছা।"

"অনেক ধন্যবাদ, স্যর।"

আমি চটপট পোশাক পরে নিলাম, এবং আমরা দু'জনে গাড়ি হাঁকিয়ে বিফির ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছলাম। বিফি এবং স্যর রডরিক পিছনে উঠে বসলেন এবং জীভ্স সামনে আমার পাশে চড়ে বসলো। বিফির চেহারা মোটেই আপরাহ্নিক আমোদ-প্রমোদের উপযোগী দেখাচ্ছিল না—একদম বেমানান, বেসুরো ঠেকছিল। হতভাগাকে দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল, এবং আমি জীভ্সের উচ্চতর চিত্তবৃত্তির কাছে একটা শেষ আবেদন জানাবার চেষ্টা করলাম।

"এই, জীভ্‌স," আমি বললাম, "আবার বলছি, তুমি আমাকে ভীষণ নিরাশ করেছ।"

"শুনে দুঃখিত হলাম, স্যর।"

"সত্যিই হতাশ হয়েছি। ভয়ঙ্কর হতাশ। এখনও আমার মনে হয় শোধরানোর সময় আছে এবং তোমার এই দণ্ডে লেগে যাওয়া উচিত। মিঃ বিফেনের মুখের দিকে চেয়ে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"তা হলে, কি বলো।"

"স্যর, যদি দোষ না নেন তো বলি, মিঃ বিফেনের বর্তমান অবস্থার জন্য একমাত্র তিনিই দায়ী। তিনি যদি এমন একটা বিবাহ ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে থাকেন যা তাঁর পছন্দসই নয়, তবে সেজন্য আর কাকেও দোষী করা যায় না।"

"কি সব ছাইপাঁশ বকছো, জীভ্‌স তুমিও জানো, আমিও জানি, অনরিয়া গ্লসপ্‌ হচ্ছে একটা **বিধির বিধান**। তা হলে তো একটা লোক গাড়ি চাপা পড়লে তুমি সেই লোকটাকে দুষতে পার গাড়ি চাপা পড়ার জন্য।"

"সত্যি, স্যর।"

"একদম সত্যি। তা ছাড়া হতভাগা বেকুফটার আত্মরক্ষা করার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না। ও আমাকে সব বলেছে। একটিমাত্র মেয়েকে ও জীবনে ভালবেসে ছিল,এবং সেই একমেবাদ্বিতীয়মকে ও হারিয়ে ফেললো, এবং জানো তো, এই রকম একটা ব্যাপার ঘটলে মানুষের অবস্থা কি হয়।"

'সে কি করে হ'লো, স্যর?"

"মনে হয় নিউ ইয়র্ক যাবার সময় জাহাজে একটি মেয়েকে ও ভালবেসে ফেলে, এবং নিউ ইয়র্ক পৌছে কাস্টমসের চালাঘরে দু'জনের

ছাড়াছাড়ি হয়। কথা ছিল পরদিন তার হোটেলে ও দেখা করবে। তারপর, জানো তো বিফির কি রকম ভুলো মন। নিজের নামই ভুলে যায় দিনের মধ্যে দশ বার। মেয়েটার ঠিকানাটা কোথাও লিখে রাখে নি, এবং এদিকে সব বিলকুল ওর মন থেকে মুছে গেছে। পাগলের মতো একটা ভাবের ঘোরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, এবং একদিন হঠাৎ জেগে উঠে দেখলো অনরিয়া গ্লসপের সঙ্গে ওর এন্‌গেজ্‌মেণ্ট প্রচারিত হয়েছে।"

"আমি এত সব জানতাম না, স্যর।"

"আমার মনে হয় না আমি ছাড়া আর কেউ এ কথা জানে। আমি যখন প্যারিসে ছিলাম তখন ও আমাকে সব বলে।"

"আমার মনে হয়, স্যর, একটা খোঁজখবর করা হয়তো অসম্ভব ছিল না।"

"আমিও ঠিক তাই বলেছিলাম। কিন্তু ও যে মেয়েটার নাম পর্যন্ত ভুলে গেছে।"

"এ ভারী অদ্ভুত শোনাচ্ছে, স্যর।"

তাও আমি বলেছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। মেয়েটার প্রথম নাম মেবেল, শুধু এই ও বলতে পারে। কিন্তু তুমি তো সমস্ত নিউ ইয়র্ক সহর চষে ফেলতে পার না মেবেল নাম্নী একটি মেয়ের জন্য। কি বলো, পারা যায়?"

"জিনিসটা শক্ত তা সত্যি, স্যর।"

"বেশ, তা হলে এই তো ব্যাপার।"

"বুঝেছি, স্যর।"

ইতিমধ্যে আমরা এগ্‌জিবিশনের বাইরে গাড়ি-লরীর অরাজকের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, এবং, ড্রাইভারের কেরামতি দেখাবার একটা সুযোগ এসেছে বুঝে, আলোচনাটা স্থগিত রাখলাম। শেষমেষ গাড়িটাকে

সুবিধামত একটা জায়গায় পার্ক করে আমরা এগ্‌জিবিশনে ঢুকে পড়লাম। জীভ্‌স নিজের খেয়ালমত একদিকে খসে পড়লো। আমরা রইলাম স্তর রডরিকের হেপাজতে। তিনি সোজা প্যালেস অব ইন্‌ডষ্ট্রির দিকে ধাওয়া করলেন, আর তার পিছন পিছন ল্যাংবোটের মতো বিফি এবং আমি নেংচাতে নেংচাতে চললাম।

এগ্‌জিবিশন-টিশন কোনও দিনই আমার ধাতে সে-রকম সয় না, জানেন তো। লোকের ভিড় সব সময়ই কেমন যেন আমার মেজাজ বিগড়ে দেয়। গড্ডলিকার সঙ্গে সঙ্গে মিনিট পনরো ঘষটাতে ঘষটাতে চলবার পর আমার মনে হ'লো যেন ইট খোলার উপর দিয়ে হাঁটছি। তারপর, আমার মনে হচ্ছিল, আজকের এই হুল্লোড়টাতে যাকে বলতে পারেন হিউম্যান ইন্‌টারেস্ট তার অভাব আছে। মানে, এ কথা সত্যি যে লক্ষ লক্ষ লোক এ পৃথিবীতে আছে যাদের ভগবান এমনভাবে তৈরী করেছেন যে তারা একটা শজারুমাছের নকল বা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে আনা কতগুলো বিচি একটা কাঁচের বয়ামে দেখে লাফিয়ে চেঁচিয়ে একটা হইচই কাণ্ড করবে—কিন্তু বার্ট্রাম সে দলের নয়। না, আপনাদের হক কথা বলবো, বার্ট্রাম সে দলে নেই। গোল্‌ড কোস্টের গাঁ-টা থেকে কোনও মতে বেরিয়ে আমরা গুটিগুটি প্যালেস অব মেশিনারির দিকে এগোচ্ছি এর মধ্যেই পরিষ্কার দেখতে পেলাম সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা ইঙ্গিত করছে যে তুরন্ত আমার গা-ঢাকা দিয়ে সটকে পড়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান সেক্‌শনের জমজমাট প্ল্যান্‌টার্স বারটার দিকে পা চালিয়ে দেওয়া দরকার। স্তর রডরিক আমাদের এই জায়গাটা দিয়ে বোঁ করে তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন জোর কদমে, জিনিসটা ওঁর প্রাণের একটা তারে একটু কম্পন তোলে নি। কিন্তু আমার নজর এড়ায় নি; আমি লক্ষ করেছিলাম কাউণ্টারের পিছনে এক ওস্তাদ ঝলমল করছে এবং ক্ষিপ্রহস্তে এ-বোতল সে-বোতল থেকে লম্বা লম্বা কাঁচের গ্লাসে কি-

সব ঢালছে এবং মিশোচ্ছে এবং একটা সরু কাঠি দিয়ে ঘুঁটছে—গ্লাসগুলোতে মনে হ'লো বরফ ভাসছে। তখুনি আমার মনে একটা মোচড় দিয়ে ওঠে—না, এই লোকটাকে আরও ভাল করে দেখা দরকার। দল থেকে সরে পড়ার মতলবে পিছিয়ে পড়ছি, এমন সময় আমার কোটের হাতাটা কিসে যেন খামচে ধরলো। ফিরে দেখি বিফি, এবং এক নজরেই বুঝলাম ও আর পারছে না।

জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন কথার প্রয়োজন হয় না। আমি বিফির দিকে তাকালাম, বিফি আমার দিকে তাকালো। আমাদের দুই দিল একডোরে গাঁথা হয়ে গেল—বুঝলাম এখন আমরা একমন একপ্রাণ।

"?"

"!"

তিন মিনিট পরে আমরা প্ল্যান্টারদের আড্ডায় ভিড়ে গেলাম।

আমি কখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যাই নি, কিন্তু এ কথা আমি বলতে পারি যে জীবনের কতকগুলি গোড়ার ব্যাপারে ওরা আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতাকে বেশ কয়েক মাইল পিছনে ফেলে গেছে। কাউণ্টারের পিছনের সেই লোকটা—এই রকম অমায়িক গুণীর সঙ্গেই যেন হরদম আমার মোলাকাত হয়—আমরা তার চোখের লাইনে এসে পড়ামাত্র আমাদের কি চাই বুঝে নিল। কাউণ্টারের তক্তায় আমাদের কনুই রেখেছি কি না রেখেছি, লোকটা লাফিয়ে ডিঙিয়ে এধার ওধার থেকে নতুন নতুন বোতল নামিয়ে নিয়ে আসতে লাগলো। রকম দেখে মনে হ'লো, অন্তত গোটাসাতেক মালমসলা পানপাত্রে না মিশোলে কোনও প্ল্যান্টার মনে করে না যে সত্যিই সে কিছু পান করলো। ভাববেন না যেন আমি প্ল্যান্টারদের নিন্দা করছি। কাউণ্টার-বিহারী আমাদের

বললো যে একে বলে গ্রীন স্থইজ্‌ল ; এবং যদি কোনও দিন বিয়ে করি এবং একটা ছেলে হয়, তা হলে, ওয়েম্‌ব্লিতে তার পিতার জীবন-রক্ষার এই দিনটির স্মরণে, পারিবারিক রেজিস্টারে কায়েমী হয়ে থাকবে গ্রীন স্থইজ্‌ল উস্টার এই নাম।

তৃতীয় পাত্রের পর বিফি একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো।

"স্যর রডরিক এখন কি করছেন তোমার মনে হয় ?" ও বললো।

"বিফি, দোস্ত," আমি সোজা বললাম, "আমি মোটেই তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি নে।"

"বার্টি, ঘুঘুরাম," বিফি বললো, "আমিও না।"

ও আবার ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ওয়েটারের কাছে একটা ষ্ট্র চাইলো।

"বার্টি," ও বললো, "ধাঁ করে একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়ে গেল। জীভ্‌সকে চেনো তো ?"

আমি বললাম আমি জীভ্‌সকে চিনি।

"আচ্ছা, তবে শোনো। আমরা এখানে ঢুকেছি ঠিক সেই সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। আমাদের জীভ্‌স এক পাশ দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে একটা ভারী অদ্ভুত কথা বললো। তুমি কিছুতেই বলতে পারবে না জিনিসটা কি।"

"না। আমার মনে হয় না আমি কখনও তা বলতে পারব।"

"জীভ্‌স বললো," বিফির স্বরে একটা গাঢ়তা, "আমি অবিকল ওর কথাগুলো তোমাকে বলছি—জীভ্‌স বললো, 'মিঃ বিফেন'—আমাকে উদ্দেশ করে, বুঝতে পারছ—"

"বুঝতে পারছি।"

"মিঃ বিফেন, 'ও বললো,' আমার বিশেষ অনুরোধ আপনি অবশ্য অবশ্য একবার ঘুরে আসবেন ওই—"

"ওই কি ?" ও থেমে পড়তেই আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"বার্টি, দোস্ত," ব্যাকুলভাবে বিফি বললো, "একদম ভুলে গেছি!"

আমি হতভম্বের মতো লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"আমি তো বুঝতে পারি নে," আমি বললাম, "তুমি একটি দিনের জন্যও কি করে তোমার ওই হিয়রফোর্ডশায়ারের সংসার চালাও। কি করে মনে রাখ যে গরুগুলোকে এখন দুইতে হবে বা শুয়োরগুলোর খাওয়ার সময় হয়েছে ?"

"ও ভাই, সে ঠিক হয়ে যায়। রকম রকম সব বান্দা আছে সেখানে —জনমজুর, চাকরবাকর, জানো তো সব—তারাই সব দেখাশোনা করে।"

"অ-হো!" আমি বললাম। "বেশ, এই যখন অবস্থা, এস আর এক পাত্র গ্রীন সুইজ্‌ল নিঃশেষ করে প্রমোদ-উদ্যানটার দিকে ছুট দেওয়া যাক।"

এই কথাটা এখানে স্পষ্ট করে বোঝা দরকার যে একটু আগে এগ্‌জিবিশন সম্বন্ধে দু'চারটে একটু কড়া রকমের কথা যখন বলেছি, তখন আমি এই সব তামাশার যাকে বলতে পারেন অপেক্ষাকৃত ঐহিক অংশ তার কথা বলছিলাম না। সেই সব পীঠস্থানের প্রশংসায় আমি কারও চেয়ে কম যাই নে যেখানে এক শিলিং দিয়ে আপনি একখানা পালিশ তক্তার উপর দিয়ে পিছলে একটা মাদুরের উপর এসে বসে পড়তে পারেন। তারপর বালা ছুঁড়ে যেখানে হাত-ঘড়ি, আংটি, অথবা ফাউন্‌টেন পেন পাওয়া যায়, সেখানে আমি সবাইকে নিয়ে যেতে রাজী আছি। আর মেরি-গো-রাউণ্ড আমি সত্যিই ভালবাসি।

কিন্তু এই সব ফুর্তির ব্যাপারে আমি যতই বেপরোয়া হই না কেন, দেখলাম বিফির ধারে কাছেও আমি ঘেঁষতে পারি নে। গ্রীন সুইজ্‌লের

প্রসাদেই হোক অথবা সেরেফ স্যর রডরিকের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার আনন্দেই হোক, কি জন্যে বলতে পারি নে, কিন্তু বিফি এই সব ইতরজনোচিত আমোদপ্রমোদের মধ্যে এমন আত্মহারা উল্লাসে নিজেকে ছেড়ে দিল যে আমি দস্তুরমত ভয় পেয়ে গেলাম। ডিগবাজি খাওয়ার পইঠা থেকে ওকে একরকম জোর করে টেনে উঠিয়ে নিয়ে এলাম—মনে হচ্ছিল বাকী জীবনটা ও ওইখানেই কাটিয়ে দিতে চায়। অবশেষে কোনও রকমে ওকে উদ্ধার করে লোকারণ্য ভেদ করে চলতে লাগলাম। বিফি আমার পাশে পাশে চলেছে; ওর চোখদুটো চকচক করছে, এবং মনে হ'লো ও এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না গনৎকারের কাছে হাতটা দেখাবে না আনন্দ-চক্রে আর এক পাক ঘুরে আসবে। এমন সময়ে হঠাৎ ও আমার একটা হাত জাপটে কান-ফাটানো একটা জান্তব চীৎকার করে উঠল।

"বার্টি!"

"কি হ'লো?"

হাত দিয়ে ও একটা দালান দেখিয়ে দিল। দালানটার মাথায় একটা মস্ত সাইনবোর্ড।

"দেখছ! প্যালেস অব বিউটি!"

আমি ওকে থামাবার চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যেই আমি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। সে বয়স তো আর নেই।

"নিশ্চয়ই ওর মধ্যে তুমি ঢুকতে চাও না," আমি বললাম। "এর কথা সেদিন ক্লাবে একটা লোক আমাকে বলছিল সব। কিছু না, শুধু একপাল মেয়ে এক্কাট্টা করেছে। নিশ্চয়ই তুমি একপাল মেয়ে দেখতে চাও না।"

"আলবত আমি একপাল মেয়ে দেখতে চাই," বিফি শক্ত হয়ে বললো। "গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে দেখতে চাই, আর তারা যত অনরিয়ার মতো না হয় ততই ভাল। তা ছাড়া, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেছে,

জীভ্‌স এইটের কথাই আমাকে বলেছিল, বলেছিল এখানে যেতে যেন কিছুতে না ভুলি। হ্যাঁ, সমস্ত জিনিসটা আমার মনে এসে গেছে। 'মিঃ বিফেন,' ও বললো, 'আপনার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ প্যালেস অব বিউটিতে নিশ্চয়ই একবার যাবেন।' অবশ্য লোকটার কি মতলব, বা কি ইঙ্গিত ও করছিল, বলতে পারি নে; কিন্তু তুমিই বলো, বার্টি, জীভ্‌সের তুচ্ছতম কথাও কি কখনও অবহেলা করা যায়? তা কি নিরাপদ, তা কি যুক্তিযুক্ত, তা কি বুদ্ধিমানের মতো হবে? বাঁ দিকের দরজা দিয়ে আমরা ঢুকছি।"

জানি নে আপনাদের এই প্যালেস অব বিউটি সম্বন্ধে কোনও ধারণা আছে কিনা। জিনিসটা একটা অ্যাকোয়েরিয়ম গোছের, তবে, মাছের বদলে, এখানে দেখবেন যত্নলালিত কোমলাঙ্গীদের মিছিল। ঢুকতেই সামনে দেখা গেল একটা খাঁচার মতো জিনিসের ভিতর থেকে এক তরী পুরু কাঁচের সার্সির মধ্য দিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাকে দেখছে। আজগুবী তার পোষাক এবং খাঁচাটার উপরে লেখা রয়েছে "ট্রয়ের হেলেন।" আপনি এগিয়ে গেলেন পরের খাঁচাটার কাছে। এখানে এক ললনা একটা সাপের সঙ্গে জুজুৎসুর প্যাঁচ কষছে—শিরনামা, ক্লিওপেট্রা। আপনার একটা আইডিয়া হবে—যে-সব সুন্দরী যুগে যুগে এসে গড়েছে ভেঙেছে মানুষের ইতিহাস বা ওই গোছের একটা-কিছু। আমি যে খুব কিছু মুগ্ধ হয়েছিলাম তা বলতে পারি নে। আমার বিশ্বাস একটা চৌবাচ্চার মধ্যে রেখে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকলে সুন্দরীর অনেকখানি সৌন্দর্যই উবে যায়। তা ছাড়া, আমার কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগছিল, মনে হচ্ছিল কোনও বড়লোকের বাগান-বাড়িতে ভুল করে আর কারও শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছি; এবং, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা শেষ করে ফেলবার জন্য, বেশ জোরে জোরে পা চালিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ বিফি বেহেড হয়ে গেল।

অন্তত ব্যাপারটা সেই রকমই দেখালো। একটা গলা-ফাটানো চীৎকার করে ও আমার হাতটা হঠাৎ এমন জোরে জাপটে ধরলো যে আমার মনে হ'লো আমাকে কুমীরে ধরেছে, এবং থমকে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে অদ্ভুত কিচিরমিচির শব্দ করতে লাগলো।

"ওয়ক্!" বা ওইজাতীয় একটা আওয়াজ বিফির মুখ দিয়ে বেরুল।

এদিকে ইতিমধ্যে বড়োসড়ো একটি ভিড় জমেছে আমাদের ঘিরে। আমার মনে হ'লো ওরা ভেবেছে মেয়েগুলোকে এখন খাবার-টাবার দেবে, অথবা ওই রকমের একটা-কিছু হবে। বিফি কিন্তু ওদের দিকে ফিরেও দেখছিল না। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ও একটা খাঁচার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিল। কোন খাঁচাটা আমার মনে নেই, তবে তার মধ্যের মহিলাটির গলায় চুনটকরা কলার ছিল; সুতরাং তিনি রাণী এলিজাবেথ বা বোডিসিয়া অথবা সেই যুগের কেউ হবেন হয়তো। মেয়েটিকে বেশ সুন্দরীই বলা চলে, এবং বিফি যেমন তার দিকে হাঁ করে চোখ পাকিয়ে তাকিয়েছিল, সেও তেমনি বিস্ফারিত চোখে বিফিকে দেখছিল।

"মেবেল!" আমার কানের মধ্যে বিফি চীৎকার করে উঠল, মনে হ'লো যেন একটা বোমা ফাটল।

প্রাণটা যে আমার খুশিতে গুনগুনিয়ে উঠল তা বলতে পারি নে। নাটক খুবই ভাল জিনিস, কিন্তু এই রকম রাস্তার মধ্যে নিজে তার মধ্যে জড়িয়ে পড়াতে আমার আপত্তি আছে, ভয়ানক বিশ্রী লাগে; আর জায়গাটা যে কি ভয়ানক রকম বেওয়ারিস তা আগে বুঝতে পারি নি। এই পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে মনে হ'লো ভিড় দু'গুণো হয়েছে, এবং, যদিও অধিকাংশের চোখ ছিল বিফির উপর, বেশ কয়েকজোড়া বড় বড় চোখ আমার দিকেও ফেরানো ছিল; তারা যেন মনে হ'লো ভেবেছে এই তামাশায় আমার একটা প্রধান অংশ আছে এবং যে কোনও মুহূর্তে

আমার গুণপনার চরম কারদানি দেখিয়ে ইতর সাধারণের নির্দোষ আমোদের খোরাক জোটাতে পারি।

বিফি দু'মাসের ভেড়ার বাচ্চার মতো তড়পাচ্ছিল—এবং তাও আবার রোগাপটকা একটা ভেড়ার বাচ্চার মতন।

"বার্টি! এই সেই! এই-ই সেই।" পাগলের মতো ও চারদিকে তাকাতে লাগলো। "দুত্তোর, মাচার দরজাটা কোন দিকে?" ও চেঁচিয়ে উঠল। "ম্যানেজার কোথায়? এক্ষুনি তার সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার।"

তারপর হঠাৎ এক লাফ দিয়ে ও এগিয়ে গেল এবং হাতের ছড়িটা দিয়ে কাঁচের উপর পিটতে লাগলো।

"আরে, থামো! কি ছেলেমানষি হচ্ছে!" বলে আমি ওকে টেনে আনতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু এক ঝটকায় ও আমার হাত ছাড়িয়ে গেল।

ফিটফাট কেতাদুরস্ত সহুরে বাবু পাতলা বেতের ছড়ি হাতে নিয়েই ঘোরাফেরা করেন, কিন্তু এই সব গেঁয়ো লোকেরা চলে ফেরে বেশ মোটাসোটা ডাণ্ডা নিয়ে এবং হিয়রফোর্ডশায়ারে, মনে হয়, কাফরীদের আবওয়ালা নব্‌কেরি গোছের লাঠি ভদ্রলোকের সাজগোজের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বিফির লাঠির প্রথম চোটেই কাঁচখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। আর তিন ঘায়ে ওর খাঁচার মধ্যে যাবার রাস্তা সাফ হয়ে গেল। এবং, মাত্র প্রবেশ-মূল্য এক শিলিং দিয়ে যে কি অপূর্ব জিনিস পাচ্ছে ভিড়ের লোকেরা তা বুঝে উঠতে পারার আগেই, ও ভিতরে চলে গেছে এবং মেয়েটার সঙ্গে বকবকম আরম্ভ করে দিয়েছে। ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন লম্বা-চওড়া কনস্টেবল ভারিক্কী চালে এলো।

রসিকের দৃষ্টি দিয়ে কোনও জিনিস দেখা পুলিসের কোষ্ঠীতে নেই। জোর করেও তাদের দিয়ে এইটে হয় না। এই দুই বেল্লিক এক ফোঁটা

চোখের জল মুছবার জন্য একটু দাঁড়ালো না। তারা খাঁচাটার মধ্যে ঢুকলো আর বেরুল এবং চক্ষের পলকে ভিড়ের মধ্য দিয়ে বিফিকে মার্চ করিয়ে নিয়ে চললো।

আমি ওদের পিছন পিছন ছুটলাম, উদ্দেশ্য, বিদায়ের আগে, বিফিকে যা-হোক দু'টো মিষ্টি কথা বলে একটুখানি সান্ত্বনা দেওয়া, আর হতভাগাটা আহ্লাদে ডগমগ একখানা মুখ আমার দিকে ফিরিয়ে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল, "চিজ্‌উইক, ৬০৮৭৩।" ভাবে গদগদ ওর স্বর। "লিখে নাও, বার্টি, না হলে আমি ভুলে যাব, চিজ্‌-উইক, ৬০৮৭৩। ওর টেলিফোনের নম্বর।"

তারপর আর তাকে দেখা গেল না। প্রায় এগার হাজার উৎসুক দর্শকপরিবৃত হয়ে সে অদৃশ্য হ'লো, এবং আমার কনুইয়ের কাছে একটা স্বর কথা কয়ে উঠল।

"মিঃ উস্টার! কি—কি—এ সবের অর্থ কী?"

দেখি প্রকাণ্ডতর ভ্রূ নিয়ে স্যর রডরিক আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

"ও কিছু নয়," আমি বললাম, "আমাদের বিফির মাথাটা সামান্য একটু গরম হয়েছে।"

তিনি পড়তে পড়তে খুব সামলে নিলেন।

"কি?"

"ওই যে বললাম, বিফির একটা ফিট বা আক্ষেপের মতো হয়েছিল।"

"আবার!" স্যর রডরিক লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে নিলেন। "আর এই লোকটার সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম!" তিনি বিড়বিড় করে বললেন শুনলাম।

দরদী বন্ধুর মতো ওঁর কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে টোকা দিলাম। জিনিসটা করতে দস্তরমত তাকত খরচ করতে হয়েছিল, মনে রাখবেন, কিন্তু আমি ভড়কাই নি।

"আমি হলে" আমি বললাম, "সম্বন্ধটা ভেঙে দিতাম। নাকচ করে দিন এন্‌গেজ্‌মেণ্টটা। একদম ধুয়ে মুছে ফেলে দিন মন থেকে সমস্ত ব্যাপারটাকে। আমি তো এই ভাল বুঝি।"

আমার দিকে ফিরে তিনি মুখ খিঁচোলেন।

"তোমার পরামর্শের দরকার হবে না আমার, মিঃ উস্টার! তুমি যা বলছো, আমি নিজে স্বাধীনভাবে আগেই সেই সিদ্ধান্তে এসেছি। মিঃ উস্টার, তুমি এই লোকটার বন্ধু এই যথেষ্ট—সেরেফ এই কারণেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। ওর সঙ্গে তোমার তো আবার দেখা হবে—আমার সে সম্ভাবনা নেই। ওর সঙ্গে যখন দেখা করবে, তখন দয়া করে ওকে জানিয়ে দিয়ো যে সে মনে করতে পারে তার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট খতম।"

"বহুত আচ্ছা," বলে আমি ভিড়ের পিছন পিছন ছুটলাম। আমার মনে হ'লো জামিন-টামিনের একটুখানি বন্দোবস্ত করা হয়তো উচিত।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বাইরে আমার গাড়িটার কাছে এসে পৌছলাম। দেখলাম জীভ্‌স সামনের সীটে বসে আছে, চিন্তামগ্ন—খুব সম্ভব জগৎপ্রপঞ্চের অসাড়তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। আমি এগোতেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো।

"আপনি এবারে যাবেন, স্যর?"

"হ্যাঁ, এবারে চলো।"

"আর স্যর রডরিক, স্যর?"

"তিনি আসছেন না। কোনও গোপন কথা ফাঁস করছি নে তোমার কাছে, জীভ্‌স; বলতে কি, তোমাকে বলতে কোনও বাধা নেই। বিষম ঠোকাঠুকি হ'লো আমাদের এবং তার পরে একদম ফরাকত—বাতচিত বন্ধ্‌।"

"সত্যি, স্যর ? আর মিঃ বিফেন ? তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন না ?"

"না। সে বর্তমানে হাজতে আছে।"

"সত্যি, স্যর ?"

"হ্যাঁ। আমি তাকে জামিনে খালাস করবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওরা, ভেবে-টেবে, আজ রাত্রের মতো তাকে হাজতে রাখাই ঠিক করলো।"

"কি করেছিলেন তিনি, স্যর ?"

"তোমার মনে আছে, সেই যে তার এক হারিয়ে-যাওয়া সুইট্‌হার্টের গল্প করেছিলাম তোমার কাছে ? প্যালেস অব বিউটির এক চৌবাচ্চায় তাকে ও আবিষ্কার করে এবং দেখামাত্র একেবারে সিধে রাস্তায় তার দিকে ছুট দেয়, জানালার পুরু কাঁচের সার্সি ভেঙে। তখন ওকে পাকড়াও করে হাতে হাতকড়া লাগিয়ে কনস্টেবল এসে থানায় নিয়ে যায়।" আমি আড়চোখে ওর দিকে তাকালাম। চোখের কোণ দিয়ে মর্মভেদী দৃষ্টি পাঠানো শক্ত, কিন্তু আমার কসরতটা একেবারে ব্যর্থ হ'লো না। "জীভ্‌স" আমি বললাম, "এই ঘটনাটার উপর থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাই সব নয়। তুমি মিঃ বিফেনকে প্যালেস অব বিউটিতে যেতে বলেছিলে। তুমি কি জানতে যে মেয়েটা সেখানে থাকবে ?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

এ যে একেবারে তাজ্জব ব্যাপার। আমার তাক লেগে গেল।

"তুত্তোর, তুমি কি একটা সবজান্তা নাকি ?"

"কি যে বলেন, স্যর," একটু অমায়িক হেসে জীভ্‌স বললো। ছোকরা মনিবকে খুশি করছে।

"আচ্ছা, তুমি কি করে খবরটা পেলে ?"

"ভাবী মিসেস বিফেনের সঙ্গে, স্যর, দৈবক্রমে আমার জানাশোনা আছে।"

"এবারে বুঝতে পারছি। তা হলে তুমি নিউ ইয়র্কের ইতিহাসটা আগাগোড়া জানতে ?"

"হ্যাঁ, স্যর। এবং সেইজন্যই আপনি যখন প্রথমে আমাকে সাহায্যের কথা বলেছিলেন, আমি সে রকম গা করি নি—মিঃ বিফেন সম্বন্ধে আমার মনে একটা বিরাগ ছিল। আমি ভুল করে ভেবেছিলাম তিনি মেয়েটার ভালবাসা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছিলেন। কিন্তু আপনি যখন আমাকে সত্য ঘটনাটা বললেন, স্যর, আমি বুঝতে পারলাম মিঃ বিফেনের উপর আমি অবিচার করেছি, এবং চেষ্টা করেছি ভুলটা শোধরাবার।"

"তা, তোমার কাছে সত্যিই ওর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ওই মেয়েটাকে নিয়ে ও একদম ক্ষেপে গেছে।"

"এ খুব আনন্দের কথা, স্যর।"

"আর ওই মেয়েটিরও খুব কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তোমার কাছে। আমাদের বিফির বার্ষিক আয় পনরো হাজার পাউণ্ড, তা ছাড়া গরু, শুয়োর, মুরগি এবং হাঁস যে কত আছে তার হিসেবও সে রাখে না। ঘরে এমন একটা কাজের ছেলে থাকা ভারী স্থবিধে।"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"আচ্ছা, জীভ্‌স, বলো তো," আমি বললাম, "মেয়েটাকে তুমি জানলে কি করে।"

জীভ্‌স তদ্‌গতভাবে বাইরে লোক চলাচলের দিকে তাকালো।

"ও আমার ভাগনী, স্যর। যদি কিছু মনে না করেন, স্যর, স্টিয়ারিং হুইলে অমন হেঁচকা টান দেওয়া ঠিক নয়—আমি তো কখনও দিই নে। ওই বাসটার সঙ্গে আর একটু হলেই ঠোকাঠুকি হয়ে যেত।"

॥ নান্য ঃ পন্থাঃ ॥

সাক্ষীসাবুদ সব হাজির। এজাহার খতম হ'লো। আইনের চাকাটা একটু ক্যাঁচকোঁচ না করে গড়িয়ে ঘুরে এলো। হাকিম সাহেব পাঁসনে জোড়াটা নাকের উপর ঠিক করে নিলেন—মনে হচ্ছিল ওটা যে কোনও মুহূর্তে একটা গোত্তা খেয়ে পড়তে পারে—এবং জখমী ভেড়ার মতো একটু কেশে দুঃসংবাদটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। "আসামী উস্টারের," তিনি বললেন—এইভাবে সম্বোধিত হওয়ায় যে বেদনা ও লজ্জা বার্ট্রামের অন্তস্থল বিদ্ধ করলো তাকে ভাষা দেবে কে? পাঁচ পাউণ্ড জরিমানা হ'লো।"

"বেশ, বেশ!" আমি বললাম। "বিলকুল ঠিক! একদম সহি হায়!"

এত অল্পে রেহাই পাওয়ায় আমার ভীষণ ফুর্তি হয়েছিল। জরিমানার অঙ্কটা বেপরিমাণ মনে হ'লো না, এবং এই সামান্য অর্থের উপর দিয়ে যে সমস্ত ব্যাপারটা চুকেবুকে গেল তাইতে আমার প্রাণটা খুশিতে ভরে গেল। আমি পিছন ফিরে যাকে কথায় বলে নরমুণ্ডের সমুদ্র তার দিকে তাকালাম এবং জীভ্‌সকে খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম পিছনের দিকে ও বসে আছে।

শাবাশ বুকের পাটা, অর্বাচীন। প্রভুর বিপৎকালে তার পাশে থাকবার জন্য ও এসেছে।

"এই, জীভ্‌স, শুনছো," ফুর্তির চোটে আমার গলায় স্বর খেলে গেল, "তোমার কাছে কি একটা পাঁচ পাউণ্ডের নোট হবে? আমার কাছে কিছু কম পড়ছে।"

"চোপরও!" সরফরাজি করে এক মোড়ল গর্জে উঠল।

"ঘাবড়িয়ো না বাপু, সব বিলকুল সহি হ্যায়", আমি বললাম। "এই টাকাপয়সার ব্যাপারটার একটা বন্দোবস্ত করছিলাম মাত্র। কি হে জীভ্স, হবে তোমার কাছে টাকাটা?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"খাস্তা খাসা!"

"তুমি কি আসামীর বন্ধু?" হাকিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি, ধর্মাবতার, মিঃ উস্টারের কাছে কাজ করি। আমি ওঁর খাস খিদমতগার।"

"তা হ'লে জরিমানাটা কেরাণীবাবুর কাছে দিয়ে দাও।"

"যে আজ্ঞে, ধর্মাবতার।"

হাকিমসাহেব আমার দিকে ঠাণ্ডা ধরনের একটা চাউনি চেয়ে মাথা নাড়লেন, মানেটা যেন এই যে এবারে আমার হাত থেকে লোহার বালা দু'টো খুলে নেওয়া যেতে পারে। তারপর পাঁসনে জোড়া আর একবার নাকের উপর ঠেলে দিয়ে তৈরী হলেন এবং বেচারা সিপির দিকে তাকিয়ে বিতিকিচ্ছি একটা ভিরকুট্টি করলেন। বসের স্ট্রীট পুলিস কোর্টে সে-রকম মুখ ভেংচি বড় দেখা যায় না।

"দ্বিতীয় আসামী লিওন ট্রটস্কি—"

তিনি আরম্ভ করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিপির দিকে ফিরে আর একবার ভ্রূকুটি করলেন, "আমার এরকম নিশ্চিত মনে হচ্ছে এইটে একটা ছদ্ম, কাল্পনিক নাম—তার অপরাধ গুরুতর। পুলিসের উপর চড়াও হ'য়ে বেপরোয়া আক্রমণের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে, এবং তার দোষ সাব্যস্ত হয়েছে। পুলিস কর্মচারিটির এজাহারে প্রমাণিত হয়েছে যে আসামী তাকে তলপেটে আঘাত করে (তার ফলে সে বিষম আভ্যন্তরিক যন্ত্রণা অনুভব করে) এবং আরও নানারকমভাবে তার

কর্তব্যকার্যে বাধা দেয়। আমি জানি যে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাৎসরিক নৌচালনা প্রতিযোগিতার দিন রাত্রিবেলা কিয়ৎপরিমাণ উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করা হয়, কিন্তু আসামী ট্রটস্কির মতো যথেচ্ছ গুণ্ডামির প্রশ্রয় কিছুতে দেওয়া যায় না। অর্থদণ্ড দ্বারা তার অপরাধের স্খালন হবে না; তাকে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

"না, সে কি—উঃ—আঃ—দুত্তোর, এ হ'তে পারে না!" বেচারা সিপি ঘোর আপত্তি জানালো।

"এই, চোপ রও!" সেই মোড়লটা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

"দুসরা কেস," হাকিম সাহেব হাঁকলেন। এবং তার মানে, বুঝতে পারলেন তো, নান্যঃ পন্থাঃ।

আগাগোড়াই একটা অত্যন্ত শোচনীয় কাণ্ড হয়েছিল। স্মৃতিটা একটু ঝাপসা হয়ে গেছে; কিন্তু, যতদূর মনে পড়ে, মোটামুটি ঘটনাটা যা হয়েছিল তা এই:

সাধারণত পানাদি ব্যাপারে আমি মিতাচারী; কিন্তু বছরে একটা রাত্রি, অন্য সব কাজকর্ম একপাশে সরিয়ে রেখে, আমি সংযমের বাঁধটা আলগা করে দিই এবং, বলা যেতে পারে, একটু বেপরোয়াভাবেই হৃতযৌবন পুনরুদ্ধারের কাজে লেগে যাই। সেই রাত্রিটি আসে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বার্ষিক নৌচালনার প্রতিযোগিতার শেষে। সোজাসুজি বলা যায় বাচ-খেলার রাত্রি। যদি কখনও বার্ট্রামকে বেসামাল দেখতে চান, তবে তা সম্ভব তখন—ওই বাচ-খেলার রাত্রে। এবং এই ঘটনার দিন, খোলাখুলিই বলছি, আমি বেশ রীতিমত চুরিয়ে গিলেছিলাম, এবং রাস্তায় পা বাড়াতেই যখন সিপির সঙ্গে ধাক্কা খেলাম তখন আমার মেজাজ বেশ দিলদরিয়া হয়ে পড়েছে।

বেজায় ফুর্তিবাজ লোক এই সিপি। কিন্তু আজকে ওকে দেখে আমার প্রাণটা মোচড় দিয়ে উঠল। ফুর্তির সেই জগজগা নেই, কেমন

যেন জঙ্ ধরেছে। মনে হ'লো কোনও গোপন ব্যথায় ও গুমরচ্ছে। দুজনে পিকাডিলি সার্কাসের দিকে চললাম।

"বার্টি," চলতে চলতে ও বললো, "দুঃখের ভারে যে হৃদয় পড়েছে নুয়ে, আঁকড়ে ধরে সে ক্ষীণতম আশার কলিকা।" সিপি লেখক হবার মক্শ করছে, এবং ওর কথাবার্তায় অনেক সময় একটা সাহিত্যিক ধাঁচ এসে যায়। ওর খরচপত্র অবশ্য প্রধানত চলে এক বুড়ো আণ্টের টাকায়—তিনি থাকেন গাঁয়ে। "কিন্তু মুস্কিল হয়েছে যে, দুর্বল কি সবল, কোনও রকম কুঁড়িই দেখছি না যে আঁকড়ে ধরি। আমি একদম ফেঁসে গেছি, বার্টি।"

"খুলে বল তো, বাপধন, ব্যাপারটা কি?"

"কাল আমাকে গিয়ে তিন তিনটে সপ্তাহ কাটাতে হবে কতগুলো পুরনো সেকেলে অথর্ব—না, সত্যি বলবো—আমার আণ্ট ভেরার কতগুলো বিলকুল জঘন্য ওঁছা বন্ধুদের সঙ্গে। বুড়ী সব ঠিকঠাক করে ফেলেছে। এই দিব্যি করে বলছি, ভাইপোর অভিশাপে ওঁর সাধের ফুলের বাগান পুড়ে খাক হয়ে যাবে।"

"এই নরকাসুরদের নাম ঠিকানা কি?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"প্রিঙ্গল নামে কতগুলো জীব। দশ বছর বয়সের পরে আর তাদের সঙ্গে আমার দেখাশোনা হয় নি; কিন্তু আমার ওদের মনে আছে। সেই দশ বছর বয়সেই আমি টের পেয়েছিলাম লোকগুলো পয়লা নম্বরের গাড়ল।"

"বিষম সমস্যা! ভড়কানোর মতো ব্যাপার বটে।"

"পাংশু আবরণে ঢাকা হেরি এ বিশ্বসংসার," সিপি বললো। "কহ, বন্ধু, এ ঘোর বিষাদরাক্ষসীরে খেদাই কেমনে?"

তখন চকিতে একটা আইডিয়া ঝিলমিলিয়ে উঠল আমার মনে—বাচ-খেলার রাত্রে সাড়ে এগারটা করীব যে-ধরনের সব ঝলমলে আইডিয়া ঝিলিক হেনে যায় মগজের পর্দায়।

“বৎস,” আমি বললাম, “আর কিছু নয়, তোমার দরকার সেরেফ একটা কনস্টেবলের হেল্‌মেট।”

“তাই নাকি, বার্টি ?”

“আমি হলে, এক্ষুনি সোজা রাস্তাটা পেরিয়ে ওই যে ওখানে দেখতে পাচ্ছ, ওইটে নিয়ে আসতাম।”

“কিন্তু ওটার ভিতরে যে একটা কনস্টেবল রয়েছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লোকটাকে।”

“থাকলেই বা ?” আমি বললাম। “কি হয়েছে তাতে ?” আমি ওর যুক্তিটা মোটেই বুঝতে পারছিলাম না।

সিপি এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে ভাবল।

“মনে হচ্ছে,” শেষমেষ ও বলে উঠল, “তুমি একেবারে খাঁটী কথা বলেছ। আশ্চর্য, জিনিসটা একবার আমার মনে হয় নি। তুমি সত্যি বলছো ওই হেল্‌মেটটা আমার নিয়ে আসা দরকার ?”

“একদম, বিলকুল।”

“তা হলে,” সিপি বললো, “কিবা ফল কাল ব্যাজে, এই দণ্ডে আনিব উহা।”

হঠাৎ ও অদ্ভুতরকম চাঙ্গা হয়ে উঠল।

এই হ'লো বৃত্তান্ত। সুতরাং বুঝতেই পারেন, যখন খালাস পেয়ে আসামীর কাঠগড়া থেকে নেমে আমি চলে এলাম, কেন অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে আমার মর্মস্থল ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, সমস্ত জীবনটাই যখন তার সামনে পড়ে রয়েছে এবং কত সম্ভাবনা, কত আশা ইত্যাদি রয়েছে তার মনে, অলিভার র‍্যান্‌ডল্‌প সিপার্‌লি জেলের কয়েদী হয়ে গেল, এবং শুদ্ধমাত্র আমারই দোষে। আমিই সেই অকলঙ্কচরিত্রকে, বলতে গেলে,

পাঁকের মধ্যে টেনে নামিয়েছি। সুতরাং, এখন প্রশ্ন হচ্ছে—আমি কি ভাবে কি প্রতিকার এর করতে পারি ?

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সিপির সঙ্গে দেখা করে খোঁজ নেওয়া ওর কিছু দরকার-টরকার আছে কিনা। খানিকটা এধার ওধার করে, দু'চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, দু' চারটে ধাক্কা খেয়ে, একটু পরে দেখলাম ছোট্ট একটা অন্ধকার কুঠরির মধ্যে এসে ঢুকেছি—দেয়ালগুলো তার সদ্য চুনকাম করা হয়েছে এবং তার মেঝেতে একখানা বেঞ্চি পাতা। মাথাটা দু'হাতে ধরে সিপি বেঞ্চিটার উপর বসে আছে।

"কেমন আছ, ভাই ?" চাপা গলায়, অতি মোলায়েম স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে," সিপি বললো। ওর মুখখানা একটা পোচ-করা ডিমের মতো দেখাচ্ছিল।

"কি যা-তা বলছো," আমি বললাম, "অত ঘাবড়াবার কিছু হয় নি। মানে, চটপট যে একটা মিথ্যে নাম দেবার বুদ্ধি তোমার মাথায় এসেছিল সে খুব ভাগ্যির কথা বলতে হবে। খবরের কাগজে তোমার নামগন্ধও থাকবে না।"

"খবরের কাগজ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি নে। আমার মাথাব্যথা হচ্ছে কি করে এখন গিয়ে তিন সপ্তাহ প্রিঙ্গলদের সঙ্গে কাটাই—এবং আজকেই আমার তাদের ওখানে গিয়ে পৌছনোর কথা—যখন এদিকে আমাকে পায়ে লোহার বেড়ি পরে জেলখানার এক অন্ধকার কুঠরিতে গিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে।"

"কিন্তু তুমি যে বললে সেখানে যেতে চাও না।"

"আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কথা নয় এটা, বুঝেছ গোবরগণেশ। আমাকে যেতেই হবে। যদি না যাই তবে পিসিমা ঠিক খুঁজে বের

করবেন কোথায় আছি। এবং যদি জানতে পারেন যে আমি জেল খাটছি, এবং ফাটকে না এসে উপায় ছিল না, তা হলে—ভেবে দেখ একবার, আমার অবস্থাটা কি হবে।"

ওর অবস্থাটা বুঝলাম, এবং চিন্তিতভাবে বললাম, "দেখ, এ এমন একটা ব্যাপার যার মীমাংসা করা আমাদের মগজে কুলবে না। আমাদের চেয়ে উঁচুদরের কোনও মগজের সাহায্য নেওয়া দরকার, এবং সমস্ত ব্যাপারটা তার উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। জীভ্স হচ্ছে সেই লোক; তার সঙ্গে আমাদের পরামর্শ করতে হবে।"

এবং ওর কাছ থেকে দু'চারটে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে, ওর হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলাম, পিঠটা একটু চাপড়ে দিলাম এবং, মোটামুটি ওকে খানিকটা আশ্বস্ত করে, একটা গাড়ী করে সটান বাড়ি ফিরে জীভ্সের সামনে উপস্থিত হলাম।

জীভ্স বুদ্ধি করে আমার জন্য যে টনিকটা রেডি করে রেখেছিল, এক চুমুকে সেইটে শেষ করে আমি বললাম, "জীভ্স, তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে—ভয়ঙ্কর জরুরী; এমন একটা জিনিস যাকে তুমি বলবে মর্মান্তিক; মানে, বেঘোরে পড়েছেন এমন একজন লোক যাকে তুমি সব সময় মনে করতে—যার উপর সব সময় ছিল তোমার একটা—যাকে তুমি ভাবতে—যাক গে, লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে কি হবে, বিশেষ আমার তবিয়তটা সে-রকম ঠিক নেই—এক কথায় মিঃ সিপারলি।"

"ব্যাপারটা কি হয়েছে, স্যর?"

"জীভ্স, মিঃ স্পারলি চিল ছিঁড়ছেন।"

"স্যর?"

"মানে, মিঃ সিপারলি চুল ছিঁড়ছেন।"

"সত্যি, স্যর?"

"এবং সব আমারই দোষে। আমিই ওকে বলেছিলাম সেই কনস্টেবলটার হেল্‌মেটটা কেড়ে আনতে—মুহূর্তের একটা দুর্বলতার বশে। ভেবেছিলাম একটা কিছু করবার পেলে ওর মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।"

"তাই নাকি, স্যর ?"

"জীভ্‌স, ও-রকম একটা স্বর করে যদি জবাবগুলো না দাও, খুশি হব," আমি বললাম। "ব্যাপারটা বিষম গোলমেলে। মাথা যার ব্যথায় টনটন করছে তার পক্ষে গুছিয়ে বলা ভারী শক্ত, এবং তুমি যদি এই ভাবে ফোড়ন দিতে থাক আর বাধা দিতে থাক, তা হলে আমি খেই হারিয়ে ফেলব। সুতরাং, অনুগ্রহ করে, তা করো না। শুধু মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়ো যাতে আমি বুঝতে পারি যে জিনিসটা তোমার মগজে ঢুকছে।"

আমি চোখ বুজে ঘটনাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিলাম।

"তা হলে, জীভ্‌স, প্রথম কথা হচ্ছে, তুমি হয়তো জানো হয়তো বা জানো না, যে মিঃ সিপার্‌লিকে, বলতে গেলে, তাঁর পিসিমা ভেরার আঁচলের নীচেই বসবাস করতে হয়।"

"স্যর, ইনি কি ইয়র্কশায়ারের বেক্‌লি-অন-দি-মূর গ্রামের মিস সিপার্‌লি, যাঁর কুঠির নাম হচ্ছে "দি প্যাডক ?"

"হ্যাঁ। বলে বসো না যে তাঁকে তুমি চেন !"

"না, স্যর, আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। তবে ওই গাঁয়ে আমার এক কাজিন আছে, তার মিস সিপার্‌লির সঙ্গে সামান্য জানাশোনা আছে। তার কাছে শুনেছি মিস সিপার্‌লির মেজাজটা কিছু আমিরী ধরনের এবং ভদ্রমহিলা একটুতেই চটে যান……ওই যাঃ, মাপ করবেন, স্যর, আমার শুধু মাথা নাড়ানো উচিত ছিল।"

"ঠিক, ঠিক, তোমার শুধু মাথা নাড়ানো উচিত ছিল। হ্যাঁ, জীভ্স, তাই তো, তোমার শুধু মাথা নাড়ানো উচিত ছিল। যাক্ গে, এখন আর কেঁচে গণ্ডূষ করার সময় নেই।"

আমার নিজের মাথাটা একটা ঢুলুনি দিল। আগের দিন রাত্রে আমার অভ্যস্ত আট ঘণ্টা ঘুম হয় নি, এবং যাকে বলে একটা তন্দ্রা-জড়িমা কেমন যেন নিঃসাড়ে এসে মধ্যে মধ্যে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবার চেষ্টা করছিল।

"তারপর, স্যর?" জীভ্স বললো।

"ওঃ—আঃ—হ্যাঁ," আমি বললাম এবং একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাথাটা খাড়া করলাম। "কি বলছিলাম যেন?"

"আপনি বলছিলেন, স্যর, মিঃ সিপার্লি বলতে গেলে, মিস সিপারলির আঁচলের নীচে বাস করেন।"

"বলছিলাম নাকি?"

"হ্যাঁ, স্যর, আপনি তাই বলছিলেন।"

"তুমি ঠিক বলেছ; তাই বলছিলাম বটে। আচ্ছা, তা হলে তুমি সহজেই বুঝতে পার, জীভ্স, ওকে মিস সিপার্লির সঙ্গে বনিয়ে চলতে হয় এবং সব সময়ে ভারী হুঁশিয়ার থাকতে হয় যেন কোনও কারণে তিনি চটে না যান। যা বললাম ধরতে পেরেছ তো?"

জীভ্স মাথা নাড়লো।

"এখন এইটে খুব মন দিয়ে শোনোঃ দিনকয়েক আগে মিস সিপার্লি এক চিঠিতে দোস্ত সিপিকে তাঁর গাঁয়ের কনসার্টে এসে গাইতে বলেন। বলা নয় তো হার্ ম্যাজেষ্টির হুকুম, মানে, অবিশ্যি, আমি যা বলছি তা যদি তুমি বুঝে থাক। বেচারা সিপি! খোলাখুলি না বলতে পারে না। এদিকে মিস সিপার্লিদের গাঁয়ের কনসার্টের নমুনা একবার ও দেখে এসেছে এবং ফিরে-ফিরতি আর দেখবার

কোনও বাসনা ওর নেই। এ পর্যন্ত যা বললাম ঠিক বুঝতে পেরেছ তো, জীভ্‌স ?"

জীভ্‌স মাথা নাড়লো।

"তা হলে বেচারা এখন কি করে, জীভ্‌স! ও যা করলো তা তখন ওর মনে হয়েছিল খুবই ওস্তাদী একটা চাল চেলেছে। মিস সিপারলিকে ও লিখলো যে তাঁদের গ্রামের কনসার্টে যোগ দিতে পারলে ও খুব খুশিই হতো, কিন্তু, খুবই দুঃখের বিষয়, দৈবক্রমে এক খবরের কাগজের সম্পাদক কেম্ব্রিজের কলেজগুলো সম্বন্ধে গোটাকয়েক প্রবন্ধ লেখার ভার দিয়েছেন ওকে এবং বাধ্য হয়ে ওকে এখুনি কেম্ব্রিজ যেতে হচ্ছে এবং সেখানে ওকে পুরো তিন সপ্তাহ থাকতে হবে। ব্যাপারটা, কেমন, জলের মতো পরিষ্কার মনে হচ্ছে ?"

জীভ্‌স ঘাড় কাত করলো।

"তখন, জীভ্‌স, সিপির এই জবাব পেয়ে মিস সিপারলি ফের চিঠি দিলেন। লিখলেন, তিনি বেশ বোঝেন যে আগে কাজ, পরে ফুর্তি— বেক্‌লি-অন-দি-মূরের কনসার্ট-পার্টিতে গান গেয়ে গাঁয়ের মাতব্বরদের কাছ থেকে বাহবা পাওয়াকে উনি একটা ফুর্তির মধ্যে ধরে নিয়েছেন আর কি ; কিন্তু যদি সে কেম্ব্রিজ যায় তবে অবশ্য অবশ্য যেন সহরের উপকণ্ঠে তাঁর বন্ধু প্রিঙ্গলদের বাড়িতে থাকে। এবং তিনি প্রিঙ্গলদের কাছে এক চিঠি দিলেন যে সিপি আটাশ তারিখে তাঁদের ওখানে গিয়ে পৌছবে, এবং প্রিঙ্গলরা জবাবে আর এক চিঠি দিয়ে বললো বহুত আচ্ছা, এবং বন্দোবস্ত একদম পাকা হয়ে গেল। মিঃ সিপারলি তো ফাটকে এখন কোথার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় কে জানে ? জীভ্‌স, সমস্যাটা তোমার বিরাট মগজেরই উপযুক্ত। তুমিই একমাত্র ভরসা।"

"স্যর, আপনার বিশ্বাসের সম্মান বজায় রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।"

"লেগে যাও, তা হলে। কিন্তু আগে এই ঝিলমিলগুলো টেনে নামিয়ে দাও এবং আর গোটাদুই কুষন নিয়ে এস এবং ওই ছোট চেয়ারটা এদিকে ঠেলে দাও যাতে আমার পা দুটো ওর উপর উঁচু করে রাখতে পারি, এবং তারপর চলে যাও এখান থেকে এবং নিরিবিলি বসে ভাব, ভাব আর ভাব। আর, শোনো, দু'ঘণ্টা কি, বড় জোর, তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাকে জানাবে তোমার মগজ-চালানোর ফলাফল। আর, দেখ, যদি কেউ আমার খোঁজ করে এবং আমার সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়, তা হলে বলে দেবে যে আমার মৃত্যু হয়েছে।"

"মৃত্যু, স্যর ?"

"মৃত্যু। খুব বেশী মিথ্যে বলা হবে না তোমার।"

খুব সম্ভব সন্ধ্যার প্রায় কাছাকাছি আমি জেগে উঠলাম, ঘাড়ে একটা ব্যথা নিয়ে, কিন্তু মোটামুটি শরীরটা কিছু চাঙ্গাই বোধ হ'লো। আমি হাতের কাছে ঘন্টীটাতে চাপ দিলাম।

"দু'বার আমি এসে দেখে গেছি, স্যর," জীভ্‌স বললো, "কিন্তু ফি বারেই দেখলাম আপনি ঘুমুচ্ছেন, এবং ডেকে আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হ'লো না।"

"ঠিক করেছ, বিলকুল ঠিক কিয়া, জীভ্‌স, এই তো চাই······ তারপর ?"

"সেই ছোটখাট প্রব্লেমটা নিয়ে, স্যর, আমি অনেক মাথা ঘামিয়েছি, কিন্তু সল্যুশন মাত্র একটাই দেখতে পেলাম।"

"একটাই যথেষ্ট। বলে ফেল তোমার প্ল্যানটা।"

"আমি বলি, স্যর, মিঃ সিপার্‌লির বদলে আপনি কেম্ব্রিজে চলে যান।"

আমি লোকটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কয়েক ঘণ্টা আগে আমার যে হাল হয়েছিল সে তুলনায় অবশ্য অনেক সুস্থ বোধ করছিলাম; কিন্তু তা হলেও আমার শারীরিক অবস্থা তখনও এমন নয় যে এই ধরনের যা-তা কথাবার্তা বরদাস্ত করতে পারি।

"জীভ্‌স," তিক্ত স্বরে আমি বললাম, "ধাতস্থ হও। তুমি যা বলছো তা পাগলের প্রলাপ বই আর কিছু নয়।"

"এ ছাড়া, স্যর, আর কোনও পথ তো আমি দেখছি নে মিঃ সিপার্‌লিকে তাঁর এই উভয়সংকট থেকে উদ্ধার করবার।"

"আরে, ভাব! চিন্তা কর! কি মুশকিল, দেখছো না এমন কি আমিও, কাল রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া সত্ত্বেও এবং আজ সকালে আদালত ও পুলিসের সঙ্গে অত হাঙ্গাম-হুজ্জত পোয়ানোর পরেও, দেখতে পাচ্ছি যে তোমার স্কীমটা একটা খেপামি ছাড়া আর কিছু নয়। মাত্র একটা ফুটো তোমাকে দেখাচ্ছি—এবং তাই-ই যথেষ্ট—এই লোকগুলো আমার চাঁদমুখ দেখবার জন্য হেদুচ্ছে না; তারা হা-পিত্যেশ করে বসে আছে মিঃ সিপার্‌লির জন্য। আমাকে তারা একদম চেনে না।"

"সে তো আরও ভাল হ'লো, স্যর; কারণ আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে যে আপনি মিঃ সিপার্‌লি সেজেই কেম্ব্রিজে যাবেন।"

এইবার আমি একদম থ হয়ে গেলাম; আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল। হলফ করে বলতে পারি নে, তবে মনে হ'লো আমার চোখ দুটো জলে ভরে আসছে।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, "তুমি নিশ্চিত বুঝতে পারছ জিনিসটা সেরেফ পাগলামি। একজন অসুস্থ লোকের কাছে এসে এই রকম আজেবাজে কথা বলা—এই রকম ধোঁকা দেওয়া—তোমার কাছে এ আশা করি নি।"

"আমার মনে হয়, স্যর, প্ল্যানটা অসম্ভব নয়। আপনি যখন ঘুমুচ্ছিলেন, সেই অবসরে মিঃ সিপার্লির সঙ্গে আমার দু'চারটে কথা হয়ে গেছে, এবং তাঁর কাছে শুনলাম যে তাঁর দশ বছর বয়সের পরে আর প্রফেসর এবং মিসেস প্রিঙ্গল তাঁকে দেখেন নি।"

"হ্যাঁ, তা সত্যি। ও আমাকে এ কথা বলেছিল। কিন্তু, তা হলেও, প্রিঙ্গলরা নিশ্চয়ই তাকে আমার—মানে তার—পিসির খবরাখবর জিজ্ঞাসা করবেন। তখন কোথায় যাব, কি করবো?"

"মিস সিপার্লি সম্বন্ধে দু'চারটে কথা মিঃ সিপার্লি আমাকে বলেছেন, স্যর। সেগুলো আমি টুকে রেখেছি। তাই, এবং আমার কাজিনের কাছ থেকে ভদ্রমহিলার অভ্যাসটভ্যাস সম্বন্ধে যা জানতে পেরেছি, মুখস্থ করে নিয়ে, আমার মনে হয়, আপনি সাধারণ যে-কোনও প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারবেন।"

জীভ্সের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে লোক পটাবার। শুরু থেকে লক্ষ্য করছি ওর এই গুণটা। বারবার দেখেছি আপাতদৃষ্টিতে একদম যা-তা আজগুবী একটা প্রস্তাব বা স্কীম বা পরিকল্পনা নিয়ে এসে আমাকে প্রথমে বিলকুল হতভম্ব করে দিয়েছে, এবং মিনিট পাঁচেক পরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে যে জিনিসটা শুধু যে নিখুঁত তা নয়, একেবারে ফলন্ত। আজকের এই স্কীমটা আমার মাথায় ঢোকাতে এবং এর সারবত্তা সম্বন্ধে আমাকে আশ্বস্ত করতে ওর প্রায় মিনিট পনরো লাগল, কারণ আজ পর্যন্ত এ-রকম সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাব আর কখনও ও করে নি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে ঠিক পটিয়ে ফেললো। আমি ভীষণ গোঁ ধরে মুখ একেবারে উলটো দিকে ফিরিয়ে ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ, অতর্কিতে, ও সব তর্কের শেষ করে দিল।

"স্যর," ও বললো, "আমার নিশ্চিত মনে হচ্ছে যে আপনার যত শীঘ্র সম্ভব লণ্ডন ছেড়ে কোনও নিরাপদ জায়গায় গিয়ে—মানে যেখানে

সহজে আপনাকে কেউ খুঁজে পাবে না—দিনকয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত।"

"অ্যাঁ? কেন বল তো?"

"গত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, স্যর, মিসেস স্পেন্সার তিনবার টেলিফোনে আপনার খোঁজ করেছেন।"

"আণ্ট আগাথা!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। আমার তামাটে মুখ ফেকাশে হয়ে গেল।

"হ্যাঁ, স্যর। ওঁর কথায় বুঝলাম, বিকেলের খবরের কাগজে আজ সকালের পুলিস কোর্টের কেসটার বিবরণ উনি পড়েছেন।"

তাড়া-খাওয়া খরগোশের মতো আমি চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়লাম। আণ্ট অগাথা যদি কৃপাণহস্তে রণরঙ্গিনীবেশে বেরিয়ে থাকেন, তা হলে আর কোনও কথা নয়—যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, "এখন কথা কাটাকাটির সময় নয়, কাজের সময়। পোঁটলাপুঁটলি বাঁধ—তুরন্ত, জলদি।"

"বাঁধাছাঁদা সব শেষ, স্যর।"

"কেম্ব্রিজের ট্রেন কখন ছাড়বে দেখ।"

"চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই, স্যর, একটা গাড়ি আছে।"

"একটা ট্যাক্‌সি ডাক।"

"দরজায় একটা ট্যাক্‌সি দাঁড়িয়ে আছে, স্যর।"

"চমৎকার!" আমি বললাম। "তা হলে এবারে আমাকে নিয়ে চল সেই ট্যাক্‌সির কাছে।"

কেম্ব্রিজসহরের বাইরে বেশ খানিকটা গিয়ে তবে প্রিঙ্গলদের প্রাসাদ মিললো—ট্রাম্পিংটন রোড দিয়ে মাইলদুয়েক চলার পর। আমি যখন এসে পৌঁছলাম তখন সবাই ডিনারের জন্য পোষাক-আশাক করছে।

অতএব সান্ধ্যসাজে শোভিত হয়ে ড্রয়িং-রুমে গিয়ে না পৌছনো পর্যন্ত গোটা দলটার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো না।

লম্বা একটা দম নিয়ে, হাওয়ার উপর ভাসতে ভাসতে, "হ্যালো-অ্যালো!" বলে আমি ঢুকে পড়লাম।

চেষ্টা করলাম একটা ঝংকার-ঝঞ্ঝনা তুলে গলা ছেড়ে আলাপ জমাতে, কিন্তু প্রাণের বীণায় সে-রকম প্রবল প্রচুর সাড়া পেলাম না। ভীরু, লাজুক প্রকৃতির লোকের উটকো এক জায়গায় সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকজনের মধ্যে গিয়ে পড়া মানেই তার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর একটা অত্যাচার; নাম ভাঁড়িয়ে গেলেও জিনিসটা মোটেই সহজ হয় না। বেশ উপলব্ধি করছিলাম ভিতর থেকে কেমন দমে যাচ্ছি, এবং বেপথু ভাবটা প্রিঙ্গলদের শ্রীমুখ দেখে একটুও কমলো না।

সিপির ভাষায় লোকগুলো পয়লা নম্বরের গাড়ল, এবং আমার মনে হ'লো ও খুব ভুল বলে নি। একহারা, বিরলকেশ প্রফেসর প্রিঙ্গলের চোখদুটো কাতলামাছের মতো এবং দেখলেই মনে হয় লোকটা বারমেসে পেটরোগা; আর মিসেস প্রিঙ্গলকে দেখলে মনে হয় ভদ্রমহিলা ১৯০০ সালের কাছাকাছি কোনও দুঃসংবাদ পেয়েছিলেন এবং সেই থেকে আর কখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে পারেন নি। এঁদের দুজনের যৌথ ধাক্কায় তখনও আমি টলটলায়মান, এমন সময় আগাগোড়া শালে মোড়া থুত্থুড়ে দুই বুড়ীর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেওয়া হ'লো।

এক নম্বরকে দেখিয়ে প্রফেসর প্রিঙ্গল ধরা-গলায় বললেন, "নিশ্চয়ই আমার মাকে তোমার মনে আছে?"

"ওঃ—আঃ!" মুখে একটুখানি হাসি টেনে এনে আমি বললাম।

"আর ইনি আমার আণ্ট," প্রফেসর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন, যেন ব্যাপারটা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠছে।

"বেশ, বেশ, বেশ!" দুই নম্বরের দিকে একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে আমি বললাম।

"আজ সকালবেলাই এঁরা বলাবলি করছিলেন তোমাকে এঁদের এখনও বেশ মনে আছে," প্রফেসর ককিয়ে উঠলেন। এবারে একদম হাত পা ছেড়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ সব চুপ। গোটা দলটা একসঙ্গে একদৃষ্টে আমাকে দেখছিল, যেন এড্‌গার এ্যালেন পো'র কোনও মন-খারাপ করা গল্পের এক পারিবারিক গোষ্ঠি বীভৎস কিছু দেখে একেবারে পাথর বনে গেছে। আমার মনে হ'লো আমার প্রাণটা শিকড়সুদ্ধ শুখিয়ে যাচ্ছে।

"অলিভারকে আমার মনে আছে," একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে এক নম্বর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। "কি সুন্দর লাল টুকটুকে ছেলে ছিল। আহা-হা! আহা-হা!"

কেতাদুরস্ত, কোনও সন্দেহ নেই। অতিথিকে একদম ঘরের লোক করে নেওয়া হ'লো।

"আমার অলিভারকে মনে আছে," দুই নম্বর বললেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে তাকালেন প্রায় হুবহু বযের স্ট্রীট আদালতের হাকিম সাহেব দণ্ডাদেশ দেবার পূর্বমুহূর্তে যে-ভাবে সিপির দিকে তাকিয়েছিলেন সেই ভাবে। "ভারী পাজী ছেলে ছিল! আমার বেরালটাকে জ্বালাতন করে মারত।"

"আণ্ট জেনের অদ্ভুত স্মরণশক্তি; জানো, এই সামনের জন্মদিনে ওঁর সাতাশি হবে?" ফিসফিস করে বললেন মিসেস প্রিঙ্গল, সুরে একটা ক্ষোভ ও গর্বের আভাস।

"কি বলছো তুমি?" সন্দিগ্ধস্বরে দুই নম্বর বললেন।

"বলছিলাম আপনার অদ্ভুত স্মরণশক্তির কথা।"

"ও!" বুড়ী আমার দিকে আর একবার কটমট করে তাকালো। বুঝতে পারলাম ওদিক থেকে বার্ট্রাম কোনও রকম মধুর সৌহার্দ্য আশা করতে পারে না। "আমার টিবিকে ও বাগানময় ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াত; একটা ধনুক নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটত আর তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেচারীকে হয়রান করতো।"

সেই মুহূর্তে একটা বেরাল একটা সোফার নীচে থেকে বেরিয়ে লেজ উঁচু করে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলো। বেরালদের, সব সময় দেখেছি, আমার উপর একটা অহেতুক প্রীতি আছে; যেখানে যাই সেখানেই এরা আমার নেওটো হয়ে পড়ে। সুতরাং দুষ্কৃতকারী সিপির পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপানো অত্যন্ত মর্মান্তিক মনে হ'লো। আমি নীচু হয়ে অভ্যস্ত কায়দায় বেরালটার কানের নীচে সুড়সুড়ি দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই নম্বর একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল।

"ওকে বারণ কর! বারণ কর ওকে!"

এক লাফ দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার উপর—তার বয়সের তুলনায় অসাধারণ ক্ষিপ্রগতিতে—এবং বেরালটাকে কোলে তুলে নিয়ে একটা তীব্র উদ্ধত অবজ্ঞায় আমার দিকে তাকিয়ে ফিরে দাঁড়ালো—ভাবটা যেন ফের আমি যদি কোনও রকম বেয়াদবি করি, তা হলে·· ভারী বিশ্রী লাগতে লাগলো।

"আমি বেরাল ভালবাসি," আমি মিনমিন করে বললাম।

কিন্তু কোনও ফল হ'লো না; দর্শকদের সহানুভূতি পেলাম না। কথাবার্তায় যাকে বলা যেতে পারে একটা ভাটা পড়ে এসেছে, এমন সময় দরজা খুলে একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো।

"আমার মেয়ে হেলয়স," মনমরার মতো প্রফেসর বললেন, যেন জিনিসটা স্বীকার করতে তাঁর মাথা কাটা যাচ্ছে।

মেয়েটার হাতে হাত মিলোবার জন্য আমি মুখ ফেরালাম, হাত বাড়িয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ-রকম বিশ্রী ঠোক্কর কোনও দিন খেয়েছি বলে মনে করতে পারলাম না।

আমার বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকেরই হঠাৎ এক এক সময় এমন কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় যে ভয়ঙ্করভাবে কোনও ভীষণ লোককে মনে করিয়ে দেয়। একটা উদাহরণ দিই শুনুন। একবার আমি গল্‌ফ খেলতে স্কটল্যাণ্ডে গিয়েছিলাম। একদিন হোটেলে বসে আছি এমন সময় এক মহিলা এসে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই আমার আণ্ট অগাথাকে মনে পড়ে গেল—একেবারে হুবহু তাঁর মুখ বসানো। খুবই সম্ভব, ভদ্রমহিলা সত্যই ভদ্র ছিলেন, কিন্তু পরখ করবার জন্য আমি অপেক্ষা করলাম না। সেই রাত্রেই সে হোটেল ছেড়ে চম্পট দিলাম; বিলকুল অসহ্য হয়ে উঠল ব্যাপারটা। আর একবার রীতিমত রংদার এক নাইট-ক্লাব থেকে তাড়া খেয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম—ক্লাবের হেড-ওয়েটারকে কেবলি আমি আঙ্কল পার্সি বলে ভুল করছিলাম।

কথা হচ্ছে, হেলয়স প্রিঙ্গল অনরিয়া গ্লসপের অত্যন্ত ভীতিপ্রদ একটি প্রতিচ্ছায়া।

মনে হয় ইতিপূর্বে বলেছি আপনাদের এই গ্লসপ-বিভীষিকার কথা। পাগলা-ডাক্তার স্যর রডরিক গ্লসপের মেয়ে সে, এবং, আমার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, প্রায় তিন সপ্তাহ তার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট চলেছিল। সৌভাগ্যক্রমে, বুড়োর হঠাৎ খেয়াল হ'লো যে আমার মাথার কিছু গোলমাল আছে এবং ব্যাপারটার উপর যবনিকা টেনে দিল। সেই থেকে ওর কথা মনে হলে ঘুমের মধ্যেও আমি আঁতকে উঠে চীৎকার করি। আর এই মেয়েটা অবিকল তার মত দেখতে।

"ইয়ে—নমস্কার," আমি বললাম।

"নমস্কার।"

ওর গলা শুনে আমার হয়ে গেল। মনে হ'লো অনরিয়াই যেন কথা কইলো। অনরিয়া গ্লসপের গলা শুনলে মনে হয় সার্কাস পার্টির সিংহদলনী দলের কোনও লোককে তর্জন করে হুকুম দিচ্ছে; এই মেয়েটারও সেই রকম বাজখাঁই গলা। ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে আমি পিছিয়ে আসছিলাম; হঠাৎ নরম তুলতুলে একটা-কিছুর উপর পা পড়তেই শূন্যে লাফিয়ে উঠলাম। তীব্র একটা বেড়াল আর্তনাদে আকাশটা ফেটে গেল, সঙ্গে সঙ্গে এলো একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, এবং আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি আণ্ট জেন্ চার হাত পায়ে হামা দিয়ে বেরালটাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছেন—সে বেচারী লুকিয়েছে সোফাটার নীচে। তিনি আমার দিকে একটা দৃষ্টি হানলেন, এবং

সে-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ—
ফলিয়াছে ঘোরতম আশঙ্কা তাঁহার।

এই সময়ে ডিনারের ডাক পড়লো—আমি তৈরীই ছিলাম।

সেই দিন রাত্রে যখন জীভ্‌সকে একলা পেলাম, আমি বললাম, "জীভ্‌স, লোকটা আমি ভীতু নই, কিন্তু আমার মন বলছে এবারের এই খেলটাতে শেষরক্ষা করা শক্ত হবে।"

"আপনার ভাল লাগছে না, স্যর, এখানে?"

"মোটে না, জীভস। মিস প্রিঙ্গলকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, স্যর, দূর থেকে।"

"খুব ভাল করেছ; দূর থেকে দেখাই নিরাপদ। ওকে ভাল করে লক্ষ করে দেখেছ কি?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"ওকে দেখে কি তোমার আর কারও কথা মনে হয়েছে?"

"আমার মনে হ'লো, স্যর, ওঁর কাজিন মিস গ্লসপের চেহারার সঙ্গে ওঁর আশ্চর্য মিল আছে।"

"ওর কাজিন! তুমি কি বলতে চাও ও অনরিয়া গ্লসপের কাজিন!"

"হ্যাঁ, স্যর। মিসেস প্রিঙ্গল বিয়ের আগে মিস ব্লেদার্‌উইক ছিলেন —ওঁদের দুই বোনের মধ্যে উনি ছোট; বড় বোন বিয়ে করেন স্যর রডরিক গ্লসপকে।"

"ইয়া আল্লা! তাই চেহারায় এত মিল।"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"একেবারে চরম মিল, জীভ্‌স! ও কথাও বলে মিস গ্লসপের মতো।"

"তাই নাকি, স্যর? আমি এখনও মিস প্রিঙ্গলের গলার আওয়াজ শুনি নি।"

"তোমার বিশেষ কিছু লোকসান হয় নি। মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যদিও কিছুতেই আমি দোস্ত সিপিকে কারে ফেলে সরে পড়বো না—সে প্রশ্ন ওঠেই না—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এবারে আমার একটা অগ্নিপরীক্ষা হবে। দায়ে পড়লে, প্রফেসর এবং মিসেস প্রফেসরকে হয়তো আমি বরদাস্ত করতে পারি। এমন কি, একটা প্রচণ্ড প্রয়াস করতে পারি আণ্ট জেনের সঙ্গে আপসে একটা রফা করবার। কিন্তু দিনের পর দিন হেলয়সের মতো একটি মেয়ের সঙ্গে কোনও লোককে নির্বিবাদে মেলামেশা করতে বলা, তাও আবার শুধু লেমনেড খেয়ে— ডিনারে তো দেখলাম ওই-ই একমাত্র পানীয়—সেরেফ তার উপর একটা অত্যাচার, নির্মম অত্যাচার। সুতরাং, জীভ্‌স, হদিস বাতলাও, বলো উপায় কি?"

"আপনি যতটা সম্ভব মিস প্রিঙ্গলকে এড়িয়ে চলবেন, স্যর। তা হলেই হবে।"

"মহচ্চিত্তে মিলে সব ভাব। জীভ্‌স, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম," আমি বললাম।

বলা খুব সোজা যে অমুক মেয়েকে এড়িয়ে চলো। কিন্তু সে মেয়ে যদি তোমাকে বাজিনা শতহস্তেন করতে রাজী:না হয়, তা হলে এক বাড়িতে থেকে জিনিসটা করতে দস্তুরমত কেরামতির দরকার। জীবনে এই একটা বড় মজার ব্যাপার আমি দেখেছি যে বিশেষ করে যাদের তুমি পাশ কাটিয়ে চলতে চাও, তারা যেন সব সময় তোমার চারপাশে সেই কবিতার মৌমাছির মতো পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে আসে। প্রিঙ্গল-মোকামে চব্বিশ ঘণ্টাও পুরো হয় নি আমার, কিন্তু তার মধ্যেই টের পেলাম এই বিভীষিকা আমাকে সুস্থ থাকতে দেবে না।

হেলয়স সেই জাতের মেয়ে যাদের সঙ্গে তোমার সিঁড়িতে, না হয় হলে বা করিডরে হামেশা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। একটা কামরায় ঢুকেছি কি না ঢুকেছি, মিনিটখানেকের মধ্যে দেখি ও পাল তুলে ভাসতে ভাসতে সেখানে এসে হাজির। আবার হয়তো বাগানে একটা চক্কর দিচ্ছি, হঠাৎ কোনও একটা ঝোপঝাড়ের পিছন থেকে ও নির্ঘাত এসে লাফিয়ে পড়বে আমার সামনে। দিনদশেকের মধ্যে আমার অবস্থা হ'লো বিলকুল ভূতে-পাওয়া লোকের মতো।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, "আমার মনে হচ্ছে আমাকে বিলকুল ভূতে পেয়েছে।"

"স্যর?"

"এই মেয়েটা আমার পিছু নিয়েছে। এক মিনিট আমি চুপ করে থাকতে পাই নে। এই রকম একটা কথা ছিল যে সিপি এখানে এসে কেম্ব্রিজের কলেজগুলো ঘুরে দেখেশুনে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখবে: ও তাই আজ সকালে আমাকে সাতান্নটা কলেজ ঘুরিয়ে দেখিয়ে

বেড়িয়েছে। বিকেলবেলা বাগানে গিয়ে একটু বসেছি, অমনি কোত্থেকে এক চোরা দরজার ফাঁক দিয়ে ও মাথা বের করে দিয়েছে এবং আমি রামচন্দ্র বলতে না বলতে এসে একেবারে আমার ঘাড়ের উপর পড়েছে। তারপর সন্ধ্যাবেলা মর্নিং-রুমে আমাকে কোণঠাসা করে ফেললো। ব্যাপারটা যে-রকম দাঁড়িয়েছে তাতে একটুও আশ্চর্য হব না যদি গোসল করতে করতে একদিন দেখি ও সাবানের ডিশটার উপর গুটিশুটি মেরে বসে আছে।"

"ভারি ঝকমারি, স্যর।"

"ঝকমারি বলতে ঝকমারি। পার কোনও দাওয়াই বাতলাতে?"

"এখুনি তো কিছু বলতে পারছি নে, স্যর। মিস প্রিঙ্গলের, স্পষ্ট মনে হয়, স্যর, আপনার সম্বন্ধে একটা আগ্রহ জন্মেছে। আজ সকালে আমার কাছে খোঁজ নিচ্ছিলেন আপনি লণ্ডনে কি-ভাবে চলেন ফেরেন।"

"কি বললে?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

আমি আতঙ্কে হাঁ করে লোকটার দিকে তাকালাম; বুকটা ঢিপঢিপ করতে লাগলো। একটা কথা মনে হতেই ভয়ে আমার মুখ ফেকাশে হয়ে গেল। সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল।

সেই দিন লাঞ্চের সময় একটা আজব ব্যাপার ঘটেছিল। কাটলেট চর্বণ-পর্ব সত্ত শেষ হয়েছে এবং আমি, আমার ভাগের পুডিঙের টুকরাটা আসবার আগে, চেয়ারে ঠেস দিয়ে একটুখানি আয়েশ করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ মুখ তুলতেই দেখি হেলয়স মেয়েটা একদৃষ্টে আমাকে দেখছে কেমন-যেন-এক-কেমনতর ভাবে। তখন বিশেষ কিছু ভাবি নি এ নিয়ে, কারণ পুডিং জিনিসটার সদ্ব্যবহার করতে হলে তার দিকে অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া দরকার; কিন্তু এখন,

জীভ্সের কথা শুনে, ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে, জিনিসটার সম্পূর্ণ কুটিল কদর্য যেন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে।

সেই সময়েও ওই চাউনিটা আমার মনে ঘা দিয়েছিল, কেমন যেন মনে হচ্ছিল এই চাউনি কোথায় দেখেছি; এখন হঠাৎ এক ঝলকে আবিষ্কার করলাম কেন অমন মনে হয়েছিল। ঠিক অবিকল এই দৃষ্টি দেখতে পেতাম অনরিয়া গ্লসপের চোখে আমাদের এন্‌গেজ্‌মেণ্টের ঠিক আগের দিনগুলিতে—শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার পূর্বে বাঘিনীর হিংসা-লোলুপ দৃষ্টি।

"জীভ্স, আমি কি ভাবছি জানো?"

"স্যর?"

আমি ছোট্ট একটা ঢোক গিললাম।

"জীভ্স", আমি বললাম, "অবহিত হও। এক জাতের লোক আছে ভারী সাংঘাতিক। দুর্নিবার তাদের আকর্ষণ। অসাধারণ তাদের মোহিনী শক্তি। দর্শনমাত্র ছোট বড় সব ঘায়েল। আধ মিনিট একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছে কি চিরদিনের জন্য তার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট। আমি নিজেকে এই সাংঘাতিক জাতের একজন বলে মনে করি নে, এবং সে-রকম একটা আইডিয়াও দিতে চাই নে। সত্য বলতে কি, আমার স্বভাব, বলতে গেলে, এর উলটো। আমাকে দেখলে, অনেক সময়ই দেখেছি, মেয়েদের ভুরু টান হয় এবং উপরের ঠোঁট কুঞ্চিত হয়। সুতরাং আমি যে অকারণ ভয় পাওয়ার লোক নই, এ কথা সবাই বলবে। তুমি এটা স্বীকার করো তো, কেমন, স্বীকার করো না?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"তথাপি, জীভ্স, এটাও একটা সুবিদিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে এক ক্লাসের মেয়ে আছে যারা আমার মতো লোকের দিকে যেন কেমন এক অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট হয়।"

"অতি সত্য কথা, স্যর।"

"মানে, আমি বেশ ভালরকমই জানি যে, মোটামুটি বলতে গেলে, সাধারণ একজন লোকের মাথায় যে ঘিলু থাকে আমার ঘিলুর পরিমাণ তার অর্ধেক। এবং যদি এমন কোনও মেয়ের সামনে পড়ে যাই যার ঘিলুর পরিমাণ সাধারণের ডবল, তা হলে আর রক্ষে নেই, অমনি চোখে তার খেলে যায় অনুরাগের বিদ্যুৎ এবং সোজা সে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার উপর। জানি নে রহস্যটা কি, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।"

"হয়তো ব্যাল্যান্স ঠিক রাখবার জন্য এটা, স্যর, প্রকৃতির একটা কারসাজি।"

"খুবই সম্ভব। যাক গে, কারণ যাই হোক না কেন, ব্যাপারটা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে। অনরিয়া গ্লসপের বেলা ঘটনাটা তো এই-ই হয়েছিল। ওদের বারে কলেজের সেরা মগজওয়ালা ছাত্রীদের অন্যতম ছিল ও, আর আমাকে বগলদাবা করে নিল ঠিক যেমন একটা ডালকুত্তার বাচ্চা কৎ করে এক টুকরো মাংস গিলে ফেলে।"

"মিস প্রিঙ্গল, শুনেছি, স্যর, মিস গ্লসপের চেয়েও নামজাদা ছাত্রী ছিলেন।"

"তা হলেই বোঝ ব্যাপারখানা! জীভ্স, ও খালি আমার দিকে তাকায়।"

"সত্যি, স্যর?"

"হরদম ওর সঙ্গে আমার কলিশন হচ্ছে সিঁড়িতে এবং বারান্দায়?"

"বাস্তবিক, স্যর?"

"আমাকে বলে এ-বই পড়ুন, ও-বই পড়ুন, জ্ঞান বাড়বে, মনের প্রসারতা হবে, উন্নতি হবে।"

"বেশ ভাববার কথা, স্যর।''

"তারপর আজ সকালে প্রাতরাশের সময় একটা সসেজ খাচ্ছি, ও বলে কি সসেজ খাবেন না, জানেন, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে যে একটা মরা ইঁদুরে যে পরিমাণ জীবাণু পাওয়া যায় একটা চার-ইঞ্চি সসেজে সেই পরিমাণ জীবাণু আছে। অবস্থাটা বুঝতে পারছ? বাৎসল্যভাব, আমার স্বাস্থ্য নিয়ে অযথা হইচই।"

"তা হলে, স্যর, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সন্দেহের আর অবকাশ একরকম নেই।"

আমি একেবারে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম—নিকটতম চেয়ারে।

"জীভ্‌স, এবে কি হবে উপায়?"

"আমাদের মাথা খাটাতে হবে, স্যর।"

"তুমি খাটাও। খাটানোর জিনিস আমার নেই।"

"নিশ্চয়ই, স্যর, আমার যথাসাধ্য করবো। শুধু এইটে নিয়েই এখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করবো, স্যর, এবং আপনাকে খুশি করবার চেষ্টা করবো।"

যাক, এ একটা ভরসার কথা বটে। কিন্তু আমার অস্বস্তি গেল না। হ্যাঁ, মনকে ঠার দিয়ে কি হবে, বার্ট্রামের অস্বস্তি গেল না।

পরদিন সকালে আমরা কেম্ব্রিজের আরও তেষট্টিটা কলেজ ঘুরে বেড়ালাম। লাঞ্চের পর আমি বললাম এবারে যাই, আমার ঘরে গিয়ে একটু গড়াই গে। ঘরে গিয়ে "লাইন ক্লিয়ার"-এর জন্য আধঘণ্টাটাক অপেক্ষা করলাম। তারপর পকেটে একখানা বই ও ধূমপানের সরঞ্জামাদি পুরে নিয়ে একটা জানালা গলে বেরিয়ে হাতের কাছের জলের নলটা বেয়ে তরতর করে বাগানটার মধ্যে এসে নামলাম।

আমার লক্ষ্যস্থল ছিল সামার-হাউসটা। মনে হয়েছিল ওখানে নির্বিবাদে ঘন্টাখানেক সময় নিরিবিলি কাটানো যাবে। চমৎকার লাগছিল বাগানখানা। চারিদিক রৌদ্রে ঝকঝক করছে, কুসুম-ফুলের ডালে ডালে সমারোহ এবং কোনও দিকে কোথাও হেলয়স প্রিঙ্গলের কোনও চিহ্ন নেই। বেরালটা ঘাসের উপর অকর্মার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শিস দিয়ে ডাকতেই একটা মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ করে আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমি সবে ওটাকে তুলে নিয়ে ওর কানের নীচে আদর করে চুলকে দিতে শুরু করেছি, এমন সময় উপর থেকে আকাশে ভেসে এলো তীব্র একটা আর্তনাদ—চেয়ে দেখি আণ্ট জেন্ জানালা দিয়ে আধখানা শরীর বের করে দিয়েছেন। মনটা একদম খিঁচড়ে গেল।

"ও, বস্, ঠিক আছে, ভয় নেই," আমি বললাম।

বেরালটাকে হাত থেকে ফেলে দিলাম এবং দুই লাফে সে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। বুড়ীকে লক্ষ করে একখানা থান ইট ছুঁড়ে মারবার একটা প্রবল বাসনা দমন করে, আমি হনহন করে লতাবিতানটার দিকে পা চালিয়ে দিলাম। লতাকুঞ্জের নিরাপদ আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে তবে আমি হাঁফ ছাড়লাম; তারপর ধীরে-সুস্থে গিয়ে সামার-হাউসটাতে বসলাম। কিন্তু, বললে বিশ্বাস করবেন না, আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে দু'টো টান দিয়েছি কি না দিয়েছি, আমার বইখানার খোলা পাতার উপর একটা ছায়া পড়লো এবং মুখ তুলে দেখি জলজ্যান্ত প্রিঙ্গল-বিভীষিকাটি সশরীরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে।

"এই যে, আপনি এখানে" বলে ও আমার পাশে এসে বসে পড়লো, এবং, যেন খেলাচ্ছলে, নির্মমহস্তে হোল্ডার থেকে আমার সস্তা সিগ্রেটটা এক টানে বের করে দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

"আপনি সব সময় খালি সিগ্রেট খাচ্ছেন," ও বললো। ধরনটা একটু অতিরিক্তরকম সত্তবিবাহিতা প্রিয়তমার সপ্রেম ভৎর্সনার মতো মনে হ'লো। আমার মনটা দমে গেল। "এত বেশী সিগ্রেট খাওয়া আমার ভাল লাগে না। আপনার উচিত নয় এত সিগ্রেট খাওয়া—শরীর খারাপ হয়। তারপর একটা পাতলা ওভারকোট গায়ে না দিয়ে এখানে বাইরে এসে বসেছেন কেন? দেখছি আপনার খবরদারি করবার জন্য একজন লোক দরকার।"

"জীভ্‌স তো রয়েছে।"

ও একটা ভ্রূকুটি করলো।

"আমার ওকে ভাল লাগে না।"

"অ্যাঁ? কেন, বলুন তো?

"জানি নে। ওকে ছাড়িয়ে দিলে খুশি হব।"

সত্যি সত্যি আমার গায়ে কাঁটা দিল। কেন বলছি। এন্‌গেজ্‌-মেণ্টের পরে অনরিয়া গ্লসপও প্রথমেই বলেছিল—জীভ্‌সকে আমার ভাল লাগে না এবং ওকে বরখাস্ত করতে হবে। অনরিয়ার সঙ্গে এই মেয়েটার সাদৃশ্য শুধু অবয়বের নয়, দু'জনের অন্তরও একই রকম মসিলিপ্ত, ধাঁ করে এইটে মাথায় ঢুকতেই আমার হাত-পা সব অবশ হয়ে এলো।

"কি বই পড়ছেন, দেখি।"

ও বইখানা তুলে নিল এবং আবার ওর ভুরুর রেখা বেঁকে গেল। বইটে নিয়ে এসেছিলাম আমার লণ্ডনের ফ্ল্যাট থেকে ট্রেনে সময় কাটাবার জন্য—বেশ ঝাঁজালো একটা ডিটেক্‌টিভ গল্প, নাম "রুধিরের ইশারা"। বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী করে ও বইটার পাতা উলটাতে লাগলো।

"আমি বুঝি নে কি করে এই সব বাজে জিনিস আপনি—" হঠাৎ ও থেমে গেল। "আ কপাল!"

"কি হ'লো?"

"আপনি বার্টি উস্টারকে চেনেন ?"

এইবারে আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম বইটার পরিচয়-পৃষ্ঠা জুড়ে আঁচড়ানো রয়েছে আমার নাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডটা উলটো দিকে তিনটে ডিগবাজি খেয়ে এল।

"ওঃ—ইয়ে—হ্যাঁ—মানে—সামান্য জানাশোনা আছে।"

"লোকটার নাম শুনলে আমার গা ঘিনঘিন করে—নিশ্চয়ই অতি ভীষণ লোক। আপনি যে কি করে ওর সঙ্গে মেলামেশা করেন ভেবে পাই নে। আর কিছু না হোক, লোকটা, বলতে গেলে, একটা ইডিয়ট। আমার কাজিন অনরিয়ার সঙ্গে দিনকয়েক ওর এন্‌গেজমেণ্ট চলেছিল, কিন্তু লোকটা পাগলের শামিল, তাই সম্বন্ধটা ভেঙে দিতে হ'লো। আঙ্কল রডরিকের মুখে শুনবেন সব ওর কীর্তিকলাপ!"

আমি চুপ করে রইলাম। আঙ্কল রডরিকের অভিমত সম্বন্ধে আমার কোনও কৌতূহল ছিল না।

"তার সঙ্গে কি আপনার প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ হয় ?"

"হ্যাঁ, যাওয়া-আসা আছে।"

"সেদিন কাগজে দেখলাম রাস্তায় বেলেল্লা হল্লা-মারামারি করার জন্য ওর জরিমানা হয়েছে।"

"হ্যাঁ, আমিও রিপোর্টটা পড়েছিলাম।"

ও আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালো, চোখে একটা কুশ্রী বাৎসল্যভাব।

"ওর সঙ্গে আপনার মেশা উচিত নয়," ও বললো। "আর মিশবেন না, বলুন ? মিশবেন না তো ?"

"ব্যাপারটা হচ্ছে—" আমিও আমতা-আমতা করে আরম্ভ করেছি, আর সেই মুহূর্তে আমাদের কাত্‌বার্ট, মানে বেরালটা—মুখে তার একটা অমায়িক অন্তরঙ্গভাব—এসে ঢুকলো এবং লাফ দিয়ে আমার

কোলের উপর এসে বসলো। বোঝা গেল, ঝোপের মধ্যে একা একা বেচারার সময় কাটছিল না। আমি খুব হইচই করে ওকে অভ্যর্থনা করলাম। যদিও একটা বেরাল মাত্র, তবু আমাদের এই যামল মজলিসে ও একজন তৃতীয় ব্যক্তি তো হ'লো ; তা ছাড়া, ও আমাদের আলাপের ধারাটা বদলানোর একটা সহজ সুযোগ দিল।"

"ভারী খোশমেজাজী এই বেরালগুলো," আমি বললাম।

কিন্তু বেরাল সম্বন্ধে হেলয়স প্রিঙ্গলের কোনও উৎসাহ দেখা গেল না।

"বার্টি উস্টারের সঙ্গে আর মিশবেন না তো?" বেরালটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে বললো। "আমাকে কথা দিন।"

"জিনিসটা ভারী শক্ত।"

"কি যে বলেন পাগলের মতো! শুদ্ধ একটুখানি মনের জোর দরকার। নিশ্চয়ই লোকটা এমন কিছু একটা ইন্টারেষ্টিং সঙ্গী নয়। আঙ্কল রডরিক বলেন লোকটা একটা শিরদাঁড়াশূন্য উড়নচড়ে।"

আঙ্কল রডরিককে আমার যা যা মনে হয় তা কিছু কিছু শুনিয়ে দিতে পারতাম, যদি মুখে আমার, বলতে গেলে, কুলুপ দেওয়া না থাকত।

"আপনি অনেক বদলে গেছেন," নালিশের সুরে প্রিঙ্গল-ব্যাধিটা বললো। তারপর এগিয়ে ঝুঁকে বেরালটার অন্য কানটার নীচে চুলকতে আরম্ভ করলো। "মনে পড়ে ছোটবেলার কথা? আপনি বলতেন আমার জন্য আপনি সব করতে পারেন।"

"বলতাম না কি?"

"আমার মনে আছে একদিন আমার কেন যেন রাগ হয়েছিল এবং আপনাকে চুমু খেতে দিই নি, আর আপনি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।"

কথাটা আমি তখনও বিশ্বাস করি নি, এবং এখনও করি নে। সিপি অনেক বিষয়েই বেশ নিরেট, কিন্তু তা হলেও, এমন কি তার বয়স মাত্র দশ বছর হলেও কিছুতেই ও এত বড় আকাট গদর্ভ ছিল না। আমার বিশ্বাস মেয়েটা মিথ্যা কথা বলছিল। কিন্তু গল্পটা বানানো হলেও অবস্থার কিছু উন্নতি তাতে হয় না। আমি কিনারার দিকে ইঞ্চিদুয়েক সরে এসে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম; আমার শ্রান্ত কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

তারপর হঠাৎ—মানে, জানেন তো কি রকম হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই কোনও সময়ে না কোনও সময়ে এই রকম একটা বিশ্রী ভূতে-পাওয়া অবস্থা হয়—মনে হয় কোনও অনিবার্য শক্তি দুর্বারহস্তে পিছন থেকে আপনাকে ঠেলে দিচ্ছে যাচ্ছেতাই একটা কিছু করতে। থিয়েটারে অসম্ভব ভিড় হলে অনেক সময় এই রকম একটা মানসিক অবস্থা হয়—মনে হয় একটা-কিছু যেন বারংবার আপনাকে খোঁচাচ্ছে "আগুন! আগুন!" বলে চেঁচিয়ে উঠতে এবং তারপর দেখতে কি লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়। অথবা, হয়তো কারও সঙ্গে বেশ কথা বলছেন, হঠাৎ, অকারণ, আপনার মনে হয় "আচ্ছা, এই ব্যাটার চোখে এখন আচমকা একটা ঘুষি মারলে কেমন হয়!" এবং হাতদুটো নিশপিশ করতে থাকে।

যাক, বেশী ভণিতা করে কি হবে। সোজাসুজি কথাটা এই যে এই সন্ধিক্ষণে ওর কাঁধটা নরম আলতো একটু চাপ দিচ্ছিল আমার কাঁধে এবং ওর ঘাড়ের একগোছা চুল উড়ে এসে বারবার সুড়সুড়ি দিচ্ছিল আমার নাকে, এবং ওকে চুমু খাবার জন্য রীতিমত উন্মাদ একটা কলরব শুনতে পাচ্ছিলাম আমার মনের গভীরে।

"সত্যি? না, না," আমি ফ্যাশফ্যাশ করে বললাম।

"ভুলে গেছেন আপনি? আশ্চর্য!"

মুণ্ডুটা উঁচু করে ও সোজা আমার চোখে চোখে তাকালো। আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম কুপোকাত হয়েছে, আমি একটেরে পিছলে পড়ছি। আমি চোখ বুঝলাম। তারপর, ঠিক এই সংকট মুহূর্তে, দরজার কাছ থেকে অতি সুমধুর একটা স্বর ভেসে এলো—অমন মিষ্টি গলা জীবনে কখনও শুনি নি।

"বেরালটা দিয়ে দাও!"

চোখ মেলে দেখি রমণীকুলললামভূতা সুচরিতা প্রবৃদ্ধা আণ্ট জেন্ আমার সামনে দাঁড়িয়ে, চোখ পাকিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন যেন আমি একটা জীবচ্ছেদকারী পাষণ্ড এবং আমাকে উনি হাতেনাতে ধরে ফেলেছেন। কি করে যে মহিলাকুলের এই মধ্যমণি আমাকে নিশানা করলেন বলতে পারি নে, কিন্তু দেখলাম একেবারে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছেন আমার সামনে, সিনেমার ছবির শেষ অঙ্কের মুশকিল-আসানের মতো। ধন্য মনীষা! বলিহারি বুদ্ধি! বেঁচে থাকুন উনি আরও সাতাশি বছর!

আমি আর দাঁড়ালাম না। স্বপনমায়া ভেঙে খানখান, চুরমাচুর। আমি ফুল-স্পীডে চরণরথ চালিয়ে দিলাম। চলতে চলতে পিছনে আবার সেই মধুবর্ষী কণ্ঠ শুনতে পেলাম।

"আমার টিবির গায়ে ও তীর ছুঁড়ত," বললেন নমস্য এই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা।

এর পর দিনকয়েক বেশ চুপচাপ কাটলো। আগের মতো হেলয়সের সঙ্গে এখানে সেখানে দেখা হয় না। আমার জানালার বাইরের দিকে সেই জলের নলটা কি যে কাজে এলো বলা যায় না। এখন কদাচিৎ ভিন্ন পথে বেরুতাম। মনে হ'লো, শুধু যদি কপালখানা এমনি থাকে, হয়তো বা সিপির শাস্তির মেয়াদ পর্যন্ত এ বাড়িতে টিকে থাকতে পারব।

কিন্তু ইতিমধ্যে, সিনেমার ছবিতে যেমন বলে—

দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যায় ড্রয়িং-রুমে এসে দেখি নিয়ম মাফিক বাড়িসুদ্ধ সবাই উপস্থিত—বেদস্তুর কিছু নজরে পড়লো না। প্রফেসর, মিসেস প্রফেসর, দুই বুড়ী এবং হেলয়স মেয়েটা সব এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে আছে—রোজকার মতো। বেরালটা রাগটার উপর ঘুমুচ্ছে; ক্যানারিটা ঘুমুচ্ছে তার খাঁচায়। মোটের উপর, এমন কিছু দেখা গেল না যাতে আজকের সন্ধ্যাটাকে কিছু আলাদা মনে হতে পারে।

"এই যে, এই যে, এই যে সব!" আমি উচ্ছ্বসিতভাবে বললাম। "হ্যালো—অ্যালো—অ্যালো!"

কিছু-একটা বলতে বলতে গিয়ে আসরে প্রবেশ করতে আমার ভাল লাগে। বরাবর। আমার ধারণা এতে আলাপ-আলোচনায় একটা সহজ ঘনিষ্ঠতার স্বর এনে দেয়।

হেলয়স মেয়েটা আমার দিকে তাকালো—চোখে অভিযোগ।

"কোথায় ছিলেন সমস্ত দিন?" তিরস্কারের মতো শোনালো ওর জিজ্ঞাসাটা।

"লাঞ্চের পরে আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম।"

"পাঁচটার সময় ঘরে ছিলেন না তো।"

"না। ওই কলেজগুলোর ব্যাপার নিয়ে খানিক খেটেখুটে একটু বেরিয়েছিলাম। একটু-আধটু এক্সারসাইজ তো দরকার শরীরটা ঠিক রাখতে হলে।"

"শরীর সুস্থ তো মন সুস্থ," মন্তব্য করলেন প্রফেসর।

"খুবই স্বাভাবিক, নয় কি?" অমায়িকভাবে আমি বললাম।

বেশ চলছিল সব মিষ্টি মোলায়েম খাদে; এবং আমার দেহে আর মনে প্রাণে অনুভব করছিলাম একটা ঝরঝরে নিখাদ ঝলকানি। হঠাৎ

মিসেস প্রিঙ্গল আমার করোটির প্রান্ত ঘেঁষে বিষম এক হাতুড়ির বাড়ি মারলেন। মানে, সত্যি সত্যি দৈহিক আঘাত নয়। না, না, কাব্যিক ভাষায় বলছি আর কি।

"রডরিক বড্ড দেরি করছে," তিনি বললেন।

ওই নামটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যেন হুমহুম করে এক একখানা আধ-খান ইট এসে আমার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পড়লো—আমাকে একেবারে হুরমুশ করে দিয়ে গেল। আপনারা ভাবতে পারেন বাড়াবাড়ি করছি। কিন্তু, জেনে রাখুন, স্যর রডরিক গ্লসপের সঙ্গে যার কোনও দিন কোনও কারবার হয়েছে, তার কাছে পৃথিবীতে মাত্র একজন রডরিক আছে—এবং সেই একজনই অত্যধিক।

"রডরিক ?" আমার গলা দিয়ে ঘড়ঘড় একটা আওয়াজ বেরুল।

"আমার ভায়রাভাই, স্যর রডরিক গ্লসপ, আজ সন্ধ্যায় কেম্বিজ আসছেন," প্রফেসর বললেন। "কাল সেণ্ট লুকে তাঁর বক্তৃতা আছে। এখানে আজ তাঁর ডিনারের নেমন্তন্ন।"

গুণ্ডার দলের আড্ডায় জালবদ্ধ নায়কের মতো আমার নিজেকে মনে হতে লাগলো, এবং আমি তখনও অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে দরজাটা ফাঁক করে মেইড বা ওই জাতীয় কেউ স্যর রডরিক গ্লসপের আগমনবার্তা ঘোষণা করলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি এসে কামরায় ঢুকলেন।

মার্জিত রুচির লোকেরা যে সাধারণত এই জাঁহাবাজ বুড়োকে দেখতে পারে না তার একটা কারণ এই যে ওর মাথাটা হচ্ছে সেণ্ট পলের গম্বুজের মতো এবং ওর ভুরুদুটো আগাছার ঝোপের মতো—কেটে অথবা ছেঁটে খানিকটা ভদ্রগোছের করা দরকার। পিট্টান দেবার সোজা রাস্তা যদি পিছনে তৈরী না থাকে, আর সামনের দিক থেকে যদি এই টাক এবং ঝোপ আপনার দিকে এগিয়ে আসতে

থাকে—ভেবে দেখুন একবার সে কি যাচ্ছেতাই অবস্থা। যেমনি উনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, আমি টক্ করে একটা সোফার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং ইষ্টমন্ত্র জপতে আরম্ভ করলাম। বিপদ যে আসন্ন, এবং সে যে আসছে একটা ধুমসো কালো দুশমনের মূর্তিতে, তা জানবার জন্য হাত দেখাবার দরকার বোধ করলাম না।

প্রথমটা তিনি আমাকে ঠাওর করতে পারেন নি। প্রফেসর এবং তাঁর স্ত্রীর করমর্দন করলেন, হেলয়সকে চুমু খেলেন এবং দুই বুড়ীর দিকে ফিরে মাথা দোলালেন।

"আমার একটু দেরি হয়ে গেছে মনে হচ্ছে," তিনি বললেন। "পথে সামান্য একটুখানি অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেল, আমার শোফেয়ার বলে—"

এইবার আমার দিকে তাঁর নজর পড়লো। আমি তখন বৈঠকের প্রান্তদেশে বেমালুম সরে পড়বার ফিকিরে ছিলাম। আমাকে দেখা মাত্র তিনি চমকে ঘোঁত করে উঠলেন, যেন বিষম একটা গুঁতো খেয়েছেন কোনও মর্মস্থানে।

"এই—" হাত দিয়ে আমাকে দেখিয়ে প্রফেসর বলতে আরম্ভ করলেন।

"মিঃ উস্টারকে আমি চিনি।"

"এই হচ্ছে," প্রফেসর বলে গেলেন, "মিস সিপার্লির ভাইপো, অলিভার। মিস সিপার্লিকে তো আপনার মনে আছে?"

"কি যা-তা বলছো?" স্যর রডরিক গর্জন করে উঠলেন। মাথা-পাগলাদের নিয়ে দিনরাত ঘাঁটাঘাঁটি করে করে ওর মেজাজটা থেকে থেকে কেমন তিরিক্ষি হয়ে যায়। "এই সেই নচ্ছার ছোঁড়া, বার্ট্রাম উস্টার। অলিভার, সিপার্লি, এ সব কি পাগলের মতো বকছো?"

প্রফেসর অবাক বিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। আর সকলেরও বিস্মিত দৃষ্টি আমার উপরে। আমি হাসবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করলাম।

"আসলে," আমি বললাম, "ব্যাপারটা হচ্ছে—"

প্রফেসরমশাই ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিলেন অবস্থাটা আয়ত্ত করবার জন্য। তাঁর মগজটা বন্‌বন করে ঘুরছিল। দস্তুরমত শোনা যাচ্ছিল সে আওয়াজ।

"ও যে বললো ও অলিভার সিপার্‌লি" তিনি ককিয়ে উঠলেন।

"এই, এদিকে এস!" স্যর রডরিক হুঙ্কার দিলেন। "এই কি সত্য যে নাম ভাঁড়িয়ে, এক পুরনো বন্ধুর ভাইপো বলে, তুমি এই বাড়িতে এসে ভর্‌ করেছ?"

দেখতে গেলে, ঘটনা যা হয়েছে তাতে ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়ায় বটে।

"মানে—ইয়ে—হ্যাঁ," আমি বললাম।

স্যর রডরিক আমার দিকে একটা বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি গলার বোতামটার কাছাকাছি কোথাও দিয়ে আমার শরীরাভ্যন্তরে ঢুকে পড়লো, এবং খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করে, পিঠ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

"পাগল! একেবারে পাগল! যে মুহূর্তে ওকে প্রথম দেখেছিলাম সেই মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলাম ও একটা বদ্ধ পাগল।"

"রডরিক কি বললো?" আণ্ট জেন্‌ জিজ্ঞাসা করলেন।

"রডরিক বলছে এই ছোকরার মাথা খারাপ," প্রফেসর গর্জে উঠলেন।

"ঠিক, ঠিক," আণ্ট জেন্‌ মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "ঠিক আমি যা ভেবেছিলাম। ও জলের পাইপ বেয়ে ওঠানামা করে।"

"কি করে ?"

"আমি দেখেছি, নিজের চোখে দেখেছি—কতবার !"

স্যর রডরিক রাগে গরগর করতে লাগলেন।

"ওকে দস্তুরমত বেঁধে রাখা দরকার। এই রকম উন্মাদ একটা লোককে ইচ্ছেমত যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া—ছি! ছি! এর পর হয়তো কোন দিন একটা খুনখারাপি করে বসবে।"

দোস্ত সিপির খাতিরেও আর চুপ করে থাকা চলে না, আমার মন বললো। এই নিদারুণ অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই হবে। তারপর গতিক যে রকম দেখছি, সিপির আসন্নকাল সমাগত; যা-ই করি আর না করি, সে ঠেকানো যাবে না।

"শুনুন, ব্যাপারটা খুলে বলি," আমি বললাম। "সিপিই আমাকে এখানে আসেতে বলে।"

"তার মানে ?"

"ও নিজে আসতে পারল না কিনা। বাচ-খেলার রাত্রে পুলিশ ঠেঙানোর জন্য ওর জেল হ'লো, তাই।"

বুঝতেই পারেন, ঘটনাটা ওঁদের বোঝাতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হ'লো। শেষ পর্যন্ত জিনসটা ওদের মাথায় ঢুকল, কিন্তু একজোড়া চোখও প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল না। কেমন একট ঠাণ্ডা, জমে-যাওয়া ভাব ফুটে উঠল সকলের হাবভাবে, এবং যখন ডিনারের ডাক পড়লো, আমি আমার নাম খারিজ করে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে এলাম। একটুখানি ডিনার হলে ভাল হ'তো, কিন্তু ভরসা হ'লো না রইতে; আবহাওয়াটা কেমন যেন ভারী ভারী মনে হ'লো।

নিজের কামরায় ঢুকেই ঘণ্টা বাজালাম এবং জীভ্স আসতেই বললাম, "জীভ্স, দফা রফা।"

"আজ্ঞে ?"

"লেহি লেহি জলে জাহান্নমের চিতা! চিচিং ফাঁক!"

ও মন দিয়ে সব শুনলো।

"এই জাতীয় একটা সম্ভাবনার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল, স্যর। এখন সোজা সামনে যে পথ দেখা যাচ্ছে তাই ধরতে হবে।"

"সেটা কি?"

"মিস সিপার্লির সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন, স্যর।"

"সমস্ত পৃথিবী প'ড়ে থাকতে, তাঁর কাছে কেন?"

"আমার মনে হয়, স্যর, প্রফেসর প্রিঙ্গলের চিঠিতে খবর পাওয়ার চেয়ে, আপনি যদি নিজে গিয়ে সব ঘটনা তাঁকে খুলে বলেন, সে অনেক ভাল হবে। অবশ্য, যদি মিঃ সিপার্লিকে মদত করার ইচ্ছে আপনার এখনও পুরোপুরি থাকে।"

"সিপিকে আমি পথে বসাতে পারি নে। তোমার যদি মনে হয় এতে কিছু উপকার—"

"আমরা শুধু একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি, স্যর। এমনও হতে পারে যে আমরা গিয়ে দেখব মিঃ সিপার্লির দুষ্কর্মটা মিস সিপার্লি তত বড় করে দেখছেন না। আমার কেমন যেন এই রকম মনে হচ্ছে।"

"তোমার এই রকম মনে হওয়ার কারণ?"

"হয়তো, স্যর, এ শুধু আমার একটা খেয়াল মাত্র।"

"যাক গে, তুমি যদি মনে কর এ-রকম একটা চেষ্টা করে দেখা উচিত—কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় কি করে?"

"জায়গাটা এখান থেকে প্রায় দেড়শ' মাইল হবে, স্যর। একটা ট্যাক্সি নেওয়াই সব চেয়ে ভাল হবে।"

"তা হলে আর দেরি করো না। জলদি একটা ট্যাক্সি, ডাকো।"

আণ্ট জেন্ এবং স্যর রডরিক গ্লসপের কথা বাদ দিলাম, হেলয়স প্রিঙ্গলের কাছ থেকে যে দেড়শ' মাইল দূরে চলে যাচ্ছি এই ভাবতেই আমার প্রাণটা চাঙ্গা হয়ে উঠল—গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া প্রাণ উঠিল পূরে।

মিস সিপারলির মোকাম গাঁ থেকে প্রায় আট মাইল দূরে, এবং পর দিন ভোরবেলা গাঁয়ের সরাইখানায় পেট ভরে নাস্তা খেয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে দি প্যাডকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। গত দু' সপ্তাহ ধরে যে ঝড়ঝাপটা আমার উপর দিয়ে গেছে, আমার বিশ্বাস তাতে যে-কোনও লোক বেপরোয়া হয়ে পড়ে। কি আর হবে, আমি ভাবলাম, সিপির এই পিসি যত দুর্ধর্ষই হোন, তিনি তো আর স্যর রডরিক গ্লসপ নন অন্তত। সে-বিষয়ে তো গোড়া থেকেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

দি প্যাডক, দেখলাম, মাঝারি রকমের একখানা বাড়ি, সামনে মাঝারি রকমের তকতকে একটুখানি বাগান। কাঁকর-বিছানো সযত্ন-রক্ষিত ড্রাইভটা বেঁকে একটা লতাবিতানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে; লতাবিতানটার আগাগোড়া এমন একটা ধোয়ামোছা ভাব যে মনে হয় এই মাত্র জিনিসটা ধোবার বাড়ি থেকে এসেছে। মোটের উপর, বাড়িটা সেই ধরনের যার দিকে একবার তাকিয়েই আপন মনে আমরা বলে উঠি, "নিশ্চয়ই কারও আণ্ট এখানে থাকে।" ড্রাইভ ধরে আমি এগিয়ে চললাম, এবং একটা বাঁক ঘুরতেই দেখলাম সামনে একটু আগে একজন মহিলা একটা ফুলের কেয়ারির ধারে বসে একটা কণিক দিয়ে খোঁচাখুঁচি করছেন। যাঁর খোঁজে এসেছি এই যদি সেই জেনানা না হয় তবে আমি বিষম ভুল করেছি বলতে হবে। আমি থেমে গলা খাঁকরি দিয়ে মুখ খুললাম।

"মিস সিপারলি?"

উনি আমার দিকে পিছন ফিরে ছিলেন। আমার গলার আওয়াজ শুনেই একটা লাফ বা ঝাঁপ দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, এবং কি-এক-রকম অদ্ভুতভাবে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। বেশ দশাসই মজবুত জেনানা, মুখটা কিছু লালচে।

"আপনাকে চমকে দিই নি তো?" আমি বললাম।

"কে হে তুমি?"

"আমার নাম উস্টার। আমি আপনার ভাইপো অলিভারের একজন বন্ধু।"

এতক্ষণে ওঁর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'লো।

"ওঃ?" উনি বললেন। "তোমার গলা শুনে আমার মনে হয়েছিল অন্য কেউ।"

"না, যা বললাম তাই। অলিভারের খবর নিয়ে এখানে এসেছি আপনার কাছে।"

"কি হয়েছে তার?"

যে বেপরোয়া বাতাসে ভর করে একনিঃশ্বাসে এতদূর চলে এসেছি, এইবার, সমস্যাটার মুখোমুখি এসে, সে-সব কেমন যেন কি হয়ে গেল। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম।

"ইয়ে, মানে, আগেই বলে রাখছি, খবরটা বিশেষ ভাল নয়।"

"অলিভারের অসুখটসুখ করে নি তো? না কি কোনও অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে?"

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় উনি ফেটে পড়লেন, এবং প্রাণের এই পরিচয়ে আমি খুশি হলাম। ঠিক করলাম, আর দেরি করা নয়, এইবার শর-সন্ধান করা দরকার।

"না, না, অসুখবিসুখ কিছু নয়," আমি বললাম; "আর অ্যাক্‌সিডেণ্ট, তা জিনিসটা কি ভাবে দেখেন তাই নিয়ে কথা। ওর ফাটক হয়েছে।"

"কি হয়েছে ?"

"জেল হয়েছে।"

"জেল !"

"দোষটা সম্পূর্ণ আমার। বাচ-খেলার রাত্রে আমরা তু'জনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এবং আমি ওকে একটা কনস্টেবলের হেল্‌মেট কেড়ে নিয়ে আসতে বলি।"

"কিছু ঢুকছে না আমার মাথায়।"

"মানে, ওকে কেমন-যেন মনমরা দেখাচ্ছিল, বুঝলেন না ; এবং, ঠিক বেঠিক জানি নে, আমার খেয়াল হ'লো যদি ও রাস্তাটা পার হয়ে কনস্টেবলটার টুঁটি চেপে ধরে তার হেল্‌মেটটা কেড়ে নিয়ে আসে, তা হলে হয়তো ও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে। আইডিয়াটা ওরও মনে ধরলো, এবং যেমন ভাবা তেমন কাজ। লোকটা একটা শোরগোল তুললো এবং অলিভারও তু'ঘা লাগালো।"

"তু' ঘা লাগালো ?"

"ঘুষি মারল—মুষ্টাঘাত করলো—তার পেটে।"

"আমার ভাইপো অলিভার একটা কনস্টেবলের পেটে ঘুষি মারল ?"

"একদম ঠিক পেটে। আর পরদিন সকালে হাকিমসাহেব ওকে তিরিশ দিনের জন্য জেলে পাঠালেন, জরিমানার নামও শুনতে চাইলেন না।"

সারা সময়টা আমি উদ্‌বিগ্নভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম, দেখছিলাম জিনিসটা উনি কি ভাবে নেন। এই কথা বলামাত্র ওঁর মুখটা হঠাৎ যেন তুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক লহমার জন্য একটা প্রকাণ্ড হাঁ ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। তারপর দেখলাম উনি টলতে টলতে ঘাসের উপর দিয়ে ছুটোছুটি করছেন এবং হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ করে হাসছেন আর হাতের কর্ণিকটা পাগলের মতো ঘোরাচ্ছেন।

আমার মনে হ'লো ওঁর খুব বরাত জোর যে স্যর রডরিক গ্লসপ এখানে সামনে নেই। তিনি সামনে থাকলে আধমিনিটের মধ্যে ওঁর মাথাটা সাপটে ধরে চেপে বসতেন এবং স্ট্রেইট-জ্যাকেট নিয়ে আসার জন্য চেঁচামিচি লাগাতেন।

"আপনি চটেন নি তো?" আমি বললাম।

"চটবো?" খুশিতে উছলে পড়লেন যেন। "এই রকম একটা জমাট খবর জীবনে শুনি নি।"

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম; মনটা খুশি হ'লো। আমি আশা করে এসেছিলাম হয়তো খবরটা ওঁকে খুব বেশী ঘাবড়ে দেবে না, কিন্তু আমি ভাবতে পারি নি যে এই রকম ড্যাং ড্যাং করে সব জিনিসটা চলে যাবে।

"ও আমার মুখ রেখেছে," উনি বললেন।

"বিলকুল।"

"ইংলণ্ডের প্রত্যেক ইয়ংম্যান যদি পুলিস কনস্টেবলদের পেটে ঘুষি মেরে বেড়ায়, দেশটা তা হ'লে বাসের যোগ্য হবে।"

আমি ওঁর কথার মানে ঠিক ধরতে পারছিলাম না, কিন্তু মনে হ'লো সব ঠিকই হচ্ছে। সুতরাং আর দু'চারটে লাগসই সরস কথা বলে আমি গুড-বাই বলে সরে পড়লাম।

"জীভ্‌স," সরাইয়ে ফিরে এসে আমি বললাম, "সব তো চমৎকার সুরাহা হ'লো, কিন্তু আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি নে কি করে কি হ'লো।"

"মিস সিপার্লির সঙ্গে যখন আপনার দেখা হ'লো তখন সত্যি সত্যি কি হ'লো, স্যর?"

"আমি বললাম পুলিস ঠেঙানোর জন্য সিপির ফাটক হয়েছে, আর অমনি তিনি হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলেন, আনন্দে

হাতের কর্ণিকটা শূন্যে ঘোরাতে লাগলেন এবং বললেন সিপি তাঁর মুখ রেখেছে।”

“ওঁর এই পাগলামোর কারণটা বোধ হয় আমি বলতে পারি, স্যর। শুনেছি গত দুই সপ্তাহ ধরে গাঁয়ের কনস্টেবলটা মিস সিপারলিকে ভারী উত্যক্ত করছে। নিশ্চয়ই সেইজন্য উনি সমস্ত পুলিস ফোর্সটার উপর চটে গেছেন।”

“তাই নাকি? সত্যি? ব্যাপারখানা একটু খোলসা করে বলো।”

“কনস্টেবলমশাই একটু অতিরিক্ত কর্তব্যপরায়ণ হয়ে পড়েছেন, স্যর। গত দশ দিনের মধ্যে কমসে কম তিনবার মিস সিপার্লির উপর সে সমন জারি করেছে—নির্দিষ্ট স্পীডের চেয়ে জোরে গাড়ি চালানোর জন্য; গলায় বকলস না পরিয়ে তাঁর কুকুরটাকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য; এবং তাঁর একটা ধূমোদ্গারী চিমনি মেরামত না করার জন্য। এদিকে মিস সিপার্লি গাঁয়ের মধ্যে একটি ছোটখাট অটোক্র্যাট বললেই হয় এবং এ-পর্যন্ত বিনা প্রশ্নে, নির্বিবাদে, এই সব করে এসেছেন। সুতরাং হঠাৎ কনস্টেবলটার এই অপ্রত্যাশিত অতিরিক্ত উৎসাহে পুলিস জাতটার উপরই উনি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, এবং ফলে মিঃ সিপার্লি যে-ধরনের মারপিট করেছেন তা উনি একটা প্রসন্ন-উদার দৃষ্টিতে দেখছেন।

ওর কথার তাৎপর্যটা বুঝলাম। “কি অদ্ভুত বরাত জোর আমাদের, জীভ্‌স।”

“হ্যাঁ, স্যর।”

“এ-সব তুমি শুনলে কোথায়?”

“স্যর, আমার সংবাদদাতা সেই কনস্টেবল স্বয়ং। সে আমার কাজিন।”

আমি হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের উপর সব ব্যাপারটা যেন দেখতে পেলাম।

"শোভন আল্লা, জীভ্স! লোকটাকে ঘুষটুষ দাও নি তো?"

"উঁহু, না, স্যর। তবে গত সপ্তাহে তার জন্মদিন উপলক্ষে সামান্য একটা প্রেজেণ্ট পাঠিয়েছিলাম। এগ্বার্টকে, স্যর, আমি বরাবরই একটু স্নেহ করি।"

"কত পড়েছিল?"

"পাঁচ পাউণ্ডের মতো হবে, স্যর।"

আমি পকেট হাতড়াতে লাগলাম।

"এই ধরো," আমি বললাম। আর এই নাও "আরও পাঁচ পাউণ্ড; তোমার বাড়বাড়ন্ত হোক।"

"ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ, স্যর।"

"জীভ্স," আমি বললাম, "তুমি কি ভাবে কখন যে যাও জয় করিয়া কে পায় তাহার ঠিকানা। আচ্ছা, একটু সুর ভাঁজলে কেমন হয়? তোমার আপত্তি নেই তো?"

"একটুও না, স্যর," জীভ্স বললো।

॥ কলহান্তরিত ফ্রেডির দুঃখমোচন ॥

"জীভ্‌স," একদিন বিকেলে ক্লাব থেকে ফিরে ওর এলাকায় ঢুঁ মেরে বললাম, "তোমাকে বিরক্ত করতে চাই নে।"

"চান না, স্যর?"

"কিন্তু তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"সত্যি, স্যর?"

সমুদ্রের দিকে আমাদের আসন্ন অভিযানের উদ্‌যোগ আয়োজন চলছে, এবং জীভ্‌স পুরনো কিট-ব্যাগটাতে গোটাকয়েক প্রয়োজনীয় উস্টার সামগ্রী প্যাক করছিল। এখন সে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো এবং উৎসুক-আগ্রহে ফেটে পড়লো।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, "আমার এক দোস্ত বেশ একটু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়েছেন।"

"সত্যি, স্যর?"

"মিঃ বলিভ্যাণ্টকে তো তুমি চেনো?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"তা হলে, শোনো। আজ সকালে সামান্য কিছু লাঞ্চের জন্য আমি ড্রোন্‌সে ঢুকে পড়ি, এবং সেখানে দেখি ও বসে আছে স্মোকিং-রুমের এক অন্ধকার কোণে শরতের শেষ শেফালিটির মতো। বুঝতেই পার, আমার চোখ কপালে উঠে গেল। জানো তো, এমনিতে কি রকম চনমনে ফুর্তিবাজ ছেলে ও। বৈঠক বা মজলিসের দেহ-মন-প্রাণ।"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"বলতে কি, ছোটখাট একটি রসের ঢিবি।"

"বিলকুল, স্যর।"

"সুতরাং, জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপার কি, এবং ও আমাকে বললো যে যে-মেয়েটার সঙ্গে ওর এন্‌গেজ্‌মেণ্ট চলছিল তার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমি তো জানো, মিস এলিজাবেথ ভিকার্সের সঙ্গে ওর এন্‌গেজ্‌মেণ্টের কথা।"

"হ্যাঁ, স্যর। মনে পড়ে **মর্নিং পোস্টে** খবরটা পড়েছিলাম।"

"তা হলে, শুনে রাখ, সে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ভেঙে গেছে। কলহটা কি নিয়ে হয়েছিল ও আমাকে বললে না, কিন্তু, মোদ্দা কথা, জীভ্‌স, মেয়েটা প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছে। ফ্রেডিকে সে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, ফোনে কথা বলতে চায় না, এবং চিঠি দিলে তা আ-খোলা ফিরে আসে।"

"বিষম ঝকমারি, স্যর।"

"আমাদের একটা-কিছু করা উচিত, জীভ্‌স। কিন্তু—পার কিছু বাতলাতে?"

"চট করে তো কিছু মনে আসছে না, স্যর।"

"শোনো, প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসেবে, আমি কি ভেবেছি জানো? ওকে আমার সঙ্গে মার্বিস বে নিয়ে যাব। মানসীদের কাছে তাড়া-খাওয়া এই সব ভগ্নহৃদয়দের হালচাল আমার জানা আছে, জীভ্‌স। এদের দরকার সম্পূর্ণ পটপরিবর্তন।"

"কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেন নি, স্যর।"

"হ্যাঁ, **পটপরিবর্তন**—চাই **পটপরিবর্তন**। একটা লোকের কথা শুনেছিলাম। মেয়েটা না বলে। লোকটা দেশান্তরী হয়ে যায়। দু'মাস বাদে মেয়েটার কাছ থেকে তার এলো, 'ফিরে এস, ম্যুরিয়েল'। জবাব লিখবার জন্য কাগজ টেনে নিয়ে কলম হাতে লোকটা বসে রইলো; হঠাৎ দেখলো মেয়েটার পদবীটে মনে করতে পারছে না।

সুতরাং জবাব দেওয়া আর হ'লো না, এবং যাবজ্জীবন পরম সুখে কাটাতে লাগলো। এমনও হতে পারে, জীভ্‌স, কয়েক সপ্তাহ মার্বিস বে'র হাওয়া গায়ে লাগালে ফ্রেডি বলিভ্যাণ্ট সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হয়ে যাবে।"

"খুবই সম্ভব, স্যর।"

"আর, তা যদি না হয়, খুবই সম্ভব, সমুদ্রের হাওয়া এবং সাদাসিদে পোষ্টাই খানা খেয়ে, তোমার মাথা খুলে যাবে এবং ভেবেচিন্তে তুমি একটা স্কীম খাড়া করতে পারবে যাতে এই দুই দুর্মেধস আবার এক ঘাটে জল খেতে শুরু করে।"

"আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না, স্যর।"

"সে আমি জানতাম, জীভ্‌স, সে আমি জানতাম। অনেক করে মোজা নিতে ভুলো না যেন।"

"না স্যর।"

"আর টেনিস শার্ট নিয়ো নত্যিল্লম্।"

"আচ্ছা, স্যর।"

দিনদুয়েক পরে আমরা মার্বিস বে'র উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। জুলাই এবং আগস্ট দু'মাসের জন্য সেখানে একটা কটেজ আগেই নিয়েছিলাম।

মার্বিস বে কোথায়, জায়গাটা কি রকম, এ-সব আপনারা জানেন কি না জানি নে। জায়গাটা হচ্ছে ডরসেটশায়ারে; এবং যদিও জায়গাটা মারাত্মকরকম মনমাতানো কিছু নয়, কতগুলো বিশেষত্ব এর আছে এখানে দিনের বেলাটা সমুদ্রে স্নান করে এবং বালির উপর বসে-শুয়ে কেটে যায়, আর সন্ধ্যেটা দিব্যি কাটানো যায় মশকবাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্রের পার ধরে চক্কর দিয়ে। তারপর রাত ন'টার সময় বাড়ি ফিরে ক্ষতবিক্ষত শরীরে খানিকটা মলম রগড়ে তোফা

আরামসে শুয়ে পড়ুন। সরল, সুস্থ জীবনযাত্রা, এবং বেচারী ফ্রেডির মন-মেজাজের সঙ্গে জিনিসটা একদম খাপ খেয়ে গেল যেন। চাঁদ যদি উঠল এবং ঝিরঝিরে বাতাসের ফিসফাস দীর্ঘশ্বাস আরম্ভ হ'লো গাছের ডালে ডালে, পাতায় পাতায়, তা হলে আর ওকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধেও সমুদ্রের ধার থেকে টেনে আনা যেত না। মশারা ত ওকে পেয়ে খুব খুশি; দস্তুরমত ওর ভক্ত হয়ে পড়লো। কখন ও বেরুবে সেই অপেক্ষায় তারা ওৎ পেতে রইত, এবং ওকে খোশ তবিয়তে অভ্যর্থনা করবার জন্য বেশ রীতিমত শিকারযোগ্য পুলিনবিহারীদের অক্ষত ছেড়ে দিত।

দিনের বেলাই ফ্রেডিকে—আহা বেচারী—একটু বোঝা বোঝা মনে হ'তো, গেস্ট হিসেবে। দিনের বেলায় দেখতাম ও একটু মন ভার করে থাকে। এবং মন-ভার করা গেস্ট নিয়ে, যাই বলেন, ঠিক সহজ ছন্দে পা ফেলা যায় না। কিন্তু কি করা। হৃদয় যার ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে, সে হতভাগা যদি একটু মন ভার করে থাকে তা হলে বোধ হয় তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের এই হ্রস্ব ছুটিটার প্রথম কয়েকটা দিন এই হতাশা-বিধ্বস্ত এগজিবিটটিকে নিয়ে আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। কখনও পাইপটা মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে, কখনও কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাচ্ছে; আর এর কোনওটা যখন করছে না, তখন পিয়ানোর কাছে বসে এক আঙুল দিয়ে "দি রোজারি" বাজাচ্ছে। "দি রোজারি" ছাড়া আর কিছুই ও বাজাতে জানত না, এবং তাও পুরোপুরি বাজাতে পারত না। যত তোড়জোড় করেই আরম্ভ করুক, তৃতীয় মাত্রার কাছাকাছি এসেই একটা গোলমাল হয়ে যেত এবং ফের গোড়া থেকে শুরু করতো।

রোজকার মতো সেদিন সকালেও সমুদ্রস্নান করে ফিরে এসে দেখি ও সঙ্গীত চর্চা করছে। আমার মনে হ'লো অন্য দিনের চেয়ে আজকে

যন্ত্রটা থেকে আরও বিকট একটা কান্নার স্বর বেরুচ্ছে। এবং দেখলাম একটুও ভুল করে নি আমার কান দুটো।

"বার্টি, ভাঙা গলায়" ও বললো, "আমি তাকে দেখেছি!" সঙ্গে সঙ্গে দুসরা মাত্রায় যাবার মুখে বাঁদিকের চৌথা কন্সীটের উপর ও আছাড় খেলো এবং একটা কাতর ঘড়ঘড় শব্দ করে পিয়ানোটা থেমে গেল।

"তাকে দেখেছ?" আমি বললাম। "মানে, এলিজাবেথ ভিকাসকে? বলছো কি, তাকে তুমি দেখেছ? সে তো এখানে আসে নি।"

"হ্যাঁ, এসেছে, সে এসেছে। আমার বিশ্বাস কোনও আত্মীয়-কাত্মীয়ের সঙ্গে আছে এখানে। চিঠিফিঠি কিছু আছে কিনা দেখতে আমি ডাকঘরে গিয়েছিলাম, এবং ডাকখানার দোরগোড়ায় আমাদের দেখা হ'লো।"

"কথাটথা হ'লো কিছু?"

"মুখ ফিরিয়ে চলে গেল, যেন চেনে না।"

"বার্টি," ও বললো, "আমাকে এখানে নিয়ে আসা তোমার কখ্খনো উচিত হয় নি। আমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

ও আবার "দি রোজারি" শুরু করলো—ড্যাপ করে একটা সেমি-কোয়েভারে চেপে ধরলো আঙুলটা।

"চলে যাবে? বোকার মতো যা-তা বলো না। এ তো চমৎকার হয়েছে। এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারত? খুব ভাগ্যের কথা, ওর এখানে আসাটা; একটা আশ্চর্য যোগাযোগ বলতে হবে। এবারে তো আমার পোয়াবারো হে।"

"ও মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।"

"কুচ পরোয়া নেই। তোমার স্পোর্টস্ম্যানের স্পিরিট কই? আর একটা ধাক্কা লাগাও দেখি ওর সঙ্গে।"

"ওর দৃষ্টিটা সোজা আমাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেল।"

"আরে যেতে দাও। ও নিয়ে মন খারাপ করো না। রহু ধৈর্যযু। লেগে থাক। এখন, ওকে যখন এখানে পাওয়া গেছে, তোমার চাই, আর কিছু না, ওকে একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলা। তোমার চাই ওকে এমন একটা অবস্থায় ফেলা যে ও আপনি এসে ভীরুকণ্ঠে তোমাকে বলবে 'থ্যাঙ্ক ইউ'। তোমার চাই—"

"কিন্তু ও কি জন্যে ভীরুকণ্ঠে আমাকে এসে ধন্যবাদ জানাবে? সে করণীয় কাজটা কি, বলো না?"

বেশ কিছুক্ষণ ভাবলাম। সমস্যাটার একেবারে চক্রনাভিতে ও অঙ্গুলিস্থাপন করেছে, সন্দেহ নেই। খানিকক্ষণ কিছুই ঠাওরাতে পারছিলাম না; বলতে কি, একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ রাস্তাটা দেখতে পেলাম।

"তোমার কাজ হচ্ছে," আমি বললাম, "তক্কে তক্কে থাকা এবং সুযোগমত ডুবজলে তলিয়ে যাবার মুখে ওকে টেনে তুলে ওর প্রাণ বাঁচানো।"

"আমি যে সাঁতার জানি নে।"

এই হ'লো ফ্রেডি বলিভ্যাণ্ট, বিলকুল। হাজার রকমের গুণ আছে ওর, সত্যিই ছেলেটা চমৎকার, কিন্তু কারও কোনও উপকার করা ওর কোষ্ঠীতে নেই। বুঝেছেন বোধ হয় আমি কি মীন্ করছি।"

ও আবার পিয়ানোটার দিকে ঘুরে বসে টুং টাং আরম্ভ করলো, এবং আমি ছুটে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে খোলা হাওয়ায়।

বালুবেলায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে জিনিসটা নানাভাবে উলটে পালটে দেখতে লাগলাম। জীভ্সের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারলে খুবই ভাল হ'তো অবশ্য, কিন্তু জীভ্স সকালবেলাটার জন্য ছুটি নিয়ে কোথায় উধাও হয়েছে। ফ্রেডি নিজে যে এই সঙ্কটে কিছু করবে সে আশা করা বৃথা—সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে। বলছি নে,

দোস্ত ফ্রেডির কোনও কৃতিত্ব নেই। ও ভালো পোলো খেলতে পারে, এবং শুনেছি ও একজন উদীয়মান স্নুকার খেলোয়াড়। কিন্তু, এ ছাড়া, অন্য কোনও দিক দিয়েই ওকে একজন উদ্যোগী পুরুষসিংহ বলা যায় না।

যাক গে। আমি কতগুলো টিলার পাশ দিয়ে ঘুরে চলছিলাম, এবং বেশ নির্মমভাবে মগজটাকে তাড়না করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ নয়নে উঠিল আভাসি একটা নীল ড্রেস, এবং চেয়ে দেখি সামনে জলজ্যান্ত সেই মেয়েটা, সশরীরে। আমি কখনও ওকে চোখে দেখি নি, কিন্তু ওর ষোলখানা ফোটোগ্রাফ ফ্রেডি তার শোবার ঘরে এখানে সেখানে ছড়িয়ে রেখেছে; ভুল করা আমার পক্ষে অসম্ভব। মেয়েটা বালির উপর বসে একটা নাদুসনুদুস বাচ্চাকে বালির কেল্লা তৈরী করতে শেখাচ্ছিল। পাশেই একটা চেয়ারে বসে প্রৌঢ়া এক জেনানা একখানা নভেল পড়ছিলেন। শুনলাম মেয়েটা তাঁকে "আণ্ট" বলে ডাকলো। সুতরাং দু'য়ে দু'য়ে যোগ করে আমি ঠিক করলাম যে মোটা গোলগাল বাচ্চাটা নিশ্চয়ই ওর কাজিন। ফ্রেডি যদি এ-সময়ে এখানে থাকত, আমার হঠাৎ মনে হ'লো, খুব সম্ভব এই সূত্রে সে বাচ্চাটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলবার একটা চেষ্টা করতে পারত। আমার দ্বারা তা হ'লো না। এ রকম একটা বাচ্চা আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না; একটু আদর করতে ইচ্ছে হ'লো না। গোলগাল থপথপে চেহারার একটা ছেলে।

কেল্লা তৈরী শেষ করে ছেলেটা মনে হ'লো থকে গেছে—কিছু আর ভাল লাগছে না ওর—এবং চেঁচাতে আরম্ভ করলো। মেয়েটা, মনে হ'লো, ওর নাড়ীনক্ষত্র জানে, এবং ওকে নিয়ে চললো সেই যেখানে একটা চালায় বসে একটা লোক মেঠাই বিক্রি করছে। আমি এগিয়ে চললাম।

একথা সত্যি যে আমাকে যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে খোঁজ নিলে দেখবেন তাঁরা সবাই একবাক্যে বলবেন যে আমি একটি নিরেট। আমার আণ্ট আগাথা এই মর্মে এজাহার দেবেন; আমার আঙ্কল পার্‌সি-ও, এবং আরও অনেকে যাঁরা আমার নিকটতম এবং—ইচ্ছে করলে বলতে পারেন—প্রিয়তম। সে যাক গে, সেজন্য আমি কিছু মনে করি নে। আমি জিনিসটা স্বীকার করি। আমি একটি নিরেট। কিন্তু এই কথাটা আমি বলবো—এবং যতদূর সম্ভব জোর দিয়ে বলবো—যে বার বার দেখেছি, ঠিক যখন সবাই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে যে আমার আর কোনও কালে কোনও বোধভাষ্যি হবে না—সেই সময়ে, মিথ্যে বিনয় করে কি হবে, আমার মধ্যে হঠাৎ প্রতিভার একটা ঝলকানি আসে। এবং এখন তাই হ'লো। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে-সব বড় বড় মগজওয়ালা মহারথীরা নাম রেখে গেছেন, তাদের মধ্য থেকে যদৃচ্ছা ডজনখানেক নাম আপনি করতে পারেন। আমার মনে হয় না যে, যে আইডিয়াটা আমার মাথায় এই সন্ধিক্ষণে এলো, তা তাদের একজনের মাথায়ও আসত। নেপোলিয়নের মাথায় এলেও আসতে পারত, কিন্তু, আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ডারুউইন কিংবা শেক্‌স্‌পিয়র কিংবা টমাস হার্ডি হাজার বছর ধরে মাথা ঘামালেও এর নাগাল পেত না।

আইডিয়াটা মাথায় এলো বাড়ি ফিরবার পথে। সমুদ্রের তীর ধরে আমি চলেছিলাম, এবং ঘুণ-ধরা মাথাটাকে ভীষণভাবে খাটাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম সেই মোটাসোটা বাচ্চাটা একখানা কোদাল নিয়ে গম্ভীরভাবে একটা জেলিমাছকে পটাপট পিটছে। মেয়েটাকে দেখলাম না। সেই আণ্টকেও দেখলাম না। বলতে কি, ধারে কাছে আর কোনও জনপ্রাণী দেখলাম না। এবং, সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চারের মতো, চকিতে, এক ঝলকে, ফ্রেডি-এলিজাবেথ সমস্যার সমাধানটা আমার নিকট প্রকটিত হ'লো।

দু'জনকে যতটা দেখেছি তাতে স্পষ্ট মনে হয় মেয়েটা বাচ্চাকে ভালবাসে; তারপর, যাই হোক না কেন, বাচ্চাটা ওর কাজিন। সুতরাং আমি মনে মনে বললাম: আমি যদি এই খুদে হেভিওয়েটটিকে সামান্য কিছু কালের জন্য চুরি করে আটকে রাখি। তা হলে নিশ্চয়ই মেয়েটাও কোথায় গেল ভেবে আকুল হবে। তারপর যখন উদ্‌বেগে, চিন্তায়, ও ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, সেই সময় যদি দোস্ত ফ্রেডি বাচ্চাটার হাত ধরে রঙ্গভূমিতে এসে অবতীর্ণ হয় এবং বলে যে গাঁয়ের মধ্যে একা একা আপন মনে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখে ওকে নিয়ে এসেছে, বলতে কি, একটা নির্ঘাত দুর্ঘটনার হাত থেকে ওকে বাঁচিয়েছে, তা হলে মেয়েটা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে পড়বে এবং তারপর আর কি—বিরোধ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি 'কমন' হিয়া।

সুতরাং ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আমি পালিয়ে এলাম।

আইডিয়াটার ফাইন পয়েণ্টগুলো বন্ধু ফ্রেডির মাথায় প্রথমে সহজে ঢুকছিল না। বাচ্চাটাকে নিয়ে যখন আমাদের কটেজে এসে উপস্থিত হলাম, এবং ধুপ করে ওটাকে বসবার ঘরে বসিয়ে দিলাম, ও কিছুমাত্র উল্লাস দেখালো না। ইতিমধ্যে বাচ্চাটা ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে শুরু করেছে; জিনিসটাকে ও বিশেষ আমল দিচ্ছিল না। আর ফ্রেডির কাছে, মনে হ'লো, ব্যাপারটা কেমন-যেন যন্ত্রণাদায়ক বোধ হচ্ছে।

"কি কিষ্কিন্ধ্যেকাণ্ড এ সব?" ও বললো, এবং দস্তুরমত নাক সিঁটকে খুদে অতিথিটিকে দেখতে লাগলো।

বাচ্চাটা এমন আকাশ-ফাটানো একটা চীৎকার ছাড়লো যে, ঘরের জানালাগুলো ঝনঝন করে কেঁপে উঠল, এবং আমার বুঝতে দেরি হ'লো না যে এখন কূটকৌশল ছাড়া চলবে না। ছুটে আমি রান্নাঘরে চলে গেলাম এবং এক ভার মধু নিয়ে এলাম। ঠিক জিনিসটা মনে

হয়েছিল, যা হোক। চেঁচানি থামিয়ে বাচ্চাটা তার সারা মুখ মধু দিয়ে লেপে একাকার করতে লাগলো।

"কি ব্যাপার ?" শোরগোল বন্ধ হতে, ফ্রেডি বললো।

আমি স্কীমটা ওকে বুঝিয়ে বললাম। খানিক বাদে জিনিসটা ওর মাথায় ঢুকলো। ক্রমে ক্রমে আইডিয়াটা ওর মনে লাগলো। ওর মুখ থেকে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল ভাবনার বলিরেখাগুলো, এবং মার্বিস বে আসার পর এই প্রথম ওর ঠোঁটে, বলা যায়, খুশির হাসি ফুটলো।

"স্কীমটা নেহাত বাজে বলে মনে হচ্ছে না, বার্টি।"

"একেবারে খাঁটী মাল।"

"মনে হয় চলবে", ফ্রেডি বললো।

তারপর মধুর কবল থেকে বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে, তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

"আশা করি বালুবেলায় কোথাও এলিজাবেথের দেখা পাওয়া যাবে," যেতে যেতে ও বললো।

যাকে বলতে পারেন একটা স্নিগ্ধ শান্তি তাই নেমে এলো আমার মনে এবং ছড়িয়ে পড়লো অঙ্গে অঙ্গে—জানি নে ভাষাটা ঠিক হ'লো কিনা। আমাদের ফ্রেডিকে আমি বেজায় ভালবাসি, এবং ভাবতে এমন ভাল লাগছিল যে শীগ্‌গিরই ও আবার উঠে দাঁড়াবে। বারান্দায় একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে আমি আরামে একটা সিগ্রেট টানছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি বুড়ো গোপাল ফিরে আসছেন এবং তোবা, তোবা, বাচ্চাটা এখনও ওর সঙ্গে রয়েছে।

"হ্যালো!" আমি বললাম। "কি হ'লো, দেখা পেলে না ?"

এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম। ফ্রেডিকে দেখাচ্ছিল যেন কেউ ওর পেটে লাথিঘুষি মেরেছে।

"হ্যাঁ, পেলাম বই কি", ও বললো, এবং একটা তিক্ত, কটু, প্রাণহীন হাসি—বইয়ে যে রকম লেখে—হাসলো।

"তা হলে, তারপর—?"

ও ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে ককিয়ে উঠল।

"ওহে মূর্খ, এইটে তার কাজিন নয়," ও বললো। "কোনও সম্পর্কই নেই ওদের মধ্যে—এ কে জানে কাদের একটা বাচ্চা, বীচের ধারে তার সঙ্গে দেখা হয়। এর আগে জীবনে কখনও একে দেখে নি সে।"

"কিন্তু সে যে একে বালি দিয়ে কেল্লা তৈরী করে দিচ্ছিল।"

"কেন মিছে জ্বালাচ্ছ? এ একেবারে অজ্ঞাতকুলশীল।"

আজকালকার মেয়েরা যদি পাঁচ মিনিটের আলাপের পরই—এবং তাও খুব সম্ভব রীতিসম্মত একটা ইন্ট্রোডক্‌শন না হতেই—অজানা অচেনা বাচ্চাদের নিয়ে বালির কেল্লা তৈরী করতে বসে যায়, তা হলে, আমার মনে হ'লো, আধুনিকাদের সম্বন্ধে যা সব লেখা হয়েছে সব বিলকুল সত্য। বেহায়া—এক কথায় বলা চলে বেহায়া।

ফ্রেডিকে আমি একরকম তাই বললাম, কিন্তু ও আমার কথায় কান দিচ্ছিল না।

"যাক গে, কিন্তু এই বিটকেল বাচ্চাটা কে, তা হলে?" আমি বললাম।

"জানি নে। বাপ রে, কি মুশকিলেই পড়েছিলাম! যাক, তবু ভাল, ছেলে-চুরির অপরাধে তোমাকে এখন বছরকয়েক ডার্টমূর গিয়ে বসবাস করতে হবে। এই আমার একমাত্র সান্ত্বনা। দেখা করার দিনগুলো আমি একটাও বাদ দেব না; রোজ যাব এবং গরাদের বাইরে থেকে মজা দেখব।"

"সব আমায় খুলে বলো, দোস্ত, কি হ'লো," আমি বললাম।

ও আমায় সব বললো। বেশ সময় নিল বলতে, কারণ ও এক একটা কথা বলছিল আর আমাকে খানিকটে গালমন্দ করে নিচ্ছিল; কিন্তু একটু একটু করে আমি সব জেনে নিলাম। এলিজাবেথ মেয়েটা একটা বরফের চাঁইয়ের মতো বসে শুনল ওর বানানো গল্পটা, এবং তারপর—মানে, ওকে সোজাসুজি মিথ্যুক বললো না বটে, কিন্তু মোটামুটি ওকে জানিয়ে দিল যে ও পোকামাকড়েরও অধম এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। তারপর ও ঘাড় গুজে বাচ্চাটার হাত ধরে বুকে হেঁটে চলে এলো—মার খেয়ে একেবারে চৌচির!

"হ্যাঁ, শোনো," কাহিনীটা শেষ করে ও বললো, "এ কিন্তু বিলকুল তোমার দায়। আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানি নে। তুমি যদি ফাটকে যেতে না চাও—কিংবা অল্পে রেহাই পেতে চাও—তা হলে ভালয় ভালয় গিয়ে বাচ্চাটার বাপ-মা খুঁজে বের করো এবং পুলিস আসার আগে ওকে ফিরিয়ে দাও।"

"কারা এর মা-বাপ?"

"জানি নে।"

"কোথায় থাকে তারা?"

"জানি নে।"

বাচ্চাটাও মনে হ'লো কিছু জানে না। একদম মেদামারা একটা হাঁদা। প্রশ্ন করে করে ওর কাছ থেকে বের করলাম যে ওর একটা বাব আছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সন্ধ্যেবেলা বাবার কাছে বসে গল্প করতে করতে একবারও কোনও দিন ওর খেয়াল হয়েছে বলে মনে হ'লো না যে জিজ্ঞাসা করি, বাবা, তোমার নাম ঠিকানা কি। সুতরাং, পুরো দশটা মিনিট নষ্ট করে, আমরা বেরিয়ে পড়লাম বিপুলা পৃথ্বীর বিশালতায়, কতকটা, বলতে পারেন, ইতশ্চেতশ্চ ধাবতামের মতো।

সত্যি বলছি আপনাদের, বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বার আগে, আমার কোনও ধারণাই ছিল না হারানো ছেলে বাপ-মায়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া কি শক্ত ব্যাপার। আমি তো বুঝি নে ছেলেধরারা কি করে ধরা পড়ে। একটা ব্লাডহাউণ্ডের মতো আমি মাবিস বে চষে ফেললাম, কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না বাচ্চাটাকে আমার বলে কোলে তুলে নিতে। ওর সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের এই অভাব দেখে আপনি অনায়াসে ভাবতে পারতেন যে ও একা একাই একটা কটেজ নিয়ে এখানে আছে। হঠাৎ, প্রতিভার আর ঝিলিকে, আমার সেই মেঠাইওয়ালার কথা মনে পড়লো; মনে হ'লো তার কাছে খোঁজ নেওয়া দরকার। এবং এইবার আমি পথের সন্ধান পেলাম। মেঠাইওয়ালা, মনে হ'লো, ওকে বেশ চেনে। সে বললো বাচ্চাটার নাম কেগ্‌ওয়ার্দি, এবং তার বাপ-মা থাকে ওশ্যন রেস্ট বলে একটা কটেজে।

এখন বাকী রইল ওশ্যন রেস্ট খুঁজে বের করা। এবং শেষ পর্যন্ত ওশ্যন ভিয়ু, ওশ্যন প্রস্পেক্ট, ওশ্যন ব্রীজ, ওশ্যন কটেজ, ওশ্যন বাংলো, ওশ্যন নুক এবং ওশ্যন হামস্টেড ঘুরে, আমার তালাশের অন্ত হ'লো। ওশ্যন রেস্ট পেলাম।

দরজার কড়া নাড়লাম। কোনও উত্তর এলো না। আবার কড়া নাড়লাম। ভিতরে লোক চলাচলের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না, কেউ এলো না দরজাটা খুলতে। কড়াটা নিয়ে একটা-কিছু করতে যাচ্ছিলাম যাতে এই লোকগুলোর মাথায় ঢোকে যে আমি সেরেফ তামাশার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে নেই, এমন সময় উপরের দিক থেকে একটা আওয়াজ এলো, "হিঃ!"

মুখ-তুলে চেয়ে দেখি উপরের একটা জানালা থেকে একখানা গোল, গোলাপী মুখ—পূবে ও পশ্চিমে সাদা জুলপির দ্বারা ঈষৎ চাপা—আমার দিকে হাঁ করে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"হিঃ!" আবার আওয়াজ এলো। "আপনি তো ভেতরে আসতে পারবেন না।"

"আমি ভেতরে যেতে চাই নে।"

"কারণ—ওহো, টুট্‌ল্‌স নাকি ?"

"আমার নাম টুট্‌ল্‌স নয়। আপনি কি মিঃ কেগ্‌ওয়ার্দি ? আমি আপনার হারানো ছেলেকে নিয়ে এসেছি।"

"আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। কু-উ-উ, টুট্‌ল্‌স, ডাডা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে।"

একটা ঝাঁকানি দিয়ে মুখখানা অদৃশ্য হ'লো। অনেকগুলো গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। মুখখানার পুনরাবির্ভাব হ'লো।

"হি ঃ!"

আমি খেপার মতো পা দিয়ে কাঁকর খুঁড়ে খুঁড়ে একশা করে ফেললাম। এই কমবক্ত আমার খুন চড়িয়ে দিচ্ছিল।

"মশাইর কি এখানে থাকা হয় ?" জানালা থেকে আওয়াজ এলো।

"হপ্তাকয়েকের জন্য একটা কটেজ নিয়েছি এখানে।"

"মশাইর নাম ?"

"উস্টার।"

"শোনো কথা! আপনি কি উ—র্স্টা—র লেখেন না উ—স্টা—র ?"

"উ—"

"এই জন্য জিজ্ঞাসা করছি যে এক সময়ে আমি এক মিস উস্টারকে জানতাম, তিনি লিখতেন উ—"

এই বানানের পাল্লা দিতে আমার আর ভাল লাগছিল না।

"আপনি দরজাটা খুলে এই বাচ্চাটাকে ভেতরে নিয়ে নিন তো," আমি বললাম।

"না, দরজা খোলা যাবে না। এই মিস উস্টার, যাঁকে আমি জানতাম, তাঁর স্পেন্সার বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বিয়ে হয়। তিনি কি আপনার কিছু হন?"

"তিনি আমার আণ্ট আগাথা," আমি বললাম। জবাবটা দিলাম দস্তুরমত ক্যাঁটকেঁটে গলায়, যাতে লোকটা বুঝতে পারে যে, আমার মতে, ঠিক তার মতো অথদ্ধেদের সঙ্গেই আমার আণ্ট আগাথার পরিচয় হয়।

লোকটার চোখদুটো চকচক করে উঠল।

"কি ভাগ্যের কথা। আমরা ভেবে সারা হচ্ছিলাম টুট্‌ল্‌সকে নিয়ে কি করি। ব্যাপারটা হচ্ছে, বাড়িতে আমাদের মাম্প্‌স হয়েছে। আমার মেয়ে বট্‌ল্‌স কাত হয়েছে। টুট্‌ল্‌সকে দূরে রাখা দরকার, ছোঁয়াছুঁয়ি লেগে ওর আবার না হয়ে পড়ে। ওকে নিয়ে কি করি কিছুই ভেবে পাচ্ছিলাম না। খুব ভাগ্যের কথা, আপনার এইভাবে বাছাকে খুঁজে পাওয়া। নার্সের চোখের উপর থেকে ও কখন একদিকে চলে গিয়েছিল। কোনও অজানা অচেনা লোকের হাতে ওকে বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে মন চায় না, কিন্তু আপনার কথা আলাদা। মিসেস স্পেন্সারের ভাইপো আপনি। এর পর আর কথা নেই। মিসেস স্পেন্সারের ভাইপোকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি। আপনি টুট্‌ল্‌সকে আপনার বাড়িতে আশ্রয় দিন। এই উপকারটুকু আপনার করতেই হবে। এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। আমি লণ্ডনে আমার ভাইয়ের কাছে চিঠি দিয়েছি। সে এসে ওকে সেখানে নিয়ে যাবে। হয়তো দু'একদিনের মধ্যেই সে এসে যাবে।"

"হয়তো!"

"কাজের লোক তো; কিন্তু তা হলেও, হপ্তাখানেকের মধ্যে সে নিশ্চিত আসবে। সে-পর্যন্ত টুট্‌ল্‌স আপনার কাছে থাকতে পারবে।

চমৎকার প্ল্যানটা হ'লো, কি বলেন। বড় উপকার করলেন আপনি। টুটুল্‌সকে আপনার স্ত্রীর ভাল লাগবে।"

"আমার যে স্ত্রীই নেই!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম; কিন্তু জানালাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, মনে হ'লো যেন একটা জীবাণু জানালা গলে পালাবার চেষ্টা করছে দেখতে পেয়ে জুলপিওয়ালা লোকটা ঠিক সেই মুহূর্তে সেটাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে এনে তার গতিপথ রোধ করলো।

আমি বুক ভরে একটা দম নিলাম এবং রুমালটা বের করে পোড়া কপালখানা মুছে নিলাম।

জানালাটা আবার পলকের মধ্যে খুলে গেল।

"হিঃ!"

একটা বস্তা, টনখানেক ওজন হবে, দড়াম করে এসে আমার মাথার উপর পড়লো এবং বোমার মতো শব্দ করে ফেটে গেল।

"লুফতে পারলেন?" মুখখানা আবার জানালার উপর ভেসে উঠল।

"আহা—হা, ফস্কে গেল। যাক গে, যেতে দিন। মুদীদোকানে পাবেন জিনিসটা। বলবেন বেইলির গ্র্যানুলেটেড ব্রেকফাস্ট চিপ্‌স চাই। টুটুল্‌স সকালবেলা ওই খায়, একটুখানি দুধ দিয়ে। ক্রীম নয়। দুধ। দেখবেন বেইলির যেন হয়।"

"আচ্ছা, কিন্তু—"

মুখখানা অদৃশ্য হ'লো, এবং জানালাটা আবার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। আমি খানিক অপেক্ষা করলাম; কিন্তু ইতস্তত করে সময় নষ্ট করাই সার হ'লো, যবনিকা আর উঠল না। সুতরাং, টুটুল্‌সের হাত ধরে, আস্তে আস্তে ফিরে এলাম।

বড় রাস্তায় পড়তেই ফ্রেডির এলিজাবেথের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'লো।

"এই যে, খোকা, তারপর ?" বাচ্চাটাকে দেখেই সে বলে উঠল। "শেষমেষ বাবা তোমাকে ফিরে পেলেন তা হলে, কি বলো? আপনার ছেলে আর আমি বেজায় বন্ধু হয়ে গেছি আজ সকালে বীচে বেড়ানোর সময়," আমার দিকে ফিরে ও বললো।

এইবার চূড়ান্ত হ'লো। জুলপিওয়ালা বাতুলটার সঙ্গে সদ্য যে মোলাকাত হ'য়ে গেল, তার উপর এই শাকের আঁটি। আমি এমন ভড়কে গেলাম যে ও মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে বিপরীত দিকে বেশ খানিক দূর চলে যাবার পর তবে আমি এই পিতৃত্বের অভিযোগটা অস্বীকার করবার মতো দম ফিরে পেলাম।

আমি অবশ্য আশা করি নি যে বাচ্চাটাকে নিয়ে আমাকে ফিরে আসতে দেখে ফ্রেডি পুলকে গান গেয়ে উঠবে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো ও আর একটু মনুষ্যোচিত ধৈর্য ও দৃঢ়তা দেখাবে, পুরাতন ব্রিটিশ বুলডগ স্পিরিটের সামান্য একটুখানি পরিচয় দেবে। আমরা ঢুকতেই ও লাফিয়ে উঠল, চোক পাকিয়ে বাচ্চাটার দিকে তাকালো এবং নিজের মাথাটা দু'হাতে জাপটে ধরলো। অনেকক্ষণ কোনও কথা বললো না ; কিন্তু তারপর যখন আরম্ভ করলো তখন আর থামতে চায় না, সুদে আসলে পুষিয়ে নিল।

"তারপর," ওর লম্বা ফিরিস্তি শেষ করে ও বললো, "কিছু বলো! হা ভগবান, লোকটা বোবা না কি ? কি হয়েছে ? চুপ করে রইলে যে ? কিছু বলছো না কেন ?"

"বলবার ফুরসত দিলে কই ?" আমি বললাম, এবং পরমুহূর্তে ঝাঁ করে দুসংবাদটা ঝেড়ে দিলাম।

"তা, কি করছো তুমি ?" ও বললো। এবং, মিছে কথা বলে কি হবে, ওর বলবার ভঙ্গীতে ছিল একটা দাঁত-খিচানো উগ্রতা।

"আমরা এখন কি করি, বলো তো ?"

"আমরা ? আমরা, মানে ? পালা করে এই গ্যাঁজটার নার্সগিরি করবো তা মনেও করো না। শর্মাকে বাদ দাও। আমি লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছি।"

"ফ্রেডি !" আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। "ফ্রেডি, ভাই, বন্ধু, দোস্ত !" আমার গলা কেঁপে গেল। "তুমি তোমার দোস্তকে এই রকম একটা বিপদের মধ্যে ফেলে চলে যাবে ?"

"হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে।"

"ফ্রেডি," আমি বললাম, "তোমাকে আমার পাশে দাঁড়াতেই হবে। তুমি কি ভেবে দেখেছ যে এই বাচ্চাটাকে জামাকাপড় ছাড়াতে হবে, নাওয়াতে হবে, এবং আবার ফের জামাকাপড় পরাতে হবে ? নিশ্চয়ই সব একা আমার উপর ফেলে তুমি পালাবে না ?"

"জীভ্‌স তোমাকে সাহায্য করবে।"

"না, স্যর," জীভ্‌স বললো—ও ঠিক সেই মুহূর্তে লাঞ্চ নিয়ে এসে ঢুকলো ; "এই ব্যাপারটা থেকে আমি একদম তফাত থাকতে চাই, স্যর।" বিনীত কিন্তু দৃঢ় ভাবে ও জানালো। "বাচ্চাদের সম্বন্ধে আমি একরকম কিছুই জানি নে।"

"এই তো জানার একটা সুযোগ।" আমি ওকে উদ্‌বুদ্ধ করবার চেষ্টা করলাম।

"না, স্যর ; আমাকে মাপ করবেন, এইটের মধ্যে আমি নিজেকে কোনও রকমে জড়াতে চাই নে।"

"তা হলে, ফ্রেডি, তোমাকেই আমার পাশে দাঁড়াতে হবে।"

"আমি পারব না।"

"তোমাকে পারতেই হবে। ভেবে দেখ, ভাই, আমরা কত বছরের বন্ধু ! তোমার মা আমাকে কত স্নেহ করেন।"

"না, করেন না।"

"যাক, তা না মানো, অন্তত এ তো স্বীকার করবে যে আমরা একসঙ্গে এক ইস্কুলে পড়েছি এবং তুমি আমার কাছে দশ পাউণ্ড ধারো।"

"ওঃ, আচ্ছা," ও বললো, গলার স্বরে একটা হাল-ছেড়ে-দেওয়া ভাব।

"তা ছাড়া, দোস্ত," আমি বললাম, "এ সমস্তই তোমার জন্য আমার করা, তা তো জানো।"

ও কেমন-যেন-একরকমভাবে আমার দিকে তাকালো, এবং রীতিমত জোরে জোরে কয়েকবার দম নিল।

"বার্টি," ও বললো, "একটা কথা। আমি অনেক কিছু বরদাস্ত করি, কিন্তু আমার কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করলে ঠকবে—ও আমার বরদাস্ত হয় না।"

পিছনে তাকিয়ে আজ দেখতে পাচ্ছি যে বুদ্ধি করে পাড়ার মেঠাইয়ের দোকানটার প্রায় সবসুদ্ধ কিনে ফেলাতে সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিলাম। বলতে গেলে, বাচ্চাটাকে একরকম অবিশ্রাম মিষ্টি খাইয়ে আমরা সেদিন বাকী দিনটা মোটামুটি ভালভাবেই কাটিয়ে দিলাম। আটটার সময় ও একটা চেয়ারের উপর ঘুমিয়ে পড়লো। তখন ওর গায়ে যেখানে যে বোতাম দেখলাম খুলে ফেললাম এবং যেখানে বোতাম পেলাম না সেখানে টেনেটুনে হিঁচড়ে ছিঁড়লাম, এবং তারপর ওর পোশাক-আশাক খুলে দু'জনে ধরাধরি করে ওকে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলাম।

মেঝের উপর কাপড়ের গাদির দিকে তাকিয়ে ফ্রেডি দাঁড়িয়েছিল—ওর দুই ভুরুর মাঝখানে কপালের উপর চিন্তার রেখা। ও কি ভাবছে আমি বুঝলাম। বাচ্চাটার পোশাক উন্মোচনের কাজটা

সহজেই সমাধা হয়েছে—সেরেফ একটা মাংসপেশীর ব্যাপার। কিন্তু আবার আমরা ওকে ওইগুলোর মধ্যে ঢোকাবো কি করে? আমি পা দিয়ে স্তূপটা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। লম্বা একটা লিনেনের জিনিস ছিল, সেটাকে যা বলো তাই হতে পারে। তারপর দেখা গেল এক ফালি গোলাপী ফ্লানেল, সেটা যে কি বস্তু বোঝা গেল না। আগাগোড়া সব একটা যারপরনাই বিশ্রী ব্যাপার।

কিন্তু পরদিন সকালবেলা আমার মনে পড়ে গেল আমাদের পরের পরের বাংলোটাতে কাচ্চাবাচ্চা রয়েছে, এবং প্রাতরাশের পূর্বেই আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম এবং তাদের নার্সটাকে ধার করে নিয়ে এলাম। অদ্ভুত এই মেয়েজাতটা, ভগবান জানেন, সত্যই অলৌকিক ওদের প্রতিভা! আট মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে এই নার্সটা সমস্ত টুকরো-টাকরাগুলো জড়ো করলো, এবং সব ঠিক ঠিক যেখানকার যেটা সেইখানে, এবং মুহূর্তের মধ্যে বাচ্চাটাকে পোশাক পরিয়ে ঠিক করে দিল। এমন ফিটফাট দেখাচ্ছিল ছেলেটাকে যে ওকে নিয়ে তখন বাকিংহাম প্যালেসে কোনও গার্ডেন পার্টিতে যাওয়া যেত। আমি পকেট উজড় করে নার্সটাকে খুশি করলাম, এবং সে সকালে বিকালে আসতে রাজী হ'লো। প্রাতরাশের টেবিলে এসে যখন বসলাম তখন মনটা আমার পনর আনা প্রফুল্ল হয়ে এসেছে। এই প্রথম আশার একটি ক্ষীণ রেখা দেখা গেল।

"যাই বলো, মোটের উপর," আমি বললাম, "বাড়তে একটা বাচ্চাটাচ্চা থাকা মন্দ না। আমি কি মীন্ করছি বোধ হয় বুঝেছ। কেমন কোজি, বাড়ি-বাড়ি মনে হয়, কি বলো?"

ঠিক সেই মুহূর্তে বাচ্চাটা ফ্রেডির ট্রাউজারের উপর দুধের ভাণ্ডটা উলটে দিল, এবং ও যখন পোশাক বদলে ফিরে এলো, দেখলাম ওর চেহারায় সে জেল্লা নেই।

ব্রেকফাস্টের একটু পরেই জীভ্‌স এসে বললো কানে কানে একটা কথা আছে।

গোড়ায় কি উদ্দেশ্য নিয়ে ফ্রেঁডিকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম তা' এই ক'দিনের বেদনাময় কাণ্ডকারখানায়, যেন ভুলে যেতে বসেছিলাম, কিন্তু একেবারে ভুলে যাই নি ; এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, দিনের পর দিন, ক্রমেই আমি জীভ্‌স সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। স্কীমটা ছিল, হয়তো আপনাদের মনে আছে, যে ও এখানে এসে সমুদ্রের হাওয়া আর সাদাসিদে পোষ্টাই খানা খেয়ে শরীরমন তাজা করবে এবং তারপর, ব্রেনটাকে পুরোপুরি চাঙ্গা করে নিয়ে, ফ্রেডি এবং তার এলিজাবেথের পুনর্মিলনের একটা লাগসই হদিস বাতলাবে।

কিন্তু কি হয়েছে, এ পর্যন্ত ? সেরেফ জিরো। লোকটা গলা অন্ত করে খেয়েছে এবং নাক ডেকে ঘুমিয়েছে, কিন্তু এই শুভলগ্নটার দিকে এক পা-ও এগিয়েছে বলে মনে হয় না। সেজন্য যা কিছু চেষ্টাচরিত্র হয়েছে সবই আমি একা, নিজের বুদ্ধিতে, কারও কাছ কোনও সাহায্য না নিয়ে, করেছি। আমার চেষ্টাগুলো অবশ্য, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, একটা দারুণ হ-য-ব-র-লয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে, কিন্তু তবু এ কথা মানতে হবে যে উদ্যম ও উৎসাহের আমার কসুর হয় নি। সুতরাং, ও যখন এসে আমার কামরায় ঢুকলো, আমি একটু কটমট করেই ওর দিকে তাকালাম। সামান্য শৈত্য, একটুখানি তুহিনতা, ফুটিয়ে তুললাম আমার ভাবসাবে।

"তারপর, জীভ্‌স," আমি বললাম। "কি বলবে বলছিলে না আমার কাছে ?"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"বলে যাও," আমি বললাম।

"ধন্যবাদ, স্যর। আমি বলতে চেয়েছিলাম, স্যর, এই ঃ কাল রাত্রে আমি পাড়ার সিনেমাটায় একটা ছবি দেখতে গিয়েছিলাম।"

আমার ভুরু দুটো কপালে উঠে গেল। বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম লোকটার দিকে। বাড়িতে এই রকম একটা ভীষণ ওলটপালট কাণ্ড চলছে এবং তার ইয়ং মাস্টার তাই নিয়ে মারাত্মকভাবে হিমশিম খাচ্ছে, আর তখন তিনি হেলে দুলে এসেছেন তাঁর আমোদপ্রমোদের কাহিনী কপচাতে—নাঃ, এ আমি প্রশ্রয় দিতে পারি নে।

"আশা করি তোমার সময়টা বেশ কেটেছিল," রীতিমত বদখত একটা ভঙ্গী করে আমি বললাম।

"হ্যাঁ, স্যর, ধন্যবাদ। সাত রীলের একটা সুপার-সুপার-ফিল্ম দেখালো ওরা, গল্পটা নিউ ইয়র্ক সোসাইটির অপেক্ষাকৃত উদ্দাম শ্রেণীর চলাফেরা নিয়ে। প্রধান প্রধান ভূমিকায় রয়েছে বার্থা ব্লেভিচ, অরল্যাণ্ডো মার্ফি আর বেবি ববি। আমার খুব ভাল লাগলো, স্যর।"

"শুনে সুখী হলাম," আমি বললাম। "তারপর, এবারে এসে আমাকে সব বলবে কোদাল আর বালতি নিয়ে সৈকতলীলায় তোমার সকালবেলাটা কেমন চমৎকার কেটেছে, কেমন, বলবে না? কোনও ভাবনা চিন্তা নেই তো আমার আজকাল, তোমার অবসর বিনোদনের কাহিনী শুনতে ভালই লাগবে।"

শ্লেষ। বুঝেছেন বোধহয় কি মীন্ করছি। ব্যঙ্গ। সত্যি বলতে, সাদা কথায়, আমি প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে উঠলাম।

"ফিল্মটার নাম, স্যর, 'ছোট ছোট হাত'। বেবি ববি বাচ্চাটার পার্ট করে। বাচ্চাটার বাবা ও মা'র মধ্যে, দুর্ভাগ্যক্রমে, মন কষাকষি হয় এবং ক্রমেই তারা পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, যদিও—"

"ভারী দুঃখের বিষয়," আমি বললাম।

"যদিও মনে মনে, স্যর, দু'জনেই দু'জনকে তখনও ভালবাসে।"

"সত্যি? ভাগ্যিস, তুমি বললে আমাকে।"

"এইভাবে তো চলছে। দিন যায়, দিন আসে। এমন সময়, স্যর, একদিন—"

"জীভ্‌স," আমি বললাম (একটা কটু-তীব্র দৃষ্টি হেনে ওকে বিঁধে ফেললাম)। "কি মাথামুণ্ড সব বকে যাচ্ছ খেয়াল আছে? একটা বিটকেল বাচ্চা এসে কাঁধের উপর ভর করেছে, আরাম বিরাম সব চুলোয় গেছে, ঘরের শান্তি লক্ষ টুকরা হয়ে খান খান হয়ে গেছে, রেণু রেণু হয়ে গেছে, আর তুমি এসেছ এখন সিনেমার এক ছেঁদো গল্প শোনাতে! তুমি কি মনে কর এখন আমার ওই সব শোনার—"

"মাপ করবেন, স্যর। এই সিনেমার ছবিটা দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসে গেল। তা না হলে, স্যর, আপনার কাছে এর কথা বলতে আসতাম না।"

"আইডিয়া!"

"বেশ দামী আইডিয়া, স্যর। আমার মনে হয় মিঃ বলিভ্যাণ্টের সমস্যাটার একটা সুরাহা করা যাবে, এইটে কাজে লাগাতে পারলে। আপনার হয়তো স্মরণ হবে, স্যর, সেইজন্যই আপনি আমাকে—"

আমি অনুতাপে দগ্ধ হলাম। ফোঁস ফোঁস করে কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

"জীভ্‌স," আমি বললাম, "আমি তোমার উপর অবিচার করেছি।"

"কী যে বলেন, স্যর।"

"হ্যাঁ, করেছি। তোমার উপর অবিচার করেছি। আমি ভেবেছিলাম তুমি সমুদ্রপুলিনের আমোদপ্রমোদে একদম গা ঢেলে দিয়েছ এবং আসল কাজটার কথা বিলকুল ভুলে বসে আছ। আমার

এ-রকম ভাবা ঠিক হয় নি। বলো, জীভ্‌স, আমাকে সব খুলে বলো।"

ও খুশিতে নুয়ে পড়লো। আমি ঝিলমিলিয়ে উঠলাম। এবং যদিও আমরা সত্যি সত্যি পরস্পরের গলা জড়িয়ে ধরলাম না, আমরা দু'জনেই বুঝলাম যে আমাদের মধ্যে মেঘের কালো ছায়াটা আর নেই, আবার, হাসিছে ধরণী ইত্যাদি।

"দুটি ছোট হাত'-এ 'মানে' এই সুপার-সুপার-ফিল্মটায়, স্যর," জীভ্‌স বললো, "বাচ্চাটার বাপ-মার মধ্যে, যেমন বলছিলাম, মন কষাকষি হয়।"

"মন কষাকষি হয়," আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। "ঠিক! তারপর ?"

"শেষে, স্যর, সেইদিন এলো—তাদের ছোট্ট বাচ্চাটা আবার তাদের মিলন ঘটালো।"

"কি করে ?"

"যতদূর মনে পড়ে, স্যর, বাচ্চাটা বলে, 'ডাডা, তুমি কি মামিকে আর ভালবাস না ?"

"তারপর ?"

"ওরা খুব খানিক নাক ঝাড়ে আর চোখ মোছে। তারপর যাকে, আমার বিশ্বাস, বলে কাট-ব্যাক তাই হ'লো। ওদের কোর্টশিপ পিরিয়ড এবং বিবাহিত জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে বাছা বাছা কতগুলো সীন দেখালে; **যুগে যুগে যারা বাসিয়াছে ভালো;** তাদের অবিনশ্বর প্রেমের করুণ কোমলতা ফিনিক ফুটিয়ে গেল রুপোলী পর্দায়; এবং শেষ হ'লো বদ্ধালিঙ্গন যুগলমিলনের ক্লোজ-অপ দিয়ে, বাচ্চাটা একটা খুশির হাসি মুখে ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকে এবং নেপথ্যে একটা অর্গ্যান বাজিয়ে যায় 'আমার পরানে তোমার পরানে লাগলো প্রেমের ফাঁসি'।"

"বলে যাও জীভ্‌স," আমি বললাম। "কৌতূহল বাড়িতেছে মম। মনে হচ্ছে আইডিয়াটা যেন আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছি। তুমি বলতে চাও যে— ?"

"আমি বলতে চাই, স্যর, যে এই ইয়ং জেণ্টলম্যান যখন বাড়িতে রয়েছে, তখন সম্ভবত মিঃ বলিভ্যাণ্ট এবং মিস ভিকার্সের কেসটারও এই ধরনের একটা সমাধানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

"এই বাচ্চাটার সঙ্গে যে মিঃ বলিভ্যাণ্ট কিংবা মিস ভিকার্স কারও কোনও সম্পর্ক নেই সে-কথাটা তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ।"

"সে অসুবিধা সত্ত্বেও, স্যর, আমার মনে হয়, শুভ ফল ফলতে পারে। আমি ভাবছি, যদি এই ছেলেটার সামনে সামান্য কিছু সময়ের জন্য মিঃ বলিভ্যাণ্ট এবং মিস ভিকার্সকে একত্র করা যায় এবং, স্যর, ছেলেটাকে দিয়ে যদি সেই সময় মন-গলানো কিছু বলানো যায়—"

"জীভ্‌স," আমি উল্লাসে চীৎকার করে উঠলাম, "আমি বিলকুল ধরে ফেলেছি তোমার প্ল্যান। "গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। শোনো, আমি যা বলি। সীনটা খাটাতে হবে এই কামরায়। ছেলেটা মাঝখানে। তার বাঁয়ে মেয়েটা। ফ্রেডি আপ স্টেজ, পিয়ানো বাজাচ্ছে। না, তা তো চলবে না। ও যে শুধু এক আঙুলে 'দি রোজারির' দু'চার লাইন বাজাতে পারে। দেখছি, মৃদুমধুর সঙ্গীতটা আমাদের বাদ দিতে হবে। কিন্তু আর সব ঠিক আছে। দেখ,' আমি বললাম, "এই কালির দোয়াতটা দেখছ, এইটে মিস ভিকার্স। এই মগটা, যার গায়ে লেখা রয়েছে 'মার্বিস বে পাঠাইছে ভেট', হচ্ছে ছেলেটা। আর এই যে কলম-মোছাটা দেখছ, এই হ'লো মিঃ বলিভ্যাণ্ট। ডায়লগ দিয়ে শুরু। সংলাপটা আস্তে আস্তে কায়দাসে চলে আসবে বাচ্চাটার পার্ট পর্যন্ত। ছেলেটা বলবে, ধর, 'ছুট্টু মেয়ে, তুমি কি ডাডাটে ভালবাসে ?' তারপর প্রসারিত হস্তের ব্যাপার। কয়েক সেকেণ্ড সেইভাবে থাকবে। ফ্রেডি

বাঁ দিক থেকে স্টেজ পেরিয়ে এসে মেয়েটার হাত ধরবে, দু'জনের গলা ধরে আসবে, ঢোক গিলবে। তারপর ফ্রেডির আবেগকম্পিত বক্তৃতাঃ 'ওঃ, এলিজাবেথ, আমাদের এই মন-কষাকষি এখনও কি পুষে রাখতে হবে? দেখ! ছোট্ট একটা শিশু আমাদের তিরস্কার করছে!' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি শুধু তোমাকে একটা মোটামুটি আইডিয়া দিলাম। ফ্রেডিকে তার নিজের পার্ট বানিয়ে তৈরী করে নিতে হবে। আর বাচ্চাটাকে আমাদের খুব মর্মস্পর্শী একটা লাইন শিখিয়ে দিতে হবে। 'দুষ্টু মেয়ে, তুমি কি ডাডাটে ভালবাসে?' ঠিক ঘা দিচ্ছে না। এর চেয়ে আর একটু—"

"যদি বলেন তো, স্যর, আমি একটা—"

"হাঁ, হাঁ, স্বচ্ছন্দে।"

"বললে কেমন হয়? স্যর, 'ফ্রেডিকে চুমু খাও!' লাইনটা ছোট, সহজেই ওর মুখস্থ হবে; তা ছাড়া, এই তিনটি কথার একটি লাইনে, আমার মনে হয়, স্যর, একটা যাকে টেক্‌নিক্যালি বলে ঘাই তাই আছে।"

"জীভ্‌স, তুমি একটা জিনিয়স!"

"ধন্যবাদ, স্যর, অনেক ধন্যবাদ।"

"তা হলে 'ফ্রেডিকে চুমু খাও!' এই ঠিক হ'লো। কিন্তু একটা কথা, জীভ্‌স। মুশকিল কি বাত হচ্ছে, কি করিয়া এই মোকামে মিলন হবে দোঁহে? মিস ভিকার্স মিঃ বলিভ্যাণ্টকে দেখলে না চেনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। সে তো ফ্রেডির মাইলখানেকের মধ্যেও ঘেঁষবে না।"

"মুশকিলের কথাই বটে, স্যর।"

"যাক গে, কুচ পরোয়া নেই। সেটিঙ্‌টা ঘরের মধ্যে না করে বাইরে করলেই হবে। বীচের উপর সহজেই কোথাও মেয়েটাকে

কায়দায় ফেলতে পারা যাবে। ইতিমধ্যে আমাদের পার্টটার্টগুলো ঠিক করে তৈরী হতে হবে। বাচ্চাটার পার্টটা একদম নিখুঁৎ হওয়া চাই।"

"হ্যাঁ, স্যর।"

"বস্! কাল সকালে কাঁটায় কাঁটায় এগারটার সময় প্রথম রিহার্সাল।"

বেচারী ফ্রেডি এমন একটা শোকসংবিগ্নমানসে অবস্থান করছিল যে আমি ঠিক করলাম যে বাচ্চাটার কোচিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওকে কিছু বলা হবে না। ওর মন-মেজাজের সে-রকম অবস্থাই ছিল না যাতে এই ধরনের একটা কিছু ওর ঘাড়ের উপর ঝুলিয়ে রাখা যায়। অতএব আমরা টুট্‌ল্‌সকে নিয়ে পড়লাম। এবং আরম্ভ করেই বুঝলাম যে টুট্‌ল্‌সকে তার পার্টের স্পিরিটে সড়গড় করতে হলে একটা জায়গায় কোনও একটা মেঠাই ঢোকাতে হবে; না হলে চলবে না।

"আমি যা দেখছি, স্যর," প্রথম দিনের রিহার্সাল শেষ হতে জীভ্‌স বললো, "সব চেয়ে কঠিন হচ্ছে এই ইয়ং জেণ্টলম্যানের মাথায় ঢোকানো যে জলযোগটা, এবং ওকে দিয়ে আমরা যে কথা কয়টা বলাতে চাই— এই দুটোর মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে।"

"ঠিক বলেছ," আমি বললাম। "একবার যদি হাবাতেটা এই গোড়ার কথাটা বুঝতে পারে যে ওই কথা তিনটে স্পষ্ট করে বলা মাত্র, অটোমেটিক্যালি, চকোলেট টফি এসে যাবে, তা হলেই মার দিয়া কেল্লা।"

আমি অনেক সময় ভাবি কি ইন্‌টারেস্টিং হ'তো যদি আমি জানোয়ার ট্রেইনার হতাম—উন্মেষিত বোধশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তা, সেই রকমই উত্তেজনা পাওয়া গেল আমাদের এই

বর্তমান কাজে। এক একদিন মনে হ'তো ভাগ্যলক্ষ্মী মালা হাতে সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাদের চক্ষুতারকার দিকে বদ্ধদৃষ্টি, এবং বাচ্চাটা লাইনটা কপচাতো যেন একটা সেয়ানা পেশাদার। তারপর একদিন আবার সব ধেড়িয়ে দিত। এদিকে সময় উড়ে চলেছে।

"জীভ্স, আমাদের চট্‌পট কাজটা শেষ করা দরকার।" আমি বললাম। "বাচ্চাটার কাকা এখন যে কোনও দিন এসে ওকে নিয়ে চলে যেতে পারে।"

"বিলকুল ঠিক, স্যর।"

"এবং কোনও আণ্ডারস্টাডি আমাদের হাতে নেই।"

"নেহাত সত্যি কথা, স্যর।"

"আমাদের উঠে পড়ে লাগতে হবে! সত্যি, এই ছেলেটা এক এক সময় একটু হতাশ করে দেয়। এদ্দিনে একটা হাবাও ওর পার্টটা শিখে ফেলতে পারত।"

বাচ্চাটার স্বপক্ষে এ কথা কিন্তু আমি বলবো: ওর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ব্যর্থতা ওকে দমাতো না। চকোলেটের একটা কিছু মিষ্টি নজরে পড়লে আর কথা নেই; ওর লাইনটাতে একটা ঢুঁ মারত, এবং যা খুশি বলে যেতে থাকত যতক্ষণ না ওর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ওর সম্বন্ধে প্রধান ভয় ছিল একটা অনিশ্চয়তা—কিছু ঠিক নেই কখন কি বলে বসবে। আমি নিজে ড্রামাটা শুরু করে দেবার ঝক্কি নিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং প্রথম সুযোগেই পাব্‌লিক পার্‌ফর্‌ম্যান্‌সের জন্য রেডি ছিলাম, কিন্তু জীভ্স রাজী হ'লো না।

"তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না, স্যর," ও বললো। "যে-পর্যন্ত আমাদের ইয়ং জেণ্টলম্যানের স্মরণশক্তি ঠিক ঠিক কাজ না করছে, আমাদের সমস্ত মেহনত পণ্ড হয়ে যাবার একটা দারুণ আশঙ্কা আছে। আজকে, আপনার হয়তো মনে পড়বে, স্যর, ও বলেছিল 'ফ্রেডিকে ঢুঁ

দাও!" কথাটা মোটেই তরুণী সুন্দরীর মন কেড়ে নেওয়ার মতো নয়, স্যর।"

"না, মোটেই নয়। আর, আমাদের তরুণীটি সত্যি সত্যি একটা ঢুঁ দিয়ে বসতেও পারেন। নাঃ, তুমি ঠিক বলেছ। প্রোডাক্‌শনটা আমাদের পিছিয়ে দিতে হবে।"

কিন্তু, খোদার কিরে, পিছতে হ'লো না! পরদিন বিকেলেই পর্দা উঠে গেল।

দোষ কারও নয়—এবং আমার যে নয় সে নিশ্চিত। সেরেফ নিয়তি। জীভ্‌স গিয়েছিল বাইরে, এবং ফ্রেডি আর বাচ্চাটাকে নিয়ে, আমি একা ছিলাম বাড়িতে। ফ্রেডি সেইমাত্র পিয়ানোটার সামনে গিয়ে বসেছে, এবং আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে বেরুচ্ছিলাম একটুখানি এক্‌সার্‌সাইজের জন্য। এমন সময়, আমরা সবে বারান্দায় পা দিয়েছি, এলিজাবেথ মেয়েটা, বীচে যাবার পথে, আমাদের বাড়ীর সামনাসামনি এসে গেল। আর ওকে দেখতে পেয়েই বাচ্চাটা সোল্লাসে একটা ইয়ারসুলভ চীৎকার দিল, এবং ও আমাদের দোরগোড়ায় থেমে পড়লো।

"হ্যালো, বেবি," ও বললো, "নমস্কার"। আমার দিকে ফিরে ও বললো, "আসতে পারি?"

উত্তরের জন্য ও অপেক্ষা করলো না। সোজা লাফিয়ে বারান্দায় উঠে পড়লো। ওই ধরনের মেয়ে বলেই মনে হ'লো ওকে। বাচ্চাটাকে নিয়ে বিষম কলরব আরম্ভ করে দিল। আর, মাত্র ছয় ফুট দূরে, বুঝলেন, মাত্র ছয় ফুট দূরে, বসবার ঘরে বসে ফ্রেডি পিয়ানোটাকে চাবকাচ্ছে। ভীষণ মাথা-খারাপ-করা একটা অবস্থা, বার্ট্রামের কথা বিশ্বাস করতে পারেন। যে-কোনও মুহূর্তে ফ্রেডির বারান্দায় চলে আসার

খেয়াল হতে পারে, আর ওকে দিয়ে এখন পর্যন্ত ওর পার্টের একটা মহলাও দেওয়া হয় নি।

সীনটা তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলাম।

"আমরা বীচের দিকে যাচ্ছিলাম," আমি বললাম।

"তাই নাকি?" মেয়েটা বললো। এক মুহূর্ত ও কান খাড়া করে শুনলো। "আপনার পিয়ানোটা টিউন করাচ্ছেন বুঝি?" ও বললো। "আমাদের পিয়ানোটা টিউন করানো দরকার; আমার আণ্ট একজন লোক খুঁজছেন সেজন্য। কিছু মনে করবেন না তো, ভেতরে গিয়ে যদি এই লোকটাকে আমাদের ওখানে যেতে বলি, মানে, ওর এখানের কাজ শেষ হলে?"

আমি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলাম।

"ইয়ে—এখন ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না," আমি বললাম। "মানে, ঠিক এই সময়টায় নয়, লোকটা কাজ করছে কিনা। কিছু মনে করবেন না। কাজের সময় বিরক্ত করলে এই সব লোকের মাথা গরম হয়ে যায়। আর কিছু না, কারিগরি মেজাজ। ওকে পরে আমি বলবো'খন।"

"আচ্ছা, বেশ। ওকে পাইন বাংলোতে পাঠিয়ে দেবেন। নামটা ভিকার্স.........এই যে, লোকটা থেমেছে মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব এখুনি বাইরে আসবে। একটু দাঁড়াই, কি বলেন?"

"আপনার কি মনে হয় না—মানে, বীচে পৌঁছতে আপনার দেরি হয়ে যাবে না?" আমি বললাম।

ইতিমধ্যে ও বাচ্চাটার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিয়েছে; আমার কথা কানে গেল না। ওর ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়ে কি যেন খুঁজছিল।

"বীচ", আমি বোকার মতো আওড়ালাম।

"এই দেখ, খোকা, তোমার জন্য কি এনেছি," মেয়েটা বললো। "ভাবলাম কোথাও তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে, তাই তোমার জন্য এই-সব ভাল ভাল মিষ্টি এনেছি।"

তারপর, ইয়া আল্লা, ও বাচ্চাটার বিস্ফারিত চোখের সামনে অ্যালবার্ট মেমোরিয়ালের সাইজের এক তাল টফি দোলাতে লাগলো!

সব খতম এইবারে, বুঝলাম। একটু আগেই আমাদের একটা লম্বা রিহার্সাল হয়ে গেছে, এবং বাচ্চাটাকে জোর তালিম দেওয়া হয়েছে তার পার্টে। আজকেই প্রথম ও লাইনটা ঠিক ঠিক বলতে পেরেছে।

"ফেডিকে চুমু খাও!" ও চেঁচিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা খুলে গেল এবং ফ্রেডি বারান্দায় বেরিয়ে এলো। বললে বিশ্বাস করবেন না, মনে হ'লো যেন ও এই ইঙ্গিতটার অপেক্ষায় ছিল।

"ফেডিকে চুমু খাও!" বাচ্চাটা আবার চেঁচালো।

ফ্রেডি মেয়েটার দিকে তাকালো, এবং মেয়েটা ফ্রেডির দিকে তাকালো। আমি মেঝের দিকে তাকালাম, আর বাচ্চাটা তাকিয়ে রইল টফির পিণ্ডটার দিকে।

"ফেডিকে চুমুকে খাও!" ও চেঁচাতে লাগলো। "ফেডিকে চুমু খাও!"

"এর মানে কি?" আমার দিকে চেয়ে মেয়েটা বললো।

"ওইটে ওকে দিয়ে দিন বরং," আমি বললাম। "না দেওয়া পর্যন্ত ও চেঁচাতে থাকবে, বুঝছেন তো।"

ও টফিটা বাচ্চাটাকে দিয়ে দিল এবং সে চুপ হ'লো। ফ্রেডি, গর্দভটা, তখনও, একটা কথা না বলে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

"কি মানে এর?" মেয়েটা আবার বললো। ওর মুখটা গোলাপী হয়ে গেছে, এবং ওর চোখ দিয়ে ফিনিক ফুটছে কি-এক-রকম করে, জানেন তো—আপনার দিকে তাকালে আপনার মনে হয় আপনার শরীরে

আর হাড়গোড় কিছু নেই। বুঝেছেন বোধহয় কি বলতে চাইছি। হ্যাঁ, বার্ট্রামের মনে হ'লো তার হাড়গোড় ছাড়িয়ে কোপ্তা করা হয়েছে। আপনি কি কখনও নাচের মধ্যে আপনার পার্টনারের ড্রেস মাড়িয়ে দিয়েছেন—আমি সেই অতীতকালের কথা বলছি যখন মেয়েরা মাড়িয়ে দেবার মতো লম্বা ড্রেস পরতো—এবং জিনিসটা ছিঁড়ে যাচ্ছে সেই পড়্পড় শব্দ শুনেছেন এবং দেখেছেন আপনার পার্টনারের মুখে দিব্য স্মিত হাসি এবং সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এসেছে তার আশ্বাসবাণী, 'মাপ চাইতে হবে না; কিছু হয় নি', এবং তারপর হঠাৎ আপনার দৃষ্টি তার স্বচ্ছ নীল চক্ষুর উপর পড়তেই আপনার মনে হয়েছে যেন আপনি অজান্তে একখানা বিদের দাঁতের উপর পা ফেলেছেন আর তার বাঁটটা ছিটকে এসে আপনার কপালে দারুণ এক চোট বসিয়েছে? বেশী কি, আমাদের ফ্রেডির এলিজাবেথকে সেইরকম দেখাচ্ছিল।

"কি? বলুন", ও বললো, এবং ওর দাঁতে দাঁতে লেগে কট্ করে একটা শব্দ হ'লো।

আমি একটা ঢোক গিললাম। তারপর বললাম ব্যাপারটা কিছুই নয়। তারপর বললাম ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। তারপর বললাম, "আচ্ছা, তবে শুনুন, কাণ্ডটা হয়েছে এই।" এবং ব্যাপারটা সব ওকে খুলে বললাম। আর সমস্তটা সময় গর্দভ ফ্রেডি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল, একদম বোবার মত। একটা সামান্য হুঁ-হাঁ পর্যন্ত বেরুল না ওর মুখ দিয়ে, একটিবারের জন্যও না।

আর মেয়েটাও একটা কথা বললো না। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলো।

তারপর সে হাসতে আরম্ভ করলো। কোনও মেয়েকে এ-রকম, এবং এত হাসতে আমি কখনও দেখি নি। বারান্দাটার দেয়ালে ঠেস দিয়ে হোঃ হোঃ হিঃ হিঃ লুঃ লুঃ করে সেকি হাসি। আর সারাক্ষণ

ফ্রেডি, **পৃথিবীর চ্যাম্পিয়ন হাঁধারাম,** দাঁড়িয়ে রইল, নির্বাক, নিথর।

যাক, আমার গল্প শেষ হতে আমি এক পাশ দিয়ে বারান্দার সিঁড়ির দিকে এগোলাম। আমার যা বলবার ছিল তা সব বলা হয়েছে, এবং আমার বিশ্বাস স্টেজ ডিরেক্‌শনে এই জায়গায় আমার পার্টে লেখা ছিল "সন্তর্পণে প্রস্থান"। বেচারা ফ্রেডি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। যদি একটা কথাও বলতো, তা হ'লে হয়তো সব আবার যথাপূর্বং হয়ে যেতে পারত। কিন্তু ও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, বাক্যহারা।

আমাদের বাড়িটা ছাড়াতেই জীভ্‌সের সঙ্গে দেখা হ'লো। ও বেড়িয়ে ফিরছিল।

"জীভ্‌স", আমি বললাম, "সব শেষ। ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন। আমাদের ফ্রেডি ভায়া (আহা, বেচারা !) ঠিক একটা গাধার মতো করলো এবং সমস্ত জিনিসটা পণ্ড করলো।"

"তাই নাকি, স্যর ? ব্যাপারটা সত্যি সত্যি কি হয়েছিল ?"

আমি বললাম ওকে।

"ও একদম ভ্যাবা-গঙ্গারাম ব'নে গেল," কাহিনীটা শেষ করে আমি বললাম। 'সেরেফ স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল, না করে একটি কাতর শব্দ। অথচ, ভেবে দেখ, কথার খই ফুটনোর এমন সুযোগ জীবনে কি আর ও পাবে ? ও……তোবা ! তোবা ! আরে দেখ, চেয়ে দেখ !"

কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে আমাদের কটেজটার কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। তাকিয়ে দেখি কটেজটার সামনে দাঁড়িয়ে ছয়টা বাচ্চা, একজন নার্স, দু'জন টোটো কোম্পানির সভ্য, আরও একটা নার্স এবং মুদীর দোকানের লোকটা। সবাই ওরা হাঁ করে একদৃষ্টে কি দেখছিল। রাস্তার ওদিক থেকে লাফাতে লাফাতে এলো আরও

পাঁচটা বাচ্চা, একটা কুকুর, তিনটে লোক এবং একটা ছেলে; তারাও সব হাঁ করে তাকাবার জন্য রেডি হচ্ছিল। আর আমাদের বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে পরস্পর বাহুবদ্ধ ফ্রেডি এবং তার এলিজাবেথ—বিলকুল বেহোশ, বিহ্বল। দর্শকদের দিকে ওরা ফিরেও দেখছিল না। ওরা যেন সাহারার কোনও বিজন প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

"তোবা! তোবা!" আমি বললাম।

"মনে হচ্ছে, স্যর", জীভ্‌স বললো, "শেষমেষ, যে-রকম ভাবা গিয়েছিল সেই রকম মধুরেণ সমাপয়েৎ-ই হ'লো।"

"হ্যাঁ, তাই তো দেখছি," আমি বললাম। "ফ্রেডি ভায়ার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় নি বটে, কিন্তু ওর কাজটা, মনে হচ্ছে, সত্যিই হই হই করে হাসিল করলো।"

"বিলকুল ঠিক, স্যর," জীভ্‌স বললো।

॥ বাটি মন বদলালো ॥

আমার এই পেশায় নতুন পা বাড়িয়ে—গত কয়েক বছর থেকেই দেখছি—ছোকরারা যখন তখন আমার কাছে পরামর্শ-উপদেশের জন্য আসে। তাই আমার সিস্‌টেমটা সংক্ষেপে, দু'কথায়, বোঝানোর জন্য একটা ছোট ফরমুলা তৈরী করে নিয়েছি। ভারী সুবিধে সব দিক দিয়ে—বুঝতে, বোঝাতে, মনে রাখতে—দু'লাইনের এই শ্লোকটা। কেউ এলেই বলি—

> "মাত ঘাবড়াও, তুরন্ত বাতলাও।
> কভি না বেচাল কদম বাড়াও ॥"

—এই হচ্ছে আমার মটো। "কভি না বেচাল কদম বাড়াও", অর্থাৎ সব সময় দেশ, কাল এবং পাত্র সম্বন্ধে অবহিত থাকা; এক কথায় ডিপ্লোমেসি। বলা বাহুল্য, আমি চিরকাল অপরিহার্যবোধে একে প্রথম স্থান দিয়ে এসেছি। তারপর, যে কোনও এমার্‌জেন্‌সিতে মাথা ঠিক রেখে একটা রাস্তা দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, এক কথায় উপায়জ্ঞতা। এদিক দিয়েও আমি বলতে পারি যে, মোটের উপর একেবারে ঘটশূন্য অবস্থা আমার কখনও হয় নি। খাস খিদমতগারের দৈনন্দিন জীবনে মধ্যে মধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষ উপস্থিত হবেই। সেই সব সঙ্গীন অবস্থায়, সাধারণত, যাকে বলতে পারি একটা সূক্ষ্ম বোধশক্তি তার যৎসামান্য পরিচয় আমি দিয়েছি। ব্রাইটনের কাছের সেই মহিলা বিদ্যালয়ের ঘটনাটা ধরুন না—হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাহিনীটা। এই ব্যাপারটা, বলতে গেলে, শুরু হয় একদিন সন্ধ্যায়। যতদূর মনে পড়ে, রোজকারমত আমি মিঃ উস্টারের হুইস্কি এবং সিফন নিয়ে তাঁর কামরায় এসে ঢুকতেই তিনি বিষম খিটখিটিয়ে উঠলেন।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছিলাম মিঃ উস্টারের মনটা বেশ একটু ভার-ভার—সে অভ্যস্ত খোশমেজাজ দূরে বহুদূরে কোন স্বপ্নলোকে যেন হারিয়ে এসেছেন। দিন কয়েক আগে ওঁর একটুখানি ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম তারই জের চলছে এখনও, এবং মাথা ঘামাইনি আর এ নিয়ে। যথারীতি রোজকার কাজ করে গেছি। তারপর এলো সেই সন্ধ্যা যার কথা বলছি। উনি বিষম খিটখিটিয়ে উঠলেন যেমনি আমি হুইস্কি এবং সিফনটা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম।

"দোহাই তোমার, জীভ্‌স!" উনি বললেন—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে বেএক্তিয়ার হয়ে পড়েছেন। "অন্ততঃ আজকের মতো অন্য একটা টেবিলে ওইটে রাখ; একটু রকমফের হবে।"

"কি বললেন, স্যর?" আমি বললাম।

"রোজ রাত্রে, ত্তোর ছাই," মিঃ উস্টার প্যানপ্যান করতে লাগলেন, "ঠিক একই সময়ে ঠিক একই পুরনো ট্রেটা হাতে করে তুমি এসে ঢোকো এবং ঠিক একই টেবিলের উপর রাখ। আমার ঘেন্না ধরে গেছে, তোমাকে সত্যি বলছি, আমার ঘেন্না ধরে গেছে। জিনিসটার ভীষণ একঘেয়েমিই জিনিসটাকে এমন ভীষণরকম ভীষণ করেছে মনে হয়।"

ওঁর কথা শুনে আমি যে একটু ভয় পেয়েছিলাম সে-কথা অস্বীকার করবো না। এই ধরনের কথাবার্তা আমার কাছে নতুন নয়; ভূতপূর্ব মনিবদের মুখে অনেক শুনেছি। এবং প্রায় সব সময়েই দেখেছি যে এর আর দ্বিতীয় কোনও অর্থ নেই, বাবুর মনে বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে। সুতরাং মিঃ উস্টার যখন আমার সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা আরম্ভ করলেন, খোলাখুলিই বলছি, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সব দিক দিয়ে আমাদের উভয়ের এই রকম সুখাবহ একটা সম্বন্ধ ছিন্ন করবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, অথচ আমি দেখেছি যে স্ত্রী সামনের

দরজা দিয়ে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে একক জীবনের ভ্যালেটকে পিছনের দরজা দিয়ে সরে পড়তে হয়।

"তোমার অবশ্য কোনও দোষ নেই," মিঃ উস্টার একটুখানি সামলে নিয়ে বলতে লাগলেন। "আমি তোমাকে দূষছি নে। কিন্তু, খোদার দোহাই, মানে, তুমি নিশ্চয়ই মানবে—মানে, কথাটা, ক'দিন থেকে আমি বেশ গভীরভাবে চিন্তা করছি, জীভ্‌স, এবং শেষে এই দেখলাম যে মোর মাঝে শুধু দৈন্য, শুধু শূন্য। বলতে কি, আমার জীবনটা একটা বিরাট শূন্য। জীভ্‌স, আমি নিঃসঙ্গ, একা।"

"আপনার বন্ধুর তো অভাব নেই, স্যর।"

"কি হয় বন্ধু দিয়ে?"

"এমার্সন বলেন," আমি বললাম, "বন্ধুকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা যেতে পারে, স্যর।"

"তাই নাকি? তবে, শোনো, এবারে যখন এমার্সনের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তাঁকে বলো যে আমি বলেছি তিনি একটি গর্দভ।"

"আচ্ছা, স্যর।"

"আমি কি চাই—জীভ্‌স, তুমি সেই প্লেটা দেখেছ, ভুলে গেছি কি-ছাই-যেন-নামটা?"

"না, স্যর।"

"কি-যেন-ওর-নাম সেই সেখানে হচ্ছে ওটা। কাল রাত্রে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। নায়ক লোকটা বেশ দিব্যি খেয়ে দেয়ে মজাসে চড়ে বড়ে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ কোত্থেকে একটা বাচ্চা এসে ঝুপ করে তার সামনে পড়লো—বলে সে তার মেয়ে। প্রথম অঙ্কের সারপ্লাস, বুঝলে তো—কিন্তু একদম, বিলকুল, এই প্রথম সে খবরটা শুনলো। অবশ্য, বুঝতেই পার, খুব খানিকটা কাড়াকাড়ি ঝাঁপাঝাঁপি হ'লো। ওরা তাকে 'হো-হো, কেমন মজা?' সে বলে, 'বেশ তো, কি, হয়েছে কি?' ওরা

পালটা জবাব দেয়, 'বেশ তো, কি, হয়েছে কি ?' সে তখন বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে !' এবং বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে যায়, সোজা হু'জনে সংসারসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বুঝেছ। যাক গে, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, জীভ্‌স, যে সেই লোকটার উপর আমার দস্তুরমত হিংসে হ'লো। কি ভীষণ হাসিখুশি সেই ছোট্ট মেয়েটা, না দেখলে বুঝবে না, জীভ্‌স; আর কেমন ওকে আঁকড়ে ধরলো পরিপূর্ণ নির্ভরতায় আর—আর—আর······যাক গে, বুঝতে পারছ তো জিনিসটা, মানে, বুঝেছ বোধহয়, দেখা-শোনা যত্ন-আত্তি করার একটা-কিছু। আমার যদি একটা মেয়ে থাকত। জানি নে প্রণালীটে কি।"

"বিয়ে, স্যর। আমার ধারণা ওইটে পয়লা ধাপ বলে মনে করা হয় স্যর।"

"না হে, আমি ভাবছি পুষ্যি নেওয়ার কথা। ছোট বাচ্চাদের পুষ্যি নেওয়া যায়, তা জানো তো, জীভ্‌স। কিন্তু কেমন করে কি করতে হয় সেইটে আমি জানতে চাই।"

"রাস্তাটা, আমার যা ধারণা, স্যর, ভারী গোলমেলে, আর অনেক তার বাঁক। আপনার ফুরসতের উপর বিষম চোপ বসাবে।"

"আচ্ছা, তোমায় বলি তবে আমি কি করবো ভেবেছি। আসছে হপ্তায় আমার বোন তার তিনটে বাচ্চা মেয়ে নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে ফিরছে। আমি ভাবছি, এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে, একটা গোটা বাড়ি নেব এবং ওদের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে থাকব। ইয়া আল্লা, জীভ্‌স, একখানা স্কীম বটে, কি বলো? কচি গলার অনর্গল বকুনি, অ্যাঁ? খুদে খুদে পা খুটখুট করে বাড়িময় এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেমন ?"

মনটা আমার বিচলিত হ'লো, কিন্তু মনের ভাব আমি চেপে গেলাম। অবশ্য বাইরে এই উদাসীনতা বজায় রাখতে আমার সমস্ত

শক্তির একটা চরম পরীক্ষা হয়ে গেল। কার্যক্রমের যে মোটা ছক মিঃ উস্টার মনে মনে কেটেছেন তার অর্থ অতি পরিষ্কার। এই প্ল্যান যদি কল্পজগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসে, তা হলে আমাদের এই অতি আরামের ব্যাচেলর ঘরকন্নার সেইখানেই শেষ। অনেক খাস খিদমতগার নিশ্চিত এই সন্ধিক্ষণে বুকের কথা মুখে বলে বসতো—স্পষ্ট বিরুদ্ধতা করতো। আমি সে-মারাত্মক ভুল করলাম না।

"বেয়াদবি মাপ করবেন, স্যর," আমি বললাম, "আমার মনে হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠে এখন পর্যন্ত আপনার শরীরমন ঠিক পুরোপুরি সুস্থ হয় নি। যদি ধৃষ্টতা মনে না করেন তো বলি, আমার মতে এখন আপনার দিন কয়েক সমুদ্রের ধারে কোনও জায়গায় গিয়ে থেকে আসা দরকার। কাছেই, স্যর, ব্রাইটন রয়েছে, বেশ জায়গা।"

"তোমার কি মনে হয় আমি গাঁজাটাজা খেয়েছি?"

"মোটেই না, স্যর। আমি শুধু বলছিলাম যে ব্রাইটনে দিন কয়েক কাটিয়ে এলে আপনার শরীরটা তাড়াতাড়ি সারত।"

মিঃ উস্টার মনে মনে জিনিসটা তোলাপাড়া করলেন।

"শোনো," শেষমেষ তিনি বললেন, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। তোমার কথাটা হয়তো ঠিক; শরীরটে আমার সত্যিই কেমন যেন ফোঁপরা ফোঁপরা মনে হচ্ছে। স্যুটকেসটাতে গোটাকয়েক দরকারী জিনিসপত্র ভরে নাও। তারপর, চলো, কালকেই মোটরে করে বেরিয়ে পড়া যাক।"

"বহুত আচ্ছা, স্যর।"

"তারপর গালদুটো গোলাপী করে যখন ফিরে আসব, তখন সুস্থ মস্তিষ্কে কচিকাচার চঞ্চল চরণপাতের ব্যাপারটার একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

"ঠিক বলেছেন, স্যর।"

যাক, একটা ফাঁক তো পাওয়া গেল; মনটা আমার খুশি হ'লো। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে একটা সংকট উপস্থিত হয়েছে, এবং বেশ বুঝেসুঝে চাল দেওয়া দরকার। মিঃ উস্টারকে এ-রকম দৃঢ়সংকল্প খুব কমই দেখেছি। বলতে কি, সেই যেবার, আমার স্পষ্ট তীব্র নিন্দা সত্ত্বেও, বেগনি মোজা পরবেন বলে গোঁ ধরেছিলেন, তারপর আর এ-পর্যন্ত কখনও উনি এমন একগুঁয়েমি দেখিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। তা হোক। সেবারের সেই বিদ্রোহে আমি হটি নি, শেষ আমারই জিত হয়েছিল। এবারেও, খুবই আশা রাখি যে শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে পারব। মনিবরা ঘোড়ার মতো। ওদের চালাতে জানতে হয়। কোনও কোনও খাস খিদমতগার কৌশলটা জানে, কেউ কেউ জানে না। সুখের বিষয়, এদিক দিয়ে আমার কোনও আপসোস নেই।

ব্রাইটনে গিয়ে আমার নিজের খুবই ভাল লাগছিল, এবং কয়েক দিন থেকে যেতে কোনও আপত্তি ছিল না; কিন্তু মিঃ উস্টার, তখনও অত্যন্ত ছটফটে অবস্থা তাঁর, দু'দিনেই হাঁপিয়ে উঠলেন, এবং তিন দিনের দিন বিকেলে আমাকে গাড়িটা বের করে হোটেলের দরজায় নিয়ে আসতে বললেন। চমৎকার ছিল গ্রীষ্মের সেই দিনটা। আমরা প্রায় পাঁচটার সময় লণ্ডনের রাস্তা ধরে ফিরে চললাম। বোধহয় মাইল ছয়েক রাস্তা এসেছি এমন সময় দেখলাম সামনেই পথের উপর দাঁড়িয়ে বাচ্চা একটা মেয়ে প্রাণপণে হাতমুখ নাড়ছে। আমি ব্রেক কষে গাড়িটা একদম থামিয়ে ফেললাম।

"কি হ'লো?" চমকে উঠে মিঃ উস্টার বললেন। "এখানে হঠাৎ এমন করে থেমে পড়বার মানে কি, জীভ্‌স?"

"দেখলাম, স্যর, একটু আগে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য নানারকম সঙ্কেত করছে," আমি বললাম। "এই যে, ও আমাদের দিকে আসছে।"

মিঃ উস্টার মুখ বাড়ালেন।

"হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি ওকে। আমার বিশ্বাস, জীভ্স, ও একটা লিফ্‌ট চায়।"

"আমিও, স্যর, ওর কার্যকলাপের সেই অর্থই করেছিলাম।"

"বেশ হাসিখুশি বাচ্চাটা," মিঃ উস্টার বললেন। "কিন্তু এখানে ও কি করছে? বড় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে কেন?"

"ভাবে মনে হয় স্যর, ও ইস্কুল থেকে না বলে চলে এসেছে।"

"হ্যালো—অ্যালো—অ্যালো!" মেয়েটা কাছে আসতেই মিঃ উস্টার বললেন। "কি খুকী, লিফ্‌ট চাই?"

"ওঃ, সত্যি, পারেন আপনি?" খুকী খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল।

"কোথায় যাবে তুমি?"

"মাইল খানেক এগোলে বাঁ দিকে একটা মোড় আছে। সেইখানে আমাকে নামিয়ে দিলে বাকী রাস্তাটা আমি হেঁটে যেতে পারব। সত্যি, ভীষণ উপকার করলেন আপনি। আমার জুতোয় একটা পেরেক উঠেছে।"

ও পিছন দিকে চড়ে বসলো। লাল চুল, থাঁদা নাক, এবং বেয়াড়ারকম প্রকাণ্ড দেখায় ওর হাঁ, যখন ও দাঁত বের করে হাসে। ওর বয়স, আমার মনে হ'লো, বছর বার হবে। ও একটা বাড়তি সীট টেনে ঠিক করে নিয়ে হাঁটু ভেঙে তার উপর ঝুঁকে বসলো, আলাপ-সালাপের সুবিধার জন্য।

"ভীষণ একটা হট্টগোলের মধ্যে পড়ে যাব দেখছি," ও সুরু করলো। "মিস টম্‌লিন্‌সন রেগে টং হয়ে যাবেন।"

"সত্যি? কেন?" মিঃ উস্টার বললেন।

"আজকে আমাদের আধি-ছুটি ছিল, বুঝলেন, এবং আমি লুকিয়ে চলে এসেছিলাম ব্রাইটনে। জেটিতে গিয়ে স্লট-মেশিনে পেনি ফেলতে এমন ইচ্ছে করছিল। ভেবেছিলাম কেউ টের পাবার আগেই ঠিক সময় মত ফিরতে পারব, কিন্তু আমার জুতোর এই পেরেকটা সব মাটি করে দিলে। উঃ, একটা ভীষণ রইরই কাণ্ড হবে'খন। যাক গে যা হবার হবে," এমন দার্শনিকের মতো ও কথাটা বললো যে আমি মনে মনে তারিফ না করে পারলাম না, "কোনও উপায় যখন নেই। আপনার এটা কী গাড়ি? সান্‌বিম, না? আমাদের একটা উল্‌জ্‌লি আছে, বাড়িতে।"

মিঃ উস্টার, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, বিচলিত হয়েছেন। আগেই বলেছি, এই সময়ে ওঁর মনটা অত্যন্ত একটা তলতলে অবস্থায় ছিল, নবীনা কিশোরীদের প্রতি একটা অতিরিক্ত গলে-পড়া ভাব। মেয়েটার দুরদৃষ্টের কথা শুনে ওঁর করুণা উথলে উঠল।

"ওঃ, এ তো ভারী বিশ্রী," উনি বললেন। "কিছুই কি করা যায় না? এই, জীভ্‌স, তোমার কি মনে হয়? কিছু কি করা যায়?"

"এখানে আমার কিছু বলা সাজে না, স্যর," আমি বললাম, "কিন্তু, যখন আপনি নিজেই কথাটা পাড়লেন, আমার বিশ্বাস গোলযোগটার নিষ্পত্তি হতে পারে। আপনি যদি এই ইয়ং-লেডির ইস্কুলের মাস্টারনীকে বলেন যে আপনি এর বাবার একজন পুরনো বন্ধু, তা হলে, মনে হয় না, খুব অসাজন্ত একটা চাতুরী করা হবে। তা হলে আপনি মিস টম্‌লিন্‌সনকে বলতে পারেন যে আপনি ইস্কুলটার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ইস্কুলের দরজায় একে দেখতে পেয়ে, এক চক্কর ঘুরিয়ে আনবার জন্য, গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। মিস টম্‌লিন্‌সনের বিরাগ, সে ক্ষেত্রে, নিশ্চয়ই ধপ্‌ করে পড়ে যাবে, যদি না একদম মিলিয়ে যায়।"

"যাই বলো, তুমি সত্যই একটা স্পোর্টস্‌ম্যান !" মেয়েটা খলখলিয়ে উঠল। তারপর সে এগিয়ে এসে আমাকে এক চুমু দিল—সে সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, দুঃখের বিষয়, সে একটু আগেই কতগুলো আঠালো, চটচটে মিষ্টি গিলছিল।

"জীভ্‌স, একদম লাগসই প্ল্যান !" মিঃ উস্টার বললেন। "নিখুঁত, চাই কি ফলন্ত, একটা স্কীম। এই, শোনো, তোমার বাবার বন্ধু হলে তো আমার জানা দরকার তোমার নাম, ধাম, গোত্র ইত্যাদি।"

"আমার নাম পেগি মেইনওয়ারিং, অনেক, অনেক ধন্যবাদ," মেয়েটা বললো। "আর আমার বাবা হচ্ছেন প্রফেসর মেইনওয়ারিং। অনেক বই লিখেছেন তিনি। এটা আপনার জানা দরকার কিন্তু।"

"সুপরিচিত দার্শনিক গ্রন্থাবলীর প্রণেতা, স্যর," আমি ভরসা করে ফোড়ন দিলাম। "খুব চল বইগুলোর, যদিও, কিছু মনে ক'রো না খুকী, প্রফেসরমশাইর মতামতগুলো অনেক ক্ষেত্রে আমার হাতুড়ে হাতুড়ে মনে হয়। গাড়িটা কি ইস্কুলের দরজায় নিয়ে যাব, স্যর ?"

"হ্যাঁ, এগিয়ে চল। অদ্ভুত, ভারী অদ্ভুত, জীভ্‌স। জানো, আমি জীবনে কখনও কোনও মেয়েদের ইস্কুলের ভেতরে যাই নি।"

"সত্যি, স্যর ?"

"ভীষণ ইন্‌টারেস্টিং একটা অভিজ্ঞতা হবে, কি বলো ?"

"সেই রকমই তো মনে হচ্ছে, স্যর," আমি বললাম।

একটা গলি ধরে আধমাইলটাক চলার পর, খুকীর নির্দেশমত একটা প্রকাণ্ড বাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকে গাড়িটাকে সুমুখের দরজার সামনে থামালাম। খুকীকে নিয়ে মিঃ উস্টার দরজা দিয়ে ভেতরে গেলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা পার্লরমেইড বেরিয়ে এলো।

"গাড়িটা তোমাকে ওদিকে আস্তাবলের কাছে নিয়ে যেতে হবে যে," সে বললো।

"আঃ!" আমি বললাম। "তা হলে সব ঠিকঠাক, অ্যাঁ? মিঃ উস্টার কোথায় গেলেন?"

"মিস পেগি ওঁকে নিয়ে গেছে তার বন্ধুদের কাছে। দেখ, রাঁধুনীমাসি বললেন যে একটু বাদে দু'পা এগিয়ে ওদিকে রান্নাঘরটায় গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে এলে তিনি খুশি হবেন। যেয়ো, কেমন? রাধুনীমাসি তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন।"

"খুশীসে; রাঁধুনীমাসিকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো। আচ্ছা, গাড়িটা আস্তাবলে নিয়ে যাবার আগে মিস টম্‌লিন্‌সনের সঙ্গে একটা কথা বলা যায় না?"

এক সেকেণ্ড বাদে আমি তার পিছন পিছন ড্রয়িং-রুমে গিয়ে ঢুকলাম।

মিস টম্‌লিন্‌সনকে এক নজর দেখেই আমার ধারণা হ'লো, ভদ্রমহিলা সুশ্রী কিন্তু অবলা নন। ওঁকে দেখে আমার মিঃ উস্টারের আণ্ট আগাথাকে মনে পড়ে গেল। কতগুলো সাদৃশ্য অমনি চোখে পড়ে। সেই তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, সেই দৃপ্ত ভাব—বলে দিতে হয় না যে এ মেয়ে কোনও রকম বুজরুকি বরদাস্ত করবে না।

"খুব সম্ভব আমার এটা অনধিকারচর্চা হচ্ছে, ম্যাডাম," আমি আরম্ভ করলাম, "কিন্তু ভরসা করে এসেছি যে আপনি আমাকে আমার মনিবের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলতে দেবেন। মিঃ উস্টার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আপনাকে বলেন নি বলেই আমার বিশ্বাস। ঠিক বলেছি কিনা?"

"তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি; শুধু বলেছেন তিনি প্রফেসর মেইনওয়ারিঙের একজন বন্ধু।"

"তা হলে তিনি আপনাকে বলেন নি যে তিনিই **সেই** মিঃ উস্টার?"

"সেই মিঃ উস্টার ?"

"বার্ট্রাম উস্টার, ম্যাডাম।"

মগজের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহ তুচ্ছ হলেও, মিঃ উস্টারের স্বপক্ষে এ কথা আমি বলবো যে তাঁর নামটা প্রায়-অশেষ সম্ভাবনার ইঙ্গিত করে। একটু খোলসা করে বলি। নামটা শুনলেই মনে হয় একটা কেউ-কেটা—বিশেষ যদি আপনাকে আগেই বলা হয়ে থাকে যে উনি প্রফেসর মেইনওয়ারিঙের মতো একজন বিখ্যাত লোকের অন্তরঙ্গ বন্ধু। অবশ্য ধাঁ করে হয়তো আপনি বলতে পারবেন না যে ইনি ঔপন্যাসিক বার্ট্রাম উস্টার, না চিন্তানায়ক বার্ট্রাম উস্টার যিনি একটা নতুন দার্শনিক গোষ্ঠী প্রবর্তন করেছেন; কিন্তু আপনি একটা অস্বস্তি বোধ করবেন যে নামটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ভাব না দেখালে হয়তো আপনার নিজের অজ্ঞতা জাহির করা হবে। মিস টম্লিন্সন, যে-রকম আমি কতকটা আঁচ করেছিলাম, পুলকিত-বিস্ময়ে মাথা নাড়লেন।

"ওঃ, বার্ট্রম উস্টার!" তিনি বললেন।

"ভারী লাজুক প্রকৃতির লোক, ম্যাডাম। নিজে কিছুতেই উনি বলবেন না, কিন্তু, আমি তো ওঁকে জানি, যদি আপনি ওঁকে অনুরোধ করেন ইয়ং-লেডিদের কিছু বলতে, তা হলে, জিনিসটাকে একটা প্রসন্ন সমাদর মনে করে, খুশি হবেন। চমৎকার বলেন উনি; তৈরী হওয়াটওয়া লাগে না"

"খুব ভাল কথা।" মিস টম্লিন্সন মন ঠিক করে ফেললেন। "প্রস্তাবটার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। মেয়েদের কিছু বলার জন্য আমি নিশ্চয়ই ওঁকে অনুরোধ করবো।"

"আর, দেখুন, যদি উনি কোনও অজুহাত দেখান—লজ্জায় বা সংকোচে জিনিসটা এড়িয়ে যেতে চান—"

"আমি জিদ করবো।"

"ধন্যবাদ, ম্যাডাম। বাধিত হলাম। আমার কথা কিছু বলবেন না যেন। মিঃ উস্টার মনে করতে পারেন আমি অনধিকারচর্চা করেছি।"

গাড়িটাকে আস্তাবলের দিকে এনে উঠনের এক পাশে থামালাম, এবং নামবার সময় বেশ একটু নজর করে ওটাকে দেখলাম। বেশ ভাল গাড়ি, এবং চমৎকার হালতে আছে মনে হ'লো, কিন্তু আমার কেমন যেন খেয়াল হ'লো যে গাড়িটার কোথাও কিছু এখুনি বিগড়ে যাবে—একটা সিরিয়স কিছু—একটা-কিছু যা অন্তত দু'ঘণ্টা যাবে ঠিক করতে।

এই ধরনের পূর্বাভাস অনেক সময় আমরা পাই।

আধঘণ্টাটাক পরে মিঃ উস্টার আস্তাবলের উঠনে এলেন। আমি তখন গাড়িটাতে ঠেস দিয়ে আরাম করে একটা সিগ্রেট খাচ্ছিলাম।

"না, না, ফেলে দিয়ো না, জীভ্স," তিনি বললেন—উনি কাছে আসতে আমি সিগ্রেটটা মুখ থেকে বের করে নিয়েছিলাম। "সত্যি বলতে, তোমার কাছ থেকে একটা সিগ্রেট খসাতে এসেছি। দিতে পার একটা ?"

"সব সস্তা, বাজে মার্কা, স্যর।"

"ওইতেই চলবে," রীতিমত ব্যগ্রভাবে মিঃ উস্টার বললেন। রকমসকমে বুঝলাম উনি একটু ক্লান্ত হয়েছেন, এবং চোখের দৃষ্টিটা দেখলাম কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। "আশ্চর্য, জীভ্স, আমার সিগ্রেট-কেসটা মনে হচ্ছে হারিয়েছি। কোথাও খুঁজে পচ্ছি নে।"

"কি মুশকিলের কথা। গাড়ির মধ্যে কিন্তু নেই, স্যর।"

"নেই ? নিশ্চয়ই কোথাও পড়ে গেছে, তা হলে।" সস্তার সিগ্রেটটায় উনি জোরে একটা টান দিলেন। "ভারী আমুদে আর হাসিখুশি, এই ছোট ছোট মেয়েরা, জীভ্স," একটু থেমে বললেন।

"বেজায় আমুদে, স্যর।"

"অবশ্য এটা বোঝা যায়, সকলের এ ভাল লাগবে না, কারও কারও হয়তো মনে হবে জিনিসটা একটু হাঁপ-ধরানো, মানে এ-রকম—ইয়ে—"

"দঙ্গল বেঁধে হামলা, স্যর?"

"ঠিক বলেছ কথাটা। একটু হাঁপ-ধরানো এই দঙ্গল বেঁধে হামলা।"

"আমার, স্যর, সত্যি বলতে, সেই রকম মনে হ'তো। ছোটবেলা, মানে আমার কর্মজীবনের শুরুতে, স্যর, একসময়ে আমি মেয়েদের একটা ইস্কুলে কিছুদিন ছোকরার কাজ করেছিলাম।"

"সত্যি? তা তো জানতাম না। শোনো, জীভ্স—ইয়ে—ওরা কি—ইয়ে—টুকটুকে খুকুমণিরা কি তখনকার দিনে মুখচেপে খালি খালি হাসাহাসি করতো?"

"একরকম অনবরত, স্যর।"

"কেমন-যেন নিজেকে বোকা বোকা মনে হয় তখন, না? আবার মধ্যে মধ্যে কি তোমার দিকে হাঁ করে, বা ফ্যাল ফ্যাল করে, একদৃষ্টে তাকাতো, অ্যাঁ?"

"আমি যে ইস্কুলটাতে ছিলাম, স্যর, সেখানে, কোনও পুরুষ অভ্যাগত কেউ এলে, ইয়ং-লেডিদের একটা রেগুলার খেলা ছিল তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসা, এবং যে তাঁকে সব চেয়ে আগে অপ্রস্তুত করে দিতে পারত সে ছোটখাট একটা প্রাইজ পেত।"

"না, না, কি বলছো, জীভ্স, সত্যি?"

"সত্যি বলছি, স্যর। এই খেলাটাতে তারা বেজায় আমোদ পেত।"

"খুদে খুদে মেয়েরা যে এ-রকম সাংঘাতিক তা তো জানতাম না।"

"ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক, স্যর।"

মিঃ উস্টার তাঁর রুমালটা একবার কপালের উপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন।

"যাক গে, দু'চার মিনিটের মধ্যেই চা এসে যাচ্ছে, জীভ্‌স। আশা করি চায়ের পরে খানিকটে চাঙ্গা হওয়া যাবে।"

"উচিত তো, স্যর।"

আমি ওঁকে ভরসা দিলাম বটে, কিন্তু আমার মনে সে-রকম আশা বড় ছিল না।

রান্নাঘরে বসে আমি বেশ আরাম করেই চা খেলাম। মাখন-মাখানো টোস্ট ভালই লাগল এবং মেইডরাও ছিল চমৎকার সব মেয়ে, যদিও একটু বোবা টাইপের। আমাদের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে তখন সেই পার্লরমেইড এসে যোগ দিল। ইস্কুলের ডাইনিং-রুমে ওর কাজ ছিল, তাই সেরে তবে এলো। ওর রিপোর্টে জানা গেল যে মিঃ উস্টার বীরের মতো লড়ছেন, তবে তাঁর কান-টান একটু যেন লাল হয়ে পড়েছে। আমি আস্তাবলের উঠনে ফিরে গেলাম। আমি আর একবার গাড়িটার উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম এমন সময় বাচ্চা মেইনওয়ারিং মেয়েটা এসে উপস্থিত হ'লো।

"ওঃ, হ্যাঁ, দেখ," মেয়েটা বললো, "মিঃ উস্টারকে এইটে দিয়ে দিয়ো, কেমন? দেখা হওয়ামাত্র, বুঝলে?" মিঃ উস্টারের সিগ্রেট কেসটা ও হাত বাড়িয়ে আমাকে দিল। "নিশ্চয়ই এটা কোথাও পড়ে গিয়েছিল ওঁর পকেটফকেট থেকে। এই, শোনো," ও বলতে লাগল, "ভীষণ মজা হবে আজকে। মিঃ উস্টার লেকচার দিচ্ছেন আমাদের ইস্কুলে।"

"তাই নাকি, মিস?"

"লেকচার-টেকচার হলে আমাদের কী যে ভাল লাগে। আমরা বসে বসে শুধু বেচারাদের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকি, আর দেখি কেমন করে ওদের গলা আস্তে আস্তে শুকিয়ে আসে, মুখ-চোখ লাল

হয়ে যায়। আর বছর এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁর তো হিক্কা উঠে গেল। মিঃ উস্টারের কি হিক্কা উঠবে? তোমার কি মনে হয়?"

"আমাদের এখতিয়ার আশা করা পর্যন্ত, মিস।"

"খুব মজা হবে, না?"

"তা আর বলতে, মিস"

"আচ্ছা, এবারে চলি। আমাকে সামনের লাইনে একটা সীট দখল করতে হবে।"

এই বলেই ও চোঁচা দৌড় দিল। চার্মিং মেয়ে। প্রাণ যেন উপচে পড়ছে।

মেয়েটা চলে যেতে না যেতেই একটা হইচই গোলমালের আওয়াজ কানে এলো, এবং মোড়টা ঘুরে মিঃ উস্টার এসে উপস্থিত হলেন। হন্তদন্ত চেহারা। রীতিমত।

"জীভ্স!"

"স্যর?"

"গাড়িতে স্টার্ট দাও!"

"স্যর?"

"চম্পট দিচ্ছি!"

"স্যর?"

নাচের ভঙ্গীতে খানিকটা ধিন ধিন করে, মিঃ উস্টার বললেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু 'স্যর' 'স্যর' ক'রো না। বলছি, আমি চম্পট দিচ্ছি। সেরেফ চম্পট! এক মুহূর্ত নষ্ট করবার সময় নেই। অবস্থা সঙ্গীন। দুত্তোর, জীভ্স। জানো কি হয়েছে? এই টম্‌লিন্‌সন জেনানাটা এইমাত্র আমার পিলে চমকে দিলে। বলে কিনা মেয়েদের মিটিঙে আমাকে লেকচার দিতে হবে! ওই ইস্কুলসুদ্ধ একপাল মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা দিতে হবে! আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি

কেমন দেখাবে আমাকে! গাড়িটায় এক্ষুনি স্টার্ট দাও, জীভ্‌স হুত্তোর ছাই, জলদি, একটু জলদি করো!"

"অসম্ভব, স্যর। গাড়িটে বিগড়েছে।"

মিঃ উস্টার হাঁ করে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। অত্যন্ত কাঁচবৎ সে দৃষ্টি।

"বিগড়েছে!"

"হ্যাঁ, স্যর। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। হয়তো সিরিয়স কিছু নয়, কিন্তু সম্ভবত ঠিক করে নিতে সামান্য একটু সময় নেবে।" মিঃ উস্টার সেই সব আয়েশী ভালমানুষ ইয়ং জেণ্টলম্যানদের দলে যারা মোটর চালাবে কিন্তু ভুলেও একবার তার কলকব্জাগুলো নেড়েচেড়ে দেখবে না। সুতরাং আমার টেক্‌নিক্যাল হতে কোনও বাধা ছিল না। "মনে হচ্ছে, স্যর, ডিফারেন্‌শিয়াল গিয়ারটার কিছু হয়েছে। হয় সেইটে, নয় এগ্‌জস্টটা।"

মিঃ উস্টারকে আমি ভালবাসি, এবং ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যই আমার মন গলে যাবার মুখে এসেছিল। একটা ভাষাহীন হতাশায় এমন অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন যে দেখে মায়া না হয়ে পারে না।

"তা হলে হতোহস্মি! রোস"—তাঁর পীড়িত চোখমুখের উপর দিয়ে ঝিলিক মেরে গেল আশার ক্ষীণ একটা রশ্মি—"তোমার কি মনে হয়, জীভ্‌স, গুড়িসুড়ি মেরে চুপি চুপি এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে পিট্‌টান দেওয়া সম্ভব?"

"মনে হচ্ছে এখন আর তা সম্ভব নয়, স্যর, দেরি হয়ে গেছে।" তাঁর ঠিক পিছন দিক থেকে সঙ্কল্পে স্থির মিস টম্‌লিন্‌সন জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে আসছিলেন। আমি ইঙ্গিতে সেই মার্চিং মূর্তির দিকে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

"এই যে, আপনি এখানে, মিঃ উস্টার।"

মিঃ উস্টার তাঁর ফেকাশে মুখে জোর করে একটুখানি রুগ্ন হাসি টেনে আনলেন।

"হ্যাঁ—ইয়ে—এই তো আমি এখানে!"

"আমরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি বড় ইস্কুল-রুমটাতে।"

"কিন্তু দেখুন, শুনুন," মিঃ উস্টার বললেন, "আমি—আমি কিছু জানি নে, কি বলবো না বলবো।"

"আরে, যা খুশি তাই বলবেন, মিঃ উস্টার। যা আপনার মনে আসে। সরস কিছু," মিস টম্‌লিন্‌সন বললেন। "সরস এবং মজাদার।"

"ওঃ, সরস এবং মজাদার?"

"মানে, ওরা আমোদ পায় এ রকম এক-অধটা গল্প বলতে পারেন। কিন্তু সিরিয়স দিকটাও একেবারে ভুললে চলবে না। মনে রাখবেন যে আমার মেয়েরা জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, এবং শুনতে চায় এমন-কিছু যা তাদের সাহস দেবে, চলার পথে সাহায্য করবে, প্রেরণা যোগাবে—এমন কিছু যা তারা ভবিষ্যতে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে। অবশ্য আপনাকে এ-সব বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, মিঃ উস্টার। আপনি আমার চেয়ে ঢের ভাল জানেন এ-সব। আসুন। নবীনারা সব বসে আছে।"

উপায়জ্ঞতা এবং খাস খিদমতগারের জীবনে তার মূল্য কতখানি সে-কথা একটু আগে বলেছি। সত্যি সত্যি আপনার কোনও পার্ট নেই এমনসব সীনে অংশ নিতে হলে, এই গুণটি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। জীবনের ইনটারেস্টিং জিনিসগুলো এত বেশী আপনার খাস খিদমতগারকে পাশ কাটিয়ে বন্ধ দরজার ওপাশে গিয়ে যবনিকা তোলে যে যদি সে

ঘটনা-সংঘাতের বিলকুল পিছনে প'ড়ে না থাকতে চায়, তা হলে ইনটারেস্টিং কোনও সম্ভাবনার আভাস পেলেই তাকে বুদ্ধি খরচ করে সে-সীনের—দর্শক হতে না পারলেও—অন্তত শ্রোতা হবার চেষ্টা করা উচিত। দরজার ফাঁকে আড়ি পেতে শোনা, আমি মনে করি, একটা ইতরামি। ওতে নিজেকে খেলো করা হয়। কিন্তু আমি, সেই ধাপে না নেমেও, সাধারণত ভেবেচিন্তে উদ্দেশ্যসাধনের একটা না একটা উপায় বের করেছি।

বর্তমান ক্ষেত্রে জিনিসটা ছিল জলবৎ তরলম্। সেই বড় ইস্কুল-রুমটা ছিল এক তলায়, এবং, আকাশ-বাতাস ঝরঝরে থাকায়, তার বড় বড় ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডোগুলো আগাগোড়া সারাক্ষণ খোলাই রইল। ঘরটার লাগাও বারান্দায় একটা থামের আড়ালে বসে আমি সমস্তই দেখলাম এবং শুনলাম। এ-রকম উপাদেয় একটা জিনিস বাদ গেলে মন খারাপ হ'তো। মিঃ উস্টার, কোনও রকম কিন্তু না করে সরাসরি বলতে পারি, আত্মনাত্মানম্ ডিঙিয়ে গেলেন।

একজন ইয়ং জেণ্টলম্যানের যে-সব গুণ থাকা দরকার তা প্রায় সবই মিঃ উস্টারের আছে—একটা ছাড়া। মগজের কথা বলছি নে; মনিবের মগজ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। যে-গুণটার কথা বলছি তার সঠিক একটা সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন; হয়তো এটাকে বলা যেতে পারে আকস্মিককে গ্রহণ করবার ক্ষমতা। আকস্মিক কিছু উপস্থিত হলে, মিঃ উস্টার চোখ বড় বড় করে হেঁ হেঁ করে অনিশ্চিতভাবে হাসতে থাকেন। সপ্রতিভ তৎপরতার অভাব। সুপরিচিত কারবারী মিঃ মণ্টেগু-টডের কাছে আমি এক সময়ে ছিলাম—এখন তাঁর কারাবাসের দ্বিতীয় বৎসর চলছে। কত সময়ে আমার মনে হয়েছে উপায়জ্ঞ মিঃ টডের ক্ষমতাটা থেকে কিছু যদি মিঃ উস্টারকে দিতে পারতাম। কত বার দেখেছি, মিঃ টডকে মেরে ঢিট করবার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে

ঘোড়ার চাবুক ঘোরাতে ঘোরাতে এসে, তাঁর বন্ধুরা আধ ঘণ্টা পরে তাঁর একটা সিগার টানতে টানতে হাসতে হাসতে চলে গেছেন। তরুণীসমাকুল একটা ইস্কুল-রুমে উপস্থিতমত দু'চার কথা বলা মিঃ টডের কাছে হ'তো একটা ছেলেখেলা; বলতে কি, হয়তো সব মেয়েরা, তার বক্তৃতা শেষ হবার আগে, তাদের হাত-খরচের সমস্ত টাকা তাঁর অসংখ্য কারবারের যে-কোনও একটাতে খাটানোর জন্য উজড় করে দিয়ে দিত; কিন্তু মিঃ উস্টারের কাছে স্পষ্টই ব্যাপারটা একটা প্রাণান্তকর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়ালো। তিনি চকিতে একবার তরুণীদের দিকে চেয়ে দেখলেন—ইয়ং-লেডিরা সব একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল, একদম যাকে বলে নিমেষবিহীন নয়নে—তারপর বারকয়েক চোখ পিটপিট করে কোটের হাতাটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগলেন, ক্ষীণ, কুণ্ঠিত হস্তে। একবার এক যাদুকরের ভেলকি দেখতে গিয়ে দেখেছিলাম লাজুক এক ছোকরার দুর্গতি। সকলের কথা ঠেলতে না পেরে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ম্যাজিশিয়ানকে সাহায্য করতে কোনও রকমে পায়ে পায়ে প্ল্যাটফর্মের উপর তো গিয়ে সে উঠল, আর সে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই যাদুকর হঠাৎ তার মাথার খুলির থেকে জ্যান্ত খরগোশ এবং সুসিদ্ধ ডিম বের করতে আরম্ভ করলো। সেই লাজুক ছেলেটার তখনকার মুখের চেহারা আমার মনে পড়ে গেল মিঃ উস্টারের দিকে তাকিয়ে।

মিস টম্‌লিন্‌সন ক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা দিয়ে সভার উদ্বোধন করলেন। সংক্ষিপ্ত, হৃদয়গ্রাহী দু'চার কথায় তিনি পরিচয়ের পালা সাঙ্গ করলেন।

"গার্ল্‌স," মিস টম্‌লিন্‌সন বললেন, "তোমরা কেউ কেউ আগে থেকেই মিঃ উস্টারকে—মিঃ বার্ট্রাম উস্টারকে—জানো, এবং তোমরা সকলেই, আমি আশা করি, তাঁর নাম শুনেছ।" এইখানে, দুঃখের বিষয়, মিঃ উস্টার বিশ্রী ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ করে হেসে উঠলেন এবং,

মিস টম্‌লিন্‌সনের সঙ্গে চোখোচোখি হতে, একেবারে লাল ডগডগে হয়ে গেলেন। মিস টম্‌লিন্‌সন ফের আরম্ভ করলেন: "উনি, আজকে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে, অনুগ্রহ করে তোমাদের দু'চার কথা বলতে রাজী হয়েছেন। আমি জানি উনি যা বলবেন তোমরা খুব মন দিয়ে শুনবে। এবারে তবে।"

শেষ দু'টো কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাতখানা একটা উদার ভঙ্গীতে উপরে উঠে গেল। মিঃ উস্টার, মনে হ'লো, ভাবলেন সংকেতটা তাঁকেই, এবং গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু দেখা গেল সংকেতটার লক্ষ্য ছিল ইয়ং-লেডিরা, কারণ শব্দ দুটো উনি উচ্চারণ করতে না করতেই ইস্কুলসুদ্ধ সব একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লো এবং সমস্বরে ভজনের সুরে একটা গান শুরু করে দিল। গানটার কথাগুলো, ভাগ্যক্রমে, আমার মনে আছে, কিন্তু সুরটা ধরি ধরি করেও কিছুতেই ধরতে পারছি নে। কথাগুলো ছিল এই :—

"তোমায় করি নমস্কার!
তোমায় করি নমস্কার!
করি নমস্কার, অচিন বন্ধু,
করি নমস্কার,
করি নমস্কার,
তোমায় করি নমস্কার!
তোমায় করি নমস্কার!
অচিন বন্ধু!"

সুরের মাত্রা সম্বন্ধে গাইয়েদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, এবং এই সমবেত-সঙ্গীতে সমবায়ের চেষ্টা একপ্রকার ছিল না বললেই হয়। মেয়েরা প্রত্যেকে যার যেমন খুশি গেয়ে চললো, এবং, একদম শেষ পর্যন্ত না পৌঁছে, যারা-পড়ে-আছে-পিছে তাদের দিকে একবারও ফিরে

তাকালো না। বিলকুল নিউ স্টাইল, এবং আমার নিজের জিনিসটা খুবই চমৎকার লাগল। কিন্তু মিঃ উস্টারকে মনে হ'লো যেন কেউ চাবুক মারছে। আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে একটা হাত উঁচু করে, তিনি কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর কোলাহলটা থিতিয়ে থেমে গেল, এবং একটা আসন্ন প্রতীক্ষায় আবহাওয়াটা থমথম করতে লাগল। মিস টম্‌লিন্‌সন মিঃ উস্টারের দিকে তাকালেন—সে-দৃষ্টিতে প্রসন্ন অনুজ্ঞা—এবং মিঃ উস্টার বারদুয়েক ঢোক গিলে এবং চোখ পিটপিট টলতে টলতে এগোলেন।

"আচ্ছা, তোমরা অবশ্য জানো—" তিনি বললেন।

তারপর বোধহয় তাঁর খেয়াল হ'লো যে আরম্ভটা ঠিক কেতাদুরস্ত হয় নি।

"লেডিজ—"

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম সার থেকে উঠল রুপালী হাসির অট্টধ্বনি, এবং তাঁকে আবার থামতে হ'লো।

"গার্ল্‌স!" মিস টম্‌লিন্‌সন বললেন। কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন অতি মৃদু পর্দায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ ফল হ'লো। তৎক্ষণাৎ সব একদম চুপ হয়ে গেল—একটা পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতায় সকলে স্থির, নিশ্চল হয়ে রইল। মিস টম্‌লিন্‌সনের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত হলেও, এ কথা আমি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি যে আর কোনও মহিলা কোনও দিন আমার শ্রদ্ধা এমন করে আকর্ষণ করেছেন বলে মনে করতে পারি নে। তাঁর মুঠোয় জোর ছিল।

আমার মনে হয় ততক্ষণে মিঃ উস্টারের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সম্বন্ধে মিস টম্‌লিন্‌সনের একরকম যথাযথ একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। তিনি বুঝে নিয়েছেন যে ওঁর কাছ থেকে কোনও রকম ঝঙ্কার-ঝঞ্চনা আশা করা ভুল হবে।

"হয়তো," তিনি বললেন, "মিঃ উস্টারের হাতে যখন বেশী সময় নেই এবং এদিকেও দেরি হয়ে যাচ্ছে, উনি তোমাদের দু'চার কথায় সামান্য কিছু উপদেশ দেবেন যা খুব সম্ভব ভবিষ্যৎ জীবনে তোমাদের কাজে আসবে। তারপর আমরা আমাদের ইস্কুলের গানটা গেয়ে সভা ভঙ্গ করে যার যার বিকেলের ক্লাসে গিয়ে যোগ দেব।"

তিনি মিঃ উস্টারের দিকে তাকালেন। মিঃ উস্টার তার কলারের মধ্যে একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে হাতটা একবার ঘুরিয়ে আনলেন।

"উপদেশ ? ভবিষ্যৎ জীবন ? অ্যাঁ ? কি মুশকিল ! আমি জানি নে কি—"

"এই সাধারণ দু'চারটে কথা, মিঃ উস্টার," মিস টম্‌লিন্‌সন অবিচলিত গাম্ভীর্যে বললেন।

"ওঃ, আচ্ছা—আচ্ছা, হ্যাঁ—আচ্ছা—," মিঃ উস্টারের মস্তিষ্কের সে-কসরত চাক্ষুষ করা রীতিমত মর্মান্তিক হয়ে পড়লো। "আচ্ছা, শোনো, তোমাদের একটা জিনিস বলছি যা অনেক সময় আমার বেশ একটু কাজে এসেছে, এবং জিনিসটা খুব বেশী লোকে জানে না। আমার আঙ্কল হেনরি, আমি যেবার প্রথম লণ্ডনে আসি, এক দিন চুপিচুপি জিনিসটা আমাকে বলেছিলেন। 'কখনও ভুলো না, কাকু,' তিনি বললেন, 'যে ষ্ট্র্যাণ্ডে রোম্যানোর দালানের বাইরে দাঁড়িয়ে তুমি ফ্লীট স্ট্রীটের আদালতের দেয়ালের ঘড়িটা দেখতে পার। অনেকেই, যারা জিনিসটা জানে না, বিশ্বাস করে না যে এ সম্ভব, কারণ রাস্তাটার মধ্যিখানে গোটা দুই গির্জা রয়েছে, এবং তোমার মনে হয় যে ওদের আড়ালে তোমার দৃষ্টি আটকে যাবে। কিন্তু সত্যিই ঘড়িটা দেখতে পারা যায়, এবং জিনিসটা জানার মতো। যারা জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখে নি তাদের সঙ্গে বাজ রেখে অনেক টাকা তুমি

জিতে নিতে পার।' আর সত্যি বলছি, খোদার কসম, তিনি একটুও মিথ্যে বলেন নি, এবং এটা একটা মনে করে রাখার মতো জিনিস বটে। অনেক টাকা আমি—"

মিস টম্‌লিন্‌সন শুকনো গলায় খকখক করে কেশে উঠলেন, এবং মিঃ উস্টার মধ্যপথে থেমে গেলেন।

"মিঃ উস্টার," মিস টম্‌লিন্‌সন ঠাণ্ডা, পালিশ গলায় বললেন, "আপনি ছোটখাট একটা গল্প বললে বোধ হয় আমার মেয়েদের এর চেয়ে ভাল লাগবে। আপনি যা বলছেন তা অবশ্য খুবই ইন্‌টারেস্টিং, কিন্তু হয়তো একটু—"

"ওঃ, আঃ, হ্যাঁ," মিঃ উস্টার বললেন। "গল্প ? গল্প ?" একদম ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন যেন, আহা বেচারী। "জানি নে স্টক্‌ব্রোকার আর কোরাস-গার্লের সেই গল্পটা তোমরা শুনেছ কিনা। শোনো নি ?"

"এবারে আমাদের গানটা হোক", মিস টম্‌লিন্‌সন উঠে পড়ে বললেন—একটা তুষারস্তূপ যেন কথা কয়ে উঠল।

গানটা শোনার জন্য অপেক্ষা না করাই যুক্তিযুক্ত মনে হ'লো আমার। ভাবলাম সম্ভবত মিঃ উস্টারের শীঘ্রই গাড়িটা দরকার হবে, এবং আস্তাবলের উঠনে ফিরে এসে তৈরী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আমাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই উনি টলতে টলতে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখে মনের ভাব কিছু বোঝার জো নেই সে-রকম দুর্বোধ মুখ মিঃ উস্টারের নয়। ঠিক তার উলটো। স্বচ্ছ সরসীর মতো সে মুখে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাবের আনাগোনা প্রতিফলিত হচ্ছে। একখানা খোলা পুঁথির মতো আমি ওঁর মুখ প'ড়ে ফেললাম, এবং যে-রকম আঁচ করেছিলাম প্রায় হুবহু সেই লাইন ঘেঁষে গেল ওঁর প্রথম কথাগুলো।

“জীভ্‌স,” ভাঙা গলায় উনি বললেন, “হতচ্ছাড়া গাড়িটা কি ঠিক হ'লো ?”

“এইমাত্র হ'লো, স্যর। আমি সেই থেকে আদা জল খেয়ে এর পিছনে লেগেছিলাম।”

“তা হলে, দোহাই ঈশ্বরের, এবারে চলো !”

“কিন্তু আমি যে শুনলাম, স্যর, আপনি এখানে বক্তৃতা করবেন।”

“ওঃ, সে হয়ে গেছে !” বারদুই ঝট্‌পট চোখ পিটপিট করে মিঃ উস্টার বললেন। “হ্যাঁ, সে হয়ে গেছে।”

“আশা করি সবাই খুব তারিফ করেছেন, স্যর ?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভীষণ তারিফ—একেবারে ঘন ঘন করতালি। একটা হিল্লোলের মতো চলে গেল সব জিনিসটা। কিন্তু—ইয়ে—আমার মনে হয় এবারে সরে পড়া ভাল। প্রহারেণ ধনঞ্জয় না হওয়া পর্যন্ত থাকা কোনও কাজের কথা নয়, কি বলো ?”

“নিশ্চয়ই না, স্যর।”

আমি আমার সীটে উঠে বসেছি, এবং এঞ্জিনটা চালাতে যাব, এমন সময় অনেকগুলি গলার আওয়াজ শোনা গেল ; এবং সেই শব্দ শোনা মাত্র অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত মিঃ উস্টার গাড়িটার মধ্যে লাফিয়ে উঠে রাগ্‌টা আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে মেঝেতে কুঁকড়েসুকড়ে পড়ে রইলেন। আমি চকিতে মুখ ফিরিয়ে শুধু মুহূর্তের জন্য তাঁর মিনতিভরা চোখ দেখতে পেলাম।

“মিঃ উস্টারকে দেখেছ, বাপু ?”

মিস টম্‌লিনসন উঠনে ঢুকে পড়েছেন, সঙ্গে আর একজন মহিলা—গলা শুনে মনে হ'লো ফরাসীকুলসম্ভবা।

“না, ম্যাডাম।”

ফরাসী মহিলাটি তাঁর নিজস্ব ভাষায় চেঁচিয়ে কি-একটা বললেন।

"কিছু গড়বড় হয়েছে নাকি, ম্যাডাম ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার মনে হয় না মিস টম্‌লিন্‌সনের মতো কোনও মহিলা স্বাভাবিক অবস্থায় নিজের উদ্বেগ অশান্তির কথা সহজে কোনও জেণ্টলম্যানের খাস খিদমতগারের কাছে প্রাণ খুলে বলতেন, তা তাকে যত দরদীই দেখাক। কিন্তু এখন তিনি তাই করলেন। সুতরাং বুঝবেন তিনি কী রকম উত্তেজিত হয়েছিলেন।

"হ্যাঁ হয়েছে! মাদ্‌মোয়াজেল এইমাত্র দেখলেন জনকয়েক মেয়ে লতাবিতানে বসে সিগ্রেট খাচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা বললো যে মিঃ উস্টার তাদের ওই শকিং জিনিসগুলো দিয়েছেন।" তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। "নিশ্চয়ই বাগানে না হয় বাড়ির মধ্যে কোথাও আছেন। লোকটার বোধ হয় মাথা খারাপ। আসুন, মাদ্‌মোয়াজেল!"

মিনিট খানেক পরে মিঃ উস্টার কচ্ছপের মতো রাগ্‌টার ভেতর থেকে মাথা বের করলেন।

"জীভ্‌স!"

"স্যর ?"

"চালাও! গাড়িতে স্টার্ট দাও! চালিয়ে দাও এবং চালাতে থাক!"

আমি সেল্‌ফ-স্টার্টারে পদসংস্থাপন করলাম।

"ইস্কুলের হুদ্দো পার না হওয়া পর্যন্ত একটু দেখে শুনে চালানোই বোধহয় ভাল হবে, স্যর," আমি বললাম। "কোনও বাচ্চা মেয়ে-টেয়ে চাপা দিয়ে ফেলতে পারি, স্যর।"

"ফেললেই বা, হরজ কেয়া ?" মিঃ উস্টার বিষম খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন।

"কিংবা টম্‌লিন্‌সনের ঘাড়ের উপর গিয়েও পড়তে পারি, স্যর।"

"খবরদার!" চাপা গলায় মিঃ উস্টার বললেন। "তোমার কথায় আমার জিবে জল এসে যাচ্ছে!"

“জীভ্‌স,” হপ্তাখানেক পরে একদিন রাত্রে ওঁর হুইস্কি এবং সিফন নিয়ে ঘরে ঢুকতে মিঃ উস্টার বললেন, “যাই বলো, এই বেশ।”

“স্যর ?”

“এই বেশ। নিবিড় এবং স্নিগ্ধ, কেমন? মানে, এই যে আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি নিয়ম মাফিক আমার অভ্যস্ত পানীয় হাতে তুমি কখন এসে ঢুকবে, তোমার দেরি হবে কি হবে না, এবং তারপর তুমি রোজই কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ট্রে-হাতে এসে ঢোকো, একদিন এক মিনিট এদিক ওদিক হয় না, এবং ট্রেটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাও, আবার পরের দিন রাত্রে ট্রে-হাতে এসে ঢোকো এবং ট্রেটা নামিয়ে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাও, আবার তার পরের দিন—মানে, এর মধ্যে একটা নিরাপদ নিশ্চিন্ততা আছে। একটা সুশীতল শান্তি! হ্যাঁ, ঠিক। সুশীতল শান্তি!”

“হ্যাঁ, স্যর। ওঃ, ভাল কথা মনে পড়লো, স্যর—”

“কি ?”

“সুবিধেমত একটা বাড়ি কি পেয়েছেন, স্যর ?”

“বাড়ি? বাড়ি দিয়ে কি হবে ?”

“আমার ধারণা ছিল, স্যর, আপনি ঠিক করেছেন এই ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবেন এবং, একটা বড়সড় দেখে বাড়ি নিয়ে, আপনার বোন; মিসেস স্কল্‌ফিল্‌ড, এবং তাঁর তিন বাচ্চা মেয়ে নিয়ে একসঙ্গে থাকবেন।”

মিঃ উস্টার থরথর করে কেঁপে উঠলেন।

“সে প্ল্যান বাতিল, জীভ্‌স,” তিনি বললেন।

“বহুত আচ্ছা, স্যর,” আমি বললাম।

—ঃ০ঃ—

বাঙলায় অনূদিত পি, জি, ওডহাউস

* থ্যাঙ্ক ইউ জীভস্

* ক্যারি অন্ জীভস্

হাস্যরসের জাত হরেকরকমের। কোথাও বা তা'তে মিশে থাকে করুণ খাদ, কোথাও বা ভোল্‌তেয়ারী শ্লেষের হুল বিঁধে বিঁধে রস ঝরায়। স্রষ্টার আরসীতে নিজের ভঙ্গুর ছায়া দেখে মানুষ হাসে, লুটোপুটি খায়। কোথাও বা আবার ভাঁড়ামি আর কাতুকুতুতেও হাসি ঝরে।

ইংরাজী সাহিত্যে ওডহাউস এক বিস্ময়, আর আরএক বিস্ময় তাঁর সৃষ্ট অপূর্ব জীব জীভস্। এ-জীভস্ পর্দ্দানশীন মধ্য-ভিক্টোরিয়ো যুগের সমালোচক জীব, নীচুতলার মানুষ। তবে খানদানী ঘরানার তাঁবেদার হয়ে সে তাঁদের জানে চেনে তাদের শ্রেণীগত এক পেশোমির প্রতি ব্যঙ্গে বাঙময় হয়ে উঠে। কিন্তু এ ব্যঙ্গ হাসির খোরাক যোগায়, এ হুল বিষম হয়ে মর্মমূলে ফুটে থাকে না।

